উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮৩,৫৭০.৩৫ (+১৮৭.৬৪)

নিফটি : ২৫,৬৯৪.৩৫ (+২৮.৭৫)

উদ্ধবের হার, পদ্মের দখলে বৃহন্মুম্বই ১১

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১১°	২৭°	১১°	২৭°	১১°	২৮°	১২°

পরিযায়ীর মৃত্যুতে উত্তপ্ত বেলডাঙ্গা ১০

ট্রাম্পের হাতে মাচাদো'র নোবেল

মন জয়ের মরিয়া চেষ্টা? ১১

৩ মাঘ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 17 January 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 239

সাদা চোখে সাদা কথায়

অনটনে চা শ্রমিক, শুনুন শুধু পাঁচালি

গৌতম সরকার

রাখুন তো মশাই এসআইআর-সাতসকালে টেলিফোনে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন গয়েরকাটার এক প্রবীণ শিক্ষক। কেন কী হল- প্রশ্নটা শেষ করতেও পারলাম না, গলার স্বর চড়িয়ে তিনি বলতে থাকলেন, 'এসআইআর-এর খবর ছাড়া আর তো কিছু লিখছেন না। অনেক গণ্ডগোল আছে বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনারা খবরওয়ালারা চা বাগানের দিকেও নজর দিন। শিল্পটা যে শেষ হয়ে গেল। ভিনরাজ্য আর এদিক-ওদিক কাজ না থাকলে শ্রমিক পরিবারগুলি না খেয়ে মরে যেত যে।'

শুধু ডুয়ার্সে এই মুহূর্তে বন্ধ ১৪টি চা বাগান। কোথাও লক আউট। কোথাও বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছে মালিকপক্ষ। সত্যিই তো, এসব নিয়ে ভাবনা কোথায়! সম্প্রতি একদল ভুখা শ্রমিক দিনের পর দিন মজুরি না পেয়ে আলিপুরদুয়ারের প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যার সামনে ধর্নায় বসেছিলেন। পাশে কোটি কোটি টাকা খরচে ডুয়ার্স উৎসব চলছিল। আলোয় ভেসে যাওয়া সেই উৎসবে নাচে-গানে তুলে ধরা হচ্ছিল সুখী জীবনের ছবি।

অভুক্ত শ্রমিকরা তখন হাড়কাঁপানো শীতে খোলা আকাশের নীচে বসে বিনিদ্র রাত কাটিয়ে নিজেদের দুরবস্থা জানাচ্ছিলেন। যাঁদের সাত সপ্তাহ মজুরি বাকি তখন। সাত সপ্তাহ মানে প্রায় দু'মাস। এমনিতেই সামান্য মজুরি, তাও যদি সাত সপ্তাহ বকেয়া থাকে,

এরপর দশের পাতায়

মহাকাল শরণ

মহাকাল মহাতীর্থের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর

সর্বধর্মসমন্বয়ের বার্তা, স্বপ্নার উপস্থিতিতে জল্পনা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : তোষণের রাজনীতির অভিযোগ তাঁর সঙ্গে সেঁটে রয়েছে অনেকদিন। সেই তকমা থেকে মুক্ত হতে দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি সেই তকমা আরও জোর করে চাপিয়ে দিতে মরিয়া তাঁর গায়ে। মুখ্যমন্ত্রী তাই ভারসাম্যের পথ নিয়েছেন।

শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাসে সব ধর্মের প্রতিনিধিদের উপস্থিত করার মধ্যে সেই পরিকল্পনা স্পষ্ট। ভাষণে সর্বধর্মসমন্বয়েরই বার্তা দিলেন মমতা। তাঁর কথায়, 'একটা ধর্ম থাকলে সবকিছু চলে না। একটা রং থাকলেও সবকিছু চলে না। সব ধর্মকে নিয়ে আমাদের চলতে হয়। ধর্ম মানে ধারণ করা, ধর্ম মানে মানবিকতা।'

ধর্মচর্চার চেয়েও তাঁর মুখে ছিল মহাকাল মন্দিরকে ঘিরে পর্যটন সম্ভাবনা ও স্থানীয় অর্থনীতিতে জোয়ার আসার কথা। তিনি বলেন, 'আজকের দিনটি বাংলার মুকুটে নতুন সংযোজন। আগামীদিনে দিঘার জগন্নাথধাম, নিউটাউনের দুর্গা অঙ্গনের মতো আন্তর্জাতিক পর্যটনস্থল হবে এই মহাকাল মন্দির।'

মমতা জানান, এই অঞ্চলকে গ্লোবাল ট্যুরিজম হাব হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা আছে তাঁর সরকারের। যেখানে আন্তর্জাতিক মানের কনভেনশন সেন্টারও হচ্ছে। ধর্মীয় পর্যটন এবং সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠবে মন্দির ও সংলগ্ন চত্বর। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায়, 'শিলিগুড়িকে শুধু ট্রানজিট পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার না করে ধর্ম, তীর্থ, পর্যটন, ব্যবসা সবকিছু হিসাবে ব্যবহার করা হবে। এখানে অনেক দোকান তৈরি হবে, অনেক কর্মসংস্থান হবে, অনেক হোটেল হবে। ফলে এখানকার অর্থনীতি উন্নত হবে।'

শিলিগুড়ির অদূরে মাটিগাড়ায় মন্দিরটির শিলান্যাস অনুষ্ঠানে বৃহস্পতিবার সর্বধর্মসমন্বয় ও উন্নয়নের নিশানাই প্রধান ছিল বটে। তবে অর্জুন সম্মানপ্রাপক অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মনকে মঞ্চে তুলে সম্মান জানানোয় অনেকে রাজনীতির ঝলক দেখছেন। স্বপ্নাকে নিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েন আছে। তাঁকে বিজেপি আসন্ন ভোটের প্রার্থী করবে, এমন প্রচারও আছে।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের আমন্ত্রণে স্বপ্নার মন্দিরের শিলান্যাসে উপস্থিত হওয়া ও সংবর্ধনা গ্রহণ করা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ভাষণ শেষ করে যখন শিলান্যাসের জন্য এগিয়ে যান, তখন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব কিছু বলেন মমতাকে।

এরপর দশের পাতায়

মহাকাল মন্দির

মোট জমি - ১৭.৪১ একর
মন্দিরের নাম – মহাকাল মহাতীর্থ
ব্রোঞ্জের মূর্তির উচ্চতা - ১০৮ ফুট
মূর্তির ভিত - ১০৮ ফুট
অভিষেক লিঙ্গ মন্দির - ১২টি
ভারতবর্ষের ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গের প্রতিমূর্তি
প্রতিদিন এক লক্ষ ভক্তসমাগমের ব্যবস্থা
মন্দিরের দুটি প্রদক্ষিণ পথ
একসঙ্গে ১০ হাজার মানুষ থাকবেন সেখানে
দুটি সভামণ্ডপে ৬০০০ ভক্ত বসতে পারবেন

শহরে গুলিতে ধৃত ব্যবসায়ীর জামিনে প্রশ্ন

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : শহরের সমাজপাড়ায় বুধবার রাতে গুলি চলার ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্ত ব্যবসায়ী আনন্দ ঘোষকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শুক্রবার সকালে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 'অস্ত্র আইনে' মামলা রুজু করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। পুলিশি জেরায় অবশ্য ওই ব্যবসায়ী নিজের ভুল স্বীকার করেছেন। এর আগে পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩২৪, ৩৫১, ১২৫ এবং ২৫/২৭ বিএনএস-এর অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করে। তাঁর লাইসেন্সড বন্দুক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতকে এদিন জেলা ও দায়রা আদালতে পেশ করা হলে শর্ত সাপেক্ষে জামিন পেয়েছেন আনন্দ।

এরপর দশের পাতায়

নিরাপত্তায় মুড়ে উদ্বোধন আজ

সৌরভ দেব ও পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : শনিবার জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন। এই উপলক্ষ্যে শুক্রবার পুরোদমে মহড়া চলল। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে স্বাগত জানাতে বৈরাতি নৃত্য থেকে শুরু করে পুলিশ ব্যান্ড, সবই মহড়া অনুষ্ঠানে ছিল। কলকাতা হাইকোর্ট থেকে আসা বিচারপতিদের উপস্থিতিতে এদিন মহড়া অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। অন্যদিকে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কোন পুলিশকর্মী কোথায় কর্তব্যরত থাকবেন সেই বিষয়ে এদিন পুলিশের তরফে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে, উদ্বোধনপর্বের মুহূর্তেও জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণ নিয়ে কোন্দল অব্যাহত। সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণে রাজ্য সরকার ৫০১ কোটি টাকা খরচ করেছে বলে এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল লিগ্যাল সেলের সভাপতি গৌতম দাস দাবি জানান। পরে আরেক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির জেলা মুখপাত্র ধীরাজমোহন ঘোষ বলেন, 'স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণের পুরো এক্তিয়ার রাজ্যের। স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণে কেন্দ্র সরকার টাকা দেয়নি ঠিকই, কিন্তু সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণে যাবতীয় অনুমোদন কেন্দ্র সরকার দিয়েছে।' স্থায়ী পরিকাঠামো নিয়ে এই টানাপোড়েনে ধীরাজের বক্তব্য তৃণমূলকেই এগিয়ে রাখল বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে। বিজেপির জেলা সভাপতি শ্যামল রায়ের অবশ্য দাবি, 'স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণে কেন্দ্র অর্থ না দিলেও কেন্দ্র বিচার বিভাগীয় পরিকাঠামো উন্নতিতে অর্থ দিয়েছে।'

দীর্ঘ অপেক্ষার পর উত্তরবঙ্গ ইতিহাসের সাক্ষী হতে চলেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী,

এরপর দশের পাতায়

জলপাইগুড়িতে স্থায়ী সার্কিট বেঞ্চ

বন্দে ভারতে 'হামলা'র ভয়

দেশের প্রথম স্লিপার বন্দে ভারতের যাত্রা শুরু শনিবার। উদ্বোধনে আসছেন প্রধানমন্ত্রী। এমন হাই ভোল্টেজ ইভেন্ট ও ভিভিআইপি'র আগমন ঘিরে এখন নিরাপত্তা নিয়ে হুলুস্থুল।

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৬ জানুয়ারি : খোদ প্রধানমন্ত্রী ও রেলমন্ত্রী আসছেন বলে কথা। দেশের প্রথম স্লিপার বন্দে ভারতের যাত্রা নিয়ে এখন মালদা রেলওয়ে ডিভিশনের নিরাপত্তার ব্যবস্থাপনা চরমে। সূত্রের খবর, এরই মধ্যে আবার রেলের কাছে সতর্কবার্তা এসেছে, বন্দে ভারতে পাথর ছুড়ে 'হামলা' হতে পারে। আর তাতেই নড়েচড়ে বসেছেন রেলকর্তারা। স্লিপার বন্দে ভারতের নিরাপত্তায় ইতিমধ্যে মালদায় এসে পৌঁছেছে অতিরিক্ত প্রায় পাঁচ কোম্পানি আরপিএফ। মালদা থেকে কামাখ্যা অভিমুখে ট্রেনের যাত্রাপথে কুমেদপুর পর্যন্ত রেললাইনের দু'ধারে আরপিএফ জওয়ানদের মোতায়েন করা হচ্ছে। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো

মোদির সফর ঘিরে সেজে উঠেছে মালদা টাউন স্টেশন। ছবি : অরিন্দম বাগ

নিজে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, 'যদি কেউ চলন্ত ট্রেনে পাথর ছোড়ে, তবে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।'

যদিও শুক্রবার বিষয়টি নিয়ে জানতে চাওয়া হলে মুখ খোলেননি রেলকর্তারা। তবে রেলের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে প্রশাসন ও আরপিএফকে সতর্ক করা হয়েছে। ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, একটি ই-মেল থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, মালদার কিছু সমাজবিরোধী মালদা, জমিরঘাটা, খালতিপুর, চামাগ্রাম, নিউ ফরাক্কা, বল্লালপুর, ধুলিয়ান, বাসুদেবপুর এবং তিলডাঙ্গা স্টেশন থেকে ট্রেনটি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেনে পাথর ছোড়ার চেষ্টা করতে পারে। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে কালো পতাকা প্রদর্শনেরও পরিকল্পনা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং অনুষ্ঠানটি শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য স্টেশন এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যক অফিসার ও কর্মী মোতায়েন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম হাওড়া থেকে এনজেপিগামী বন্দে ভারতের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেই যাত্রার কিছুদিন যেতে না যেতেই নতুন ট্রেনের উদ্দেশে ইট ছুড়ে বগির ক্ষতি করা হয়। যা নিয়ে সেই সময় দেশজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে। সেই ঘটনা নিয়ে একে অপরকে

এরপর দশের পাতায়

জন্মদিনে গ্রামের পাশে

ময়নাগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : যে কোনও সমস্যায় থমকে থাকেনি তাঁর সাহায্যের হাত। বুধুরাম বনবস্তির 'মুশকিল আসান' মনোজ ব্যক্তিগত উদযাপন নয়, প্রতিবারের মতো এবারও নিজের জন্মদিনকে সমাজের কাজে উৎসর্গ করলেন। ময়নাগুড়ির বেসরকারি বিএড কলেজের কর্ণধার ও শিক্ষক মনোজ সাহা শুক্রবার সেখানে পৌঁছে নিজের জন্মদিনেই স্বনির্ভরতার নতুন পথ দেখালেন। এলাকার প্রায় ২৮টি পরিবারের আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে শুক্রবার গ্রামে সূচনা হল একটি শুয়োরের খোঁয়াড় তৈরির কাজ।

পণ্য পরিবহণে কড়াকড়ি রাজ্য সরকারের

লাগাম ভুটানের গাড়িতে

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১৬ জানুয়ারি : জেলা শাসককে ভুটানের নম্বরের গাড়ির অবৈধ চলাচলের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিল রাজ্যের পরিবহণ ডাইরেক্টরেট। এই মর্মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজ্য সরকারের তরফে জেলা শাসকের দপ্তরে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে।

অভিযোগ, রাজ্যের মধ্যে বেআইনিভাবে স্থানীয় পণ্য পরিবহণ করছে ভুটানের নম্বরের গাড়ি। এছাড়া অতিরিক্ত পণ্য নিয়ে যাওয়া-আসা করছেন চালকরা। এ ধরনের বেশকিছু অভিযোগ ওঠে সম্প্রতি। ফলে গত মঙ্গলবার ফেডারেশন অফ ওয়েস্টবেঙ্গল ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে একটি চিঠি পাঠানো হয় পরিবহণমন্ত্রীকে। সেই চিঠিতে তারা জানায়, ভারতীয় আইন অনুযায়ী আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরে শুধু পণ্য খালাস করতে পারে বিদেশি গাড়ি। কিন্তু অন্য কোথাও এই কাজ করতে পারা যায় না। অথচ কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় এমন বেআইনি কাজ নিয়মিত চলছে। এতে স্থানীয় পণ্য পরিবহণ ব্যবসায় প্রভাব পড়ছে। এমনকি, প্রশাসনের একাংশ এর সঙ্গে যুক্ত বলেও অভিযোগ করা হয় সেই চিঠিতে। আরও অভিযোগ করা হয়, ওই গাড়িগুলো উত্তরবঙ্গের জেলা থেকে পাথর তুলছে। এরপর ভারতের কিছু গাড়ি ভুটান থেকে পাথর নিয়ে এসে এইসব জেলায় ফেলছে। এই গাড়িগুলোর কোনওরকম বৈধ নথিপত্র নেই। ফলে শুধুমাত্র গাড়ির ব্যবসায়ী নয়। ড্রাইভার, হেল্পার সকলেই কর্মহীন হয়ে পড়ছেন।

এ বিষয়ে ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সজল ঘোষ বলেন, 'আমরা বহুদিন ধরে এই ধরনের বেশকিছু অভিযোগ করে আসছি। কিন্তু প্রশাসন এতদিন উদাসীন ছিল। এবার যখন আমাদের চিঠিতে তাঁরা সাড়া দিয়েছেন, আশা করছি আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ফলে যাঁরা শুধু পণ্য পরিবহণ ও গাড়ির ব্যবসার সঙ্গে জড়িত তাঁদের সংসার বেঁচে যাবে।' কোচবিহারের আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিক নবীনচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'আমরা নিয়মিত নজরদারি চালাই। বিশেষ করে ওভারলোডিং-এর বিষয়টিতে নজর রাখি। তবে এখন থেকে অনেক বেশি সজাগ হতে হবে।' কোচবিহারের জেলা শাসক রাজু মিশ্রকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান, ট্রান্সপোর্ট ডাইরেক্টরেট থেকে চিঠি পেয়েছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

- অবৈধ চলাচলের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ রাজ্যের পরিবহণ ডাইরেক্টরেটের
- ফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন চিঠি পাঠায় পরিবহণমন্ত্রীকে
- অভিযোগ, আইন ভেঙে স্থলবন্দরের বাইরেও মাল খালাস করছে ভুটানের নম্বরের গাড়ি

পার্সেল স্থানের জন্যে ই-নিলাম লিজিং

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের বিভিন্ন ট্রেনের এসএলআর লিজিংয়ের জন্যে ই-নিলাম। **বিবরণঃ** এসএলআর কোচে পার্সেল স্থান (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট)। **রেট ইউনিটঃ** প্রতি ট্রিপে লাইসেন্স প্রদানের শুল্ক।

অক্সন ক্যাটালগ নং. সি-এপি-পিসিএল-লিজ

এসাইন্ট নং.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	ট্রিপস
এএ/১	১৫৪৬৮-এসএলআর-এফ১-বিএমটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২	১৩১৪২-এসএলআর-এফ১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৩	১৫৪৬৮-এসএলআর-আর১-বিএমটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৪	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৫	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৬	১৩১৪২-এসএলআর-আর১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৭	১৫৭৬৮-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৮	১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৯	১৩১৫০-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১০	১৫৭৭৮-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এনজেপি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১১	১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১২	১৫৪৬৮-এসএলআর-এফ২-বিএমটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৩	১৫৪১৭-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২২-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৬৯
এএ/১৪	১৫৪১৭-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৬৯
এএ/১৫	১৫৭৫৩-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৬	১৫৭৫৩-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৭	১৫৭৬৯-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৮	১৩১৪২-এসএলআর-এফ২-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৯	১৩১৪৮-এসএলআর-এফ১-বিএমটি-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২০	১৫৪৮৩-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-ডিএলআই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৯-০১-২০২৬ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায় এবং **বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৪.৪০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন। **টোকাঃ** বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

মালদা টাউন-কামাখ্যা ও কামাখ্যা-হাওড়া বন্দে ভারত স্লিপার স্পেশালের উদ্বোধনী যাত্রা

সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া ও কামাখ্যা-র মধ্যে একটি নতুন ট্রেন পরিষেবা যথা ২৭৫৭৬/২৭৫৭৫ কামাখ্যা-হাওড়া-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেসের শুভ সূচনা করা হবে। উদ্বোধনী স্পেশাল ট্রেন যথা ০২০৭৫ মালদা টাউন-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার উদ্বোধনী স্পেশাল এবং ০২০৭৬ কামাখ্যা-হাওড়া বন্দে ভারত স্লিপার উদ্বোধনী স্পেশাল ১৭.০১.২০২৬ তারিখ যথাক্রমে মালদা টাউন ও কামাখ্যা থেকে যাত্রা শুরু করবে, যা পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল, এই উদ্বোধনী স্পেশাল ট্রেনগুলির সময়সূচী নিম্নলিখিতমতো সংশোধন করা হয়েছে :

০২০৭৫ মালদা টাউন-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার উদ্বোধনী স্পেশাল

স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	দিন
মালদা টাউন	↓ -	১২.৪৫	১৭.০১.২০২৬ (শনিবার)
আলুয়াবাড়ী রোড	১৪.৪৫	১৪.৫০	
নিউ জলপাইগুড়ি	১৫.৩৫	১৫.৪৫	
জলপাইগুড়ি রোড	১৬.২০	১৬.২৫	
নিউ কোচবিহার	১৭.৩৫	১৭.৪০	
নিউ আলিপুরদুয়ার	১৭.৫৫	১৮.০০	
নিউ বঙ্গাইগাঁও	১৯.৩০	১৯.৩৫	
রঙ্গিয়া	২১.০০	২১.০৫	
কামাখ্যা	২২.৪৫	-	

০২০৭৬ কামাখ্যা-হাওড়া বন্দে ভারত স্লিপার উদ্বোধনী স্পেশাল

স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	দিন
কামাখ্যা	↓ -	১২.৪৫	১৭.০১.২০২৬ (শনিবার)
রঙ্গিয়া	১৩.২০	১৩.২৫	
নিউ বঙ্গাইগাঁও	১৪.৪০	১৪.৪৫	
নিউ আলিপুরদুয়ার	১৬.০৫	১৬.১০	
নিউ কোচবিহার	১৬.২৫	১৬.৩০	
জলপাইগুড়ি রোড	১৭.৪২	১৭.৪৭	
নিউ জলপাইগুড়ি	১৮.২৫	১৮.৩০	
আলুয়াবাড়ী রোড	১৯.১০	১৯.১৫	
মালদা টাউন	২২.১৫	২২.২৫	
নিউ ফরাক্কা জংশন	২৩.০০	২৩.০৫	
আজিমগঞ্জ	২৩.৫২	২৩.৫৪	
কাটোয়া জংশন	০০.৩৬	০০.৪১	১৮.০১.২০২৬ (রবিবার)
নবদ্বীপধাম	০১.০৫	০১.০৭	
ব্যান্ডেল জংশন	০১.৫০	০১.৫২	
হাওড়া	০৩.২৫	-	

গঠন : ১৬ কোচ বন্দে ভারত স্লিপার রেক।

ট্রেনগুলির নিয়মিত পরিষেবা সম্পর্কে পরে বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এআই কর্মশালা

কর্মশালায় একমনে পড়ুয়ারা। শুক্রবার রায়গঞ্জে। -সংবাদচিত্র

রায়গঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : শুক্রবার রায়গঞ্জের টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলে রিলায়েন্স জিও এবং গুগল জেমিনির যৌথ উদ্যোগে এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) সংক্রান্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রায় দুশো পড়ুয়া অংশগ্রহণ করে। সঙ্গে ছিলেন স্কুলের শিক্ষকরা। আগামীদিনে শিক্ষাক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কীভাবে প্রয়োগ করা যাবে সেই বিষয়ে কর্মশালায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রোজেক্টর স্ক্রিনে পাওয়ার পয়েন্টে স্লাইড উপস্থাপন করে জিও-র প্রতিনিধিদল। এই কর্মশালার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে নিজেরাও উপকৃত হবেন বলে জানিয়েছেন শিক্ষকরা।

বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল অভিজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'আগামীদিনে গোটা পৃথিবী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভরশীল হতে চলেছে। সেই জন্য বিদ্যালয় স্তর থেকে ছাত্রছাত্রীদের এর পাঠ দেওয়া জরুরি। সেই বিষয়ে বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল আজ। আগামীতে এআই-কে সঙ্গে নিয়ে যাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা যায়, সেই বিষয়ে আমরা প্রত্যেকেই সচেষ্ট।'

উদ্ধার কিশোরী

শামুকতলা, ১৬ জানুয়ারি : প্রেমের টানে ঘরছাড়া এক কিশোরীকে উদ্ধারের পর চাইল্ড ওয়েলফেয়ারের নির্দেশে একটি হোমে রাখার ব্যবস্থা করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে শামুকতলা থানা এলাকার একটি গ্রামে। দিন তিনেক আগে বাড়ি ছেড়েছিল ১৬ বছরের ওই কিশোরী। আশ্রয় নিয়েছিল পাশের গ্রামে প্রেমিকের বাড়িতে। ওই প্রেমিকও আবার নাবালক। দিন তিনেক পর ওই কিশোরী আচমকাই বাড়ি ফেরে। বাড়ির লোক তাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য বকাবকি করলে সে আবার ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়।

তখন স্থানীয়রা তড়িঘড়ি পুলিশে খবর দেন। পুলিশ গিয়ে ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে পেশ করে। কমিটির নির্দেশে তাকে একটি হোমে রাখা হয়েছে। কাউন্সেলিং চলছে। কিশোরীর পরিবার জানিয়েছে, সে বিয়ের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। M :- 8116082503.

•

শিলিগুড়ি নিজ এলাকায় কাজ করবার জন্য প্রচুর গার্ড চাই, বেতন 10000-12000 টাকা। (M) 8170837161, 9734396638. (C/119769)

•

সারদা বিদ্যামন্দির (উ. মা.), পুঁটিমারী বিদ্যালয়ের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ে শিক্ষক চাই। শিক্ষক- ইংরাজি, বাংলা, সংস্কৃত ও গণিত। যোগ্যতা-ন্যূনতম স্নাতকোত্তর, B.Ed আবশ্যক। কার্যালয়-যোগ্যতা বি.কম পাশ, কম্পিউটার জানা আবশ্যক। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। উপযুক্ত সাম্মানিক, পি.এফ ও ই.এস.আই.সি সুযোগ সুবিধা আছে। সম্পাদক, সারদা বিদ্যামন্দির পরিচালক সমিতি, সারদা বিদ্যামন্দির, পুঁটিমারী, পোঃ বলরাম, জেলা-জলপাইগুড়ি, পিন- ৭৩৫১৩৫। (C/119769)

হারানো/প্রাপ্তি

I, Sajal Roy, son of Santosh Chandra Roy, residing at pangasaheb bari, bahadur, PO - Pangasahebbari, Dist - Jalpaiguri, West Bengal - 735121 lost my original deed being no I-2775 of the year 2009. If anyone found this deed, kindly contact this number 8670659733. (C/120023)

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 20150969301 আমার নাম এবং পিতার নাম ভুল থাকায় গত 05-01-26 J.M. (1st Class) 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Hafijul Hoque এবং Hafijul Haque, পিতা Jamiruddin Miya এবং Jamiruddin Miah এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার এবং পিতার পুরো এবং শুভ নাম Hafijul Hoque S/o Jamiruddin Miya সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম ও পো: ডি. কে. ডি. বস, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার। (C/118997)

•

আমি Vadi Mandal, W/o Late Gajen Mandal, গ্রাম-সেয়াই, পোঃ খানপুর, থানা-বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে যার Sl No. 510, Part No-123, Voter No:- WB/06/037/366043, 37 নং কুমারগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের আমার নাম Kesh Mandal থাকায় গত 13/01/26 তারিখে দক্ষিণ দিনাজপুর -এ বালুরঘাট নোটারি পাবলিক কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Kesh Mandal থেকে Vadi Mandal করা হইল। যা উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/120039)

•

আমি Sushama Dasgupta, W/o Late Harish Chandra Dasgupta, গ্রাম - আমজামতলা, পো - মকদুমপুর, থানা - ইংরেজবাজার, জেলা - মালদা, পিন - 732103, প: ব: আমার Rural Household Summary, 2011 সালের তালিকায় আমার নাম, স্বামীর নাম ও আমার শ্বশুর মশাইয়ের নাম ভুল থাকায় গত 15/01/26 তারিখে মালদা EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Susmadas Gupta থেকে Sushama Dasgupta এক ও অভিন্ন ও স্বামী Harish Chandra Gupta থেকে Harish Chandra Dasgupta এক ও অভিন্ন ও শ্বশুরমশাই Dukhiram Gupta থেকে Dukhiram Dasgupta করা হইল, যা উভয়ই নাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/120040)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪১৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২৫০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৫৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৮৩৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৮৩৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

আইসিএফ/এলএইচবি বগি ফ্রেম ও বোলস্টারের শট ব্লাস্টিং এবং পেইন্টিং

টেন্ডার নং.ঃ আইএমএফ-এমপি-পিএলজি-এনবিকিউএস-৫৯৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** ০৬ মাসের জন্য সি অ্যান্ড ডব্লিউ ওয়ার্কশপে বিআরএস সেকশনে স্থাপিত শটব্লাস্টিং মেশিনের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সাথে আইসিএফ/এলএইচবি বগি ফ্রেম ও বোলস্টারে শটব্লাস্টিং এবং পেইন্টিংয়ের কাজ (শট, পেইন্টিং ইত্যাদি ব্যবহার্য সামগ্রী বাদে)। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ৪৯,৯৫,০০০/- টাকা; **বায়নার মূল্যঃ** ৯৯,৯০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ৩০-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিডব্লিউএম/সিঅ্যান্ড ডব্লিউ ওয়ার্কশপ/ নিউ বঙ্গাইগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

এফআইবিএ ইত্যাদির জন্য পাইপিং এবং ক্ল্যাম্পিং ডায়াগ্রাম লেআউটের মানসম্মতকরণ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ডিবিডব্লিউএস-এনআইইটি-৪৪-২০২৫-২৬। **তারিখঃ** ০৮-০১-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম ঃ** ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপের সমস্ত এলএইচবি কোচে এফআইবিএ, এয়ার স্প্রিং এবং এয়ার সাসপেনশন নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জামের জন্য পাইপিং এবং ক্ল্যাম্পিং ডায়াগ্রাম লেআউটের মানকীকরণ এবং এফআইবিএ ডিভাইসের আগে বিপি লাইনে একটি অতিরিক্ত ডার্ট কালেক্টর স্থাপন। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ৬১,৮৭,৬৯৪.৮০/- টাকা; **বায়না মূল্যঃ** ১,২৩,৮০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ৩১-০১-২০২৬ তারিখে ১২:০০ টায় এবং খোলা ১২:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেন্ডার নথি ৩১-০১-২০২৬ তারিখ ১২:০০ টা পর্যন্ত ওয়েবসাইট http://www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে।

সিডব্লিউএম, ডিব্রুগড়

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

তিনসুকিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার নোটিশ নং. ঃ টিএসকে/ইএনজিজি/০৩ অফ ২০২৬, তারিখ ঃ ০৬-০১-২০২৬, নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: আইটেম নং. ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ তিনসুকিয়া ডিভিশনে - অর্পিপাথার-ডোডাপট্টির মধ্যে যথাক্রমে ৪০৪-৫/৬ কিমি এবং ৪০০/৯-৪০১/০ কিমি অবস্থানে অনুমোদিত স্থানে ০১টি আরইউবি নির্মাণের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১০,৫৫,৩৮,০৮৬/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৬,৭৭,৭০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ২৯-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং **খোলার** সময় ১৬:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৯-০১-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম(ডব্লিউ), তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ৯৬-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **টেন্ডার নং. ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** বরপেটা রোড স্টেশনে বিদ্যমান জলের সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য পুরোনো ওভারহেড ট্যাংকের পরিবর্তে নিউ আরসিসি ওভারহেড ট্যাংকের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৩৯,৯৫,২৯৪.৬০ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,২০,০০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ২৯-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **বন্ধ হবে** এবং ২৯-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

TENDER NOTICE

NIT No:105 fund: SDRF is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 22/01/2026. The details of the NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal https://wbtenders.gov.in and office notice board of the undersigned.

Sd/-
BDO & Executive Officer
Nagrakata Panchayet Samity

আজ টিভিতে

সোহাগে আদরে রাত ৮.৩০ সান বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৪৫ লাঠি, দুপুর ১২.৪৫ পাগলু, বিকেল ৪.০০ রংবাজ, সন্ধে ৭.০০ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ নাচ নাগিনী নাচ রে, দুপুর ১২.৩০ বড়বউ, বিকেল ৩.৩০ আক্রোশ, সন্ধে ৭.০০ বন্ধন, রাত ১০.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই
জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৩০ কমলার বনবাস, ১০.৩০ বর কনে, সন্ধে ৭.০০ আসল নকল
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বাঘিনী
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বিক্রম সিংহ
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ঠিকানা রাজপথ
অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ৯.১৩ মক্ষী, ১১.১৯ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, দুপুর ১.৫৩ কিক, বিকেল ৫.০১ বেবি জন, সন্ধে ৭.৩০ তিরঙ্গা, রাত ১০.৩২ এনিমি
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৯.৫০ গুমরাহ, দুপুর ১.১০ বম বম বোলে, বিকেল ৪.০০ স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার-২, সন্ধে ৬.৫০ ফির হেরা ফেরি, রাত ১০.০০ গুপ্ত
জি বলিউড : বেলা ১১.১৪ আর্জু, দুপুর ২.২১ পরদেশি, বিকেল ৫.০৬ কোয়লা, সন্ধে ৭.৫৫ কল্কি ২৮৯৮ এডি, রাত ১০.৩৯ মুকদ্দমা
স্টার গোল্ড : বেলা ১১.০০ গোলমাল এগেইন, দুপুর ১.৪০ ছাবা, বিকেল ৪.৫৯ টোটাল ধমাল, সন্ধে ৭.৫০ কুলি-দ্য পাওয়ার হাউস, রাত ১০.৩০ দে ধনা ধন।

বন্ধন সন্ধ্যা ৭.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

পিকনিক স্পেশাল পর্ব

আম মাংসের চপ এবং কোরিয়েন্ডার চিকেন স্টার ফ্রাই তৈরি শেখাবেন শম্পা পাল। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

লোকা (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৮.০০ সোনি ম্যাক্স

রঙিয়া ডিভিশনের অধীনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য ই-নিলাম

রঙিয়া ডিভিশনের অধীন পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটগুলোর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **নিলাম ক্যাটালগ নম্বর ঃ পিএনইউ-১৩-২৫। একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সকল লটের জন্য):** ২০-০১-২০২৬ তারিখে ১২:০০ টায়।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-আরএনওয়াই-বিপিআরডি-টিওআই-৩৫-২৪-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেট)	বরপেটা রোড স্টেশনের ২নং প্ল্যাটফর্মে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট চুক্তির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা।
এএ/২	পিএনইউ-আরএনওয়াই-এনএমএম-টিওআই-৭-২২-২ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেট)	নিউ মিসামারি স্টেশনের "পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট" চুক্তির জন্য ০৩ বছরের মেয়াদের লাইসেন্স প্রদান।
এএ/৩	পিএনইউ-আরএনওয়াই-আরপিএএন-টিওআই-৫-২২-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেট)	রাঙ্গাপাড়া উত্তর স্টেশনের "পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট" চুক্তির জন্য লাইসেন্স প্রদান।
এএ/৪	পিএনইউ-আরএনওয়াই-জিএলপিটি-টিওআই-৬-২৩-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেট)	গোয়ালপাড়া টাউন স্টেশনের "পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট" চুক্তির জন্য লাইসেন্স প্রদান।
এবি/১	পিএনইউ-আরএনওয়াই-এনএইচএলএন-ডব্লিউআরএল-৩১-২৫-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লোক রুম)	নাহারলাগুন স্টেশনে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা, যেমন বহুমুখী স্টল এবং ট্যুরিস্ট কিয়স্ক সহ পুরুষ ও মহিলাদের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ওয়েটিং রুমগুলির আধুনিকীকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য এসি ওয়েটিং হল ব্যবস্থাপনা চুক্তি।
এবি/২	পিএনইউ-আরএনওয়াই-এনবিকিউ-ডব্লিউআরএল-৩৩-২৪-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লোক রুম)	লাইসেন্সধারীর খরচে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙিয়া ডিভিশনের নিউ বঙাইগাঁও স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় ক্লোক রুম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য ৫ বছরের চুক্তি।
এবি/৩	পিএনইউ-আরএনওয়াই-বিপিআরডি-ডব্লিউআরএল-১৪-২২-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লোক রুম)	বরপেটা রোড স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ অবস্থিত এসি ওয়েটিং রুমের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য ০৫ বছরের চুক্তি।

লট শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময় ঃ ২০-০১-২০২৬ তারিখে ১৩:৩০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এর ই-নিলাম লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সংসারের কাজে আজ বেহিসেবি খরচ হতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা এড়িয়ে চলুন। বৃষ : রাস্তায় খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। উচ্চশিক্ষায় অর্থ সংক্রান্ত বাধা কাটবে। মিথুন : ঘরের কথা বন্ধুকে বলে বিপদে পড়তে হতে পারে। অফিসের কোনও কর্তার দ্বারা অপমানিত হতে পারেন। কর্কট : আজ খুব বুঝেশুনে কথা বলুন। ভ্রমণের পরিকল্পনা বাদ দিলেই ভালো। সিংহ : কর্মপ্রার্থীরা আজ ভালো খবর পেতে পারেন। যেচে কাউকে উপকার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। কন্যা : অত্যধিক বিলাসিতার কারণে প্রচুর অর্থব্যয়। কাউকে ভালো উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা। তুলা : ব্যবসায় বুঝেশুনে লগ্নি করাই ভালো। কর্মক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদীরা আজ বেশি সক্রিয় হবে। বৃশ্চিক : সম্পত্তির ভাগ নিয়ে আইনি লড়াইয়ে জয়ী হবেন। আজ ভালো উপহার পেতে পারেন। ধনু : দাম্পত্যের সমস্যা মিটবে। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার খুব সাবধানে করুন। মকর : আধ্যাত্মিক আলোচনায় শান্তি পাবেন। বাড়ি সংস্কারে প্রচুর অর্থব্যয়। কুম্ভ : টাকাপয়সা নিয়ে পারিবারিক ঝামেলা মিটে যেতে পারে। ব্যবসায় কর্মচারী নিয়ে সমস্যা চলবে। মীন : আজ সারাদিন কর্মব্যস্ততায় কাটবে। সন্ধের পর বাড়িতে আত্মীয় সমাগমে আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ২৭ পৌষ, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬, ৩ মাঘ, সংবৎ ১৪ মাঘ বদি, ২৭ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।৯। শনিবার, চতুর্দশী রাত্রি ১২।১৫। মূলানক্ষণ দিবা ৮।৫৫। ব্যাঘাতযোগ রাত্রি ১০।২৫। বিষ্টিকরণ দিবা ১১।২৮ গতে শকুনিকরণ রাত্রি ১২।১৫ গতে চতুষ্পাদকরণ। জন্মে-ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ৮।৫৫ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতিবার ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ১২।১৫ মধ্যে ঈশানে। কালবেলাদি ৭।৪৬ মধ্যে ও ১।৮ গতে ২।২৮ মধ্যে ও ৩।৪৯ গতে ৫।৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৪৯ মধ্যে ও ৪।৪৬ গতে ৬।২৬ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ১০।১২ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ৮।৩৯ গতে পশ্চিমে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ১০।২৫ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৯।৫৮ গতে ১২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫৮ গতে ১০।৩৩ মধ্যে ও ১২।১৬ গতে ১।৫৮ মধ্যে ও ২।৫০ গতে ৪।৩৩ মধ্যে।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মিড-ডে মিলে দুই প্রাক্তনীকে আইবুড়োভাত

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জানুয়ারি : শুক্রবার দুপুরে তখন পূর্ব শান্তিনগর জিএসএফপি স্কুলে মিড-ডে মিল খাওয়া সবে শুরু হয়েছে। খুদে পড়ুয়ারা এক এক করে খাবার নিয়ে খেতে যাচ্ছে। সেই সময় হাজির দুই সাবালিকা। একজনের পরনে শাড়ি। আরেকজন সালোয়ার কামিজ পরে। রিয়া কুণ্ডু ও সোমা তপাদার। তাঁরা ওই স্কুলেরই প্রাক্তনী। সামনেই তাঁদের বিয়ে। এদিন মিড-ডে মিলের সঙ্গে সঙ্গে সেই স্কুলেই তাঁদের আইবুড়োভাত খাওয়ানো হল।

স্কুলে ঢুকেই প্রধান শিক্ষককে প্রণাম করেন রিয়া ও সোমা। তখন জোর রান্নাবান্না চলছে রান্নাঘরে। মিড-ডে মিলের খাবারের পাশাপাশি আইবুড়োভাতের অনুষ্ঠানেরও তোড়জোড় চলছিল।

আশীর্বাদ করা হচ্ছে রিয়া এবং সোমাকে। শুক্রবার।

সুস্বাদু রান্নার গন্ধে ম-ম করছিল চারদিক। স্কুলের তরফেই এদিন দুজনকে আইবুড়োভাত খাওয়ানোর আয়োজন করা হয়েছিল।

কয়েকদিন আগে রিয়া বাড়িতে বলেছিলেন তাঁর ইচ্ছার কথা। স্কুলের মিড-ডে মিল খেতে চেয়েছিলেন তিনি। মেয়ের ইচ্ছার কথা বাড়ির লোকজন জানিয়েছিলেন স্কুল কর্তৃপক্ষকে। রাজি হয়ে যায় স্কুল। অতঃপর এই অভিনব আয়োজন।

স্কুল ছেড়ে বেরোনোর এতদিন পর এরকম আতিথেয়তা পেয়ে আবেগে ভেসে যায় দুজনই। পেশায় নার্স রিয়ার কথায়, 'ছোটবেলায় যখন এই স্কুলে পড়তাম তখন মিড-ডে মিল খেতে খুবই ভালো লাগত। বাড়িতে বাবাকে একদিন বলেছিলাম যে আবার মিড-ডে মিল খেতে খুব ইচ্ছা করে। সেই ইচ্ছাপূরণ হল।' সোমা বলেন, 'ছোট থেকে এই স্কুলে পড়েছি। ২০১১ সালে স্কুল ছেড়েছি। আবার এখানেই আইবুড়োভাত খেলাম। সবার ভাগ্যে হয়তো এরকম জোটে না। আমরা ভাগ্যবান। খুবই আনন্দ হচ্ছে আমাদের। স্যর সব সময়ই সহযোগিতা করেছেন।' সোমার মা বিভা দেব তপাদারেরও একই কথা। এদিন সেই আইবুড়োভাতের অনুষ্ঠানের মেনুতে ছিল ভাত, ডাল, আলু ভাজা, বেগুন ভাজা, পাঁপড় ভাজা, নদীর মাছ, মুরগির মাংস, চাটনি ও রসগোল্লা। এদিন স্কুলের বর্তমান পড়ুয়ারাও রিয়াদের পাশে বসেই খেয়েছে। অনুষ্ঠান নিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ সিংহও। বলেন, 'দুজনই আমাদের স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী। আমরা ওদের আশীর্বাদ করেছি।'

> দুজনই আমাদের স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী। আমরা ওদের আশীর্বাদ করেছি।
>
> **সত্যেন্দ্রনাথ সিংহ**
> প্রধান শিক্ষক

জমিজটে চেষ্টা সমাধানের

দক্ষিণ বেরুবাড়ি নিয়ে উদ্যোগী সরকার

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : ছিটমহল বিনিময়ের ১০ বছর পরেও বাংলাদেশ থেকে বোদা থানার মৌজা মানচিত্র পাওয়া যায়নি। ফলে বেরুবাড়ির জমিজট সমস্যা মেটাতে স্বতঃপ্রণোদিত উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। ভারতীয় মৌজার অন্তর্গত বেরুবাড়ির 'অ্যাডভার্স' এলাকার জমির মানচিত্র তৈরি করতে তৎপরতা শুরু করেছে ভূমি সমীক্ষা বিভাগ। দ্রুত বেরুবাড়ির বিতর্কিত ওই গ্রামের সমস্যা মিটবে বলে জানিয়েছেন জেলা শাসক শামা পারভিন।

স্বাধীনতার পর দক্ষিণ বেরুবাড়ির কাজলদিঘি, বড়শশী, চিলাহাটি, নাওতারি দেবোত্তর, পড়ানিগ্রামের মতো এলাকা ভারতের মূল ভূখণ্ডে চলে এলেও বাংলাদেশের মানচিত্রে রয়ে গিয়েছিল। এরপর ২০১৫ সালে দু'দেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় চুক্তি হয়। গ্রামগুলি ভারতের মানচিত্রে আইনি স্বীকৃতি পায়। কিন্তু, এই গ্রামগুলিকে 'অ্যাডভার্স পজেশন' বা বেদখল জমি সমস্যা হিসেবেই দু'দেশ দেখে আসছে। তাই গ্রামের বাসিন্দারা তাঁদের পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া যে জমিতে বসবাস করছেন, সেই জমির নথিতে আজও বাংলাদেশের বোদা থানার উল্লেখ আছে। ভারতের বেরুবাড়ি মৌজার উল্লেখ নেই। ফলে নিজেদের নামে জমির খতিয়ান আজও পাননি এলাকার মানুষ। ফলে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন না তাঁরা। পাশাপাশি, জমি কেনাবেচাও করতে পারছেন না বলে অভিযোগ। জমির কাগজ নিজেদের নামে না থাকার কারণে এই সমস্যা বলে দাবি।

এমনকি, এর ফলে ১৭ কিলোমিটার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া এবং সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় সড়ক নেই। দক্ষিণ বেরুবাড়ি

- 'অ্যাডভার্স' এলাকার জমির মানচিত্র তৈরি করতে তৎপরতা শুরু করেছে ভূমি সমীক্ষা বিভাগ
- ১৭ কিলোমিটার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া এবং সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় সড়ক নেই
- খতিয়ান না থাকায় বিতর্কিত জমির মালিকরা বিএসএফ-কে জমি দিতে ভয় পাচ্ছেন

প্রতিরক্ষা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সারদাপ্রসাদ দাস বলেন, 'আমরা কমিটির তরফে একাধিকবার জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরকে অনুরোধ করেছি, বাসিন্দাদের জমির দলিল দেওয়া হোক। তাতে শুধু রাস্তা নির্মাণে সুবিধা হবে, তাই নয়। বাসিন্দারা সরকারি প্রকল্পের সুবিধাও পাবেন।'

জানা গিয়েছে, অ্যাডভার্স গ্রামগুলির ১৭ কিলোমিটারের মধ্যে ১১ কিলোমিটার উন্মুক্ত সীমান্ত এলাকা। এরমধ্যে চোষপাড়া, ক্ষুদিরাম, সাঁওতালপাড়া, পাঠানপাড়া, ষোলোটাকিয়া, ফকিরপাড়া, কীর্তনিয়া, নতুনবস্তি ও অধিকারীপাড়ার বাসিন্দাদের জমিজট নেই। এখানকার অধিকাংশ বাসিন্দা সীমান্ত সড়ক ও বেড়া দেওয়ার জন্য জমি দিয়েছেন বিএসএফ-কে। কারণ, উপযুক্ত নথি থাকায় তাঁরা যথাযথ ক্ষতিপূরণ পাবেন। তবে, বাকি ৬ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে চিলডাঙ্গা, ফৌদারপাড়া, বনগ্রাম ও ডাকেরকামাত এলাকার ভারতীয় বাসিন্দাদের নিজের জমির অধিকার নেই। তাঁরা আতঙ্কিত, আদৌ ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে তো?

দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রামের উপপ্রধান অন্নকান্ত দাস বলেন, 'গতবছর এক বৈঠকে জেলা প্রশাসন আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন, জমিজট সমস্যার দ্রুত সমাধান করা হবে। জমি সমস্যা মেটাতে সদর্থক ভূমিকা নেওয়া জেলা প্রশাসন ও রাজ্য সরকারের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আশা করছি, দ্রুত সমস্যা মিটবে।'

জেলা শাসক বলেন, 'বাংলাদেশের কাছে বোদা থানার মৌজা মানচিত্র চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনও সাড়া মেলেনি। তাই রাজ্যের ল্যান্ড সার্ভে বিভাগের তরফে মানচিত্র তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আশা করি, দ্রুত বেরুবাড়ির জমির সমস্যা মিটবে।'

পরিকল্পনার কথা জানালেন রেলমন্ত্রী

এনজেপিতে আইটি হাব

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : আন্তর্জাতিকমানের স্টেশন নির্মাণই নয়, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনকে ঘিরে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আইটি হাব তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে রেলমন্ত্রক। শুক্রবার এনজেপি স্টেশনের কাজ খতিয়ে দেখে এমনটাই জানান রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। পাশাপাশি এনজেপি স্টেশনে রেল কোচ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ আরও বড় পরিসরে করতে রেলমন্ত্রক বরাদ্দ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলেও রেলমন্ত্রী এদিন জানিয়েছেন।

ওডিশার ভুবনেশ্বর স্টেশনে আইটি হাব তৈরির পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। ভুবনেশ্বর স্টেশনের মতো করে এনজেপিতে আইটি হাবের জায়গা তৈরি করা হচ্ছে বলে রেলমন্ত্রী জানান। ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এনজেপি স্টেশনের পুনর্নির্মাণের কাজ চলছে। কিন্তু সেই কাজের গতি নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠছে। কবে এনজেপি স্টেশনের কাজ শেষ হবে, তা নিয়ে জনগণের প্রশ্নের শেষ নেই। তবে সে ব্যাপারে এদিন নির্দিষ্টভাবে কিছুই বলেননি রেলমন্ত্রী। অশ্বিনী বলেন, 'এনজেপি স্টেশন নতুন করে তৈরির কাজ খুব ভালোভাবেই হচ্ছে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে অনেকটা জায়গা পাওয়া গিয়েছে। সেখানে খুব ভালো আইটি হাব তৈরি হতে পারে। যা এই অঞ্চলের জন্য খুব ভালো হবে। আইটি হাবের পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ চলছে। এই স্টেশনের মাধ্যমে এই অঞ্চলের পর্যটন ব্যবসা আরও উন্নত হবে। নতুন আরও ট্রেন চালু করা যাবে।'

রেল সূত্রে খবর, অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীন এরাজ্যে ১০১টি স্টেশন পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। রাজ্যে রেলের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র সরকার ১৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এনজেপি স্টেশনকে আন্তর্জাতিক স্তরের রূপ দেওয়ার কাজ চলছে। উত্তরবঙ্গ থেকে একাধিক ট্রেন চালু করা হচ্ছে। শনিবার মালদা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নতুন স্লিপার ক্লাস বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করবেন। এর আগে এদিন রেলমন্ত্রী বিমানে বাগডোগরাতে নেমে সড়কপথে এনজেপি স্টেশনে আসেন। সেখান থেকে বিশেষ ট্রেনে মালদার উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগে এনজেপি স্টেশনের কাজ খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। রেলমন্ত্রী বলেন, 'এনজেপিতে ট্রেনের সংখ্যা কীভাবে বাড়ানো যায়, তা নিয়ে এদিন আধিকারিকদের সঙ্গে কথা হয়েছে। এখানে রেল কোচের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বাড়ানো গেলে, ট্রেনের সংখ্যাও বাড়ানো যাবে।'

> এনজেপিতে ট্রেনের সংখ্যা কীভাবে বাড়ানো যায়, তা নিয়ে এদিন আধিকারিকদের সঙ্গে কথা হয়েছে। এখানে রেল কোচের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বাড়ানো গেলে, ট্রেনের সংখ্যাও বাড়ানো যাবে।
>
> -অশ্বিনী বৈষ্ণো *রেলমন্ত্রী*

কাজ শেষে এমনই রূপ পাবে এনজেপি স্টেশন।

এনজেপি স্টেশনে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। পাশে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ। শুক্রবার।

শিক্ষামূলক ভ্রমণের চাঁদা হাজার টাকা

বিতর্ক ক্রান্তি দেবীঝোরা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১৬ জানুয়ারি : একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ভূগোলের পড়ুয়াদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ নিয়ে তৈরি হল বিতর্ক। চাঁদা হিসাবে ক্রান্তি দেবীঝোরা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের থেকে ১০০০ টাকা করে চাওয়া হয়েছে। পড়ুয়াদের সিটংয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। ভ্রমণে অংশ না নিলে পড়ুয়াদের প্র্যাকটিকাল পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না বলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। প্র্যাকটিকাল পরীক্ষায় ৩০ নম্বর রয়েছে। ফলে পরীক্ষায় বসতে না পারলে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ সংকটের মুখে পড়বে। গোটা বিষয়টি নিয়ে পড়ুয়া ও অভিভাবকদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। অনেকে বাধ্য হয়ে ধার করে ভ্রমণের অর্থ জমা করছেন বলে জানাচ্ছেন অভিভাবকরা।

ক্রান্তি ব্লকে একাধিক স্কুলের পড়ুয়ারা প্রতিবছর শিক্ষামূলক ভ্রমণে যায়। তবে সেক্ষেত্রে সামান্য কিছু অর্থ নেওয়া হয়। তবে দেবীঝোরায় তা হয়নি। এনিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক মকসুদ আলম বলেন, 'সকল পড়ুয়া মিলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে কোনও পড়ুয়ার সমস্যা থাকলে অবশ্যই সহযোগিতা করা হবে।' পাশাপাশি পরিচালন কমিটির সভাপতি কেশবচন্দ্র রায় বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে জানিয়েছেন।

ইতিমধ্যেই এমন সিদ্ধান্তের জেরে কয়েকজন পড়ুয়া স্কুলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তাঁদের অসন্তোষের কথা জানান। এপ্রসঙ্গে

হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের সেই মেসেজ।

দ্বাদশ শ্রেণির এক পড়ুয়া বলল, 'অভাবের সংসারে আমার বাবা একমাত্র উপার্জন করেন। তিনিও বর্তমানে অসুস্থ। এছাড়া ঠান্ডায় পাহাড়ে যেতে গেলে ভালো জ্যাকেট প্রয়োজন। তার জন্যও খরচ। স্কুলের গ্রুপে মেসেজ করা হয়েছে যে ভ্রমণে না গেলে প্র্যাকটিকাল পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না।' এনিয়ে এলাকার অন্য একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের মন্তব্য, 'গ্রামাঞ্চলের পড়ুয়াদের কথা সবার আগে আমাদের ভাবতে হয়। জানুয়ারি মাসে স্কুলে ভর্তি, বইপত্র কেনা সহ নানা খরচ থাকে।'

যদিও এনিয়ে দেবীঝোরা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূগোলের শিক্ষক কমলকান্তি রায় বসুনিয়া জানান, পড়ুয়ারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সন্তানের মতো। কোনও সমস্যা থাকলে কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে তাহলে নিশ্চয়ই সেটার সমাধান করা হবে। এদিকে, পড়ুয়াদের একাংশের অভিযোগ, দিনকয়েক আগে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের কয়েকজন পড়ুয়া মিলে পাহাড়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল স্কুলকে। কর্তৃপক্ষ তাতেই সম্মতি দেয়। আরেক পড়ুয়ার কথায়, 'টাকা না দিয়ে যেতে খুব সংকোচ বোধ হবে। তাই কাছে কোথাও নিয়ে যেতে পারত।'

স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সম্বল সরকারও ক্ষোভের সুরে বলেন, 'আজকাল কি পড়ুয়াদের কথায় বিদ্যালয় চলছে? ১০০০ টাকা খরচ করার মতো সামর্থ্য বেশিরভাগেরই নেই।' ক্রান্তির আরেক অভিভাবক জানালেন, সারাদিনে ৪০০ টাকা রোজগার। কিছুদিন আগেই বইপত্র কেনা হল। বেড়াতে যেতে টাকা দিতে হল, তা না হলে নাকি পরীক্ষায় বসতে দেবে না স্কুল।

জাল লটারির টিকিট ভাঙাতে এসে ধৃত

ধূপগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : শুক্রবার দুপুরে ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বটতলা মোড়ে এক লটারির টিকিট বিক্রেতার কাছে জাল টিকিট ভাঙাতে এসে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের হাতে পাকড়াও হলেন তরুণ মহাদেব রায়। আটক তরুণ সাঁকোয়াঝোরা-২ পঞ্চায়েতের পূর্ব মল্লিকপাড়ার বাসিন্দা। লটারিতে ৬০০ টাকা জেতার দাবি জানিয়ে ওই ধৃত এক দোকানে গেলে সন্দেহবশত দোকানদার আরও কয়েকজন লটারির টিকিট বিক্রেতাকে ফোন করে ডাকেন এবং টিকিট দেখান। সবাই জানান টিকিট জাল। এর আগেও এভাবে কয়েকজন লটারির টিকিট বিক্রেতা ঠকেছেন বলে সবাই মিলে ওই তরুণকে আটক করে ধূপগুড়ি থানায় খবর দেন। পুলিশ গিয়ে ওই তরুণকে থানায় নিয়ে আসে। ঠাকুরপাটের এক দোকান থেকে তিনি টিকিট কিনেছেন বলে দাবি করলেও কোনও দোকানের ঠিকানা পুলিশি জেরার মুখে জানাতে পারেননি তিনি। থানা সূত্রে খবর, বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আহত ২

রাজগঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : ফাটাপুকুরে ট্রাফিক মোড় এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন ফাঁসিদেওয়া থানার লিউসিপাকড়ি গ্রামের বাসিন্দা রাজীব মোহাম্মদ ও সাদ্দাম মোহাম্মদ। তাঁরা শুক্রবার বাইকে চেপে হুজুর সাহেবের মেলায় যাচ্ছিলেন। ফাটাপুকুরের ট্রাফিক মোড়ে জোরে ব্রেক কষায় তাঁরা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকের থেকে পড়ে যান। তাঁদের জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

স্কুল ছুটি, কড়াকড়ির চক্রব্যূহে দুর্ভোগ

মালদা, ১৬ জানুয়ারি : আর পাঁচটা দিনের চাইতে এদিন স্কুলের প্রার্থনা লাইনের ছবিটা ছিল একেবারেই আলাদা। প্রার্থনা লাইনে প্রধান শিক্ষক ঘোষণা করলেন, 'কাল থেকে দু'দিন স্কুল ছুটি...। স্কুলে পুলিশ থাকবে।' এই ঘোষণা শুনেই পুরাতন মালদার কালাচাঁদ হাইস্কুলের হাজারো পড়ুয়া উল্লাসে ফেটে পড়ে। কী মজা! স্কুল ছুটি।

শুধু কালাচাঁদ হাইস্কুলই নয়, মালদা শহরের রামকিঙ্কর বালিকা বিদ্যালয়, রেলওয়ে হাইস্কুল, পুরাতন মালদা পুর এলাকার জিকে হাইস্কুল, আহ্লাদমণি হাইস্কুল, সাহাপুর হাইস্কুলের মতো দশটি স্কুল ছুটি দেওয়া হয়েছে। কারণ প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার খাতিরে ওই স্কুলগুলিতে ঠাঁই নিয়েছেন সিভিক ও পুলিশকর্মীরা। তবে স্কুল ছুটিতে পড়ুয়ারা খুশি হলেও ক্ষুব্ধ শিক্ষক-শিক্ষিকারা। কালাচাঁদ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রাহুলরঞ্জন দাসের বক্তব্য, 'সবে নতুন শিক্ষাবর্ষের পড়াশোনা শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে একবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফরে পুলিশকর্মীদের জন্য স্কুল ছুটি দিতে হয়েছে। আর এবার প্রধানমন্ত্রী সফরের জন্য। সিলেবাস শেষ হবে কীভাবে?'

প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য মালদার টাউন স্টেশনে এসে চরম বিপাকে পড়ছেন যাত্রীরা। শুক্রবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ স্টেশন চত্বরে গিয়ে দেখা গেল, স্টেশনের বেশ কিছুটা দূর থেকে কাঁধে ব্যাগ নিয়ে ট্রেন ধরতে যাচ্ছেন এক দম্পতি। তাঁরা পরিযায়ী শ্রমিক। এদিন বেঙ্গালুরু থেকে আসা ১২৫০৯ নম্বর ট্রেন এসে দাঁড়ায় পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। একে স্টেশনের অনেকটাই দূরে ওই দম্পতিকে নামিয়ে দিয়েছেন টোটোচালক। তারপর ট্রেন ধরার জন্য র‍্যাম্প ধরে অনেকটাই হাঁটতে হবে। মালপত্র নিয়ে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছাতে গিয়ে চরম শীতেও ঘেমে নেয়ে উঠেছেন তাঁরা। ওই ট্রেন ধরতে এসেছিলেন যাটোর্ধ্ব মহিলা অনুপমা চক্রবর্তী। তাঁর বাড়ি মালদা শহরের বুড়াবুড়িতলায়। বয়সজনিত কারণে হাঁটতে চলতে বেশ অসুবিধা হয়। এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢোকার অনুমতি নেই। তাই লিফট কিংবা এসকালেটার ব্যবহার করারও সুযোগ নেই। অগত্যা র‍্যাম্প দিয়ে হাঁটা শুরু করেন তিনি। চলতে চলতে বলতে থাকেন, 'আগে জানলে আজ যেতাম না।'

মালদা সফরে আজ মোদি

প্রধানমন্ত্রীর সফরের জন্য রেলমন্ত্রকের একের পর এক নির্দেশে কার্যত দিশেহারা মালদা ডিভিশনের রেলকর্মীরা। এই যেমন মালদা টাউন স্টেশনে প্রধানমন্ত্রীর সফর চলাকালীন ডিজেল শেডে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও ট্রেনের ইঞ্জিন চালু রাখা যাবে না। মাত্র ৩৫ মিনিটের প্রধানমন্ত্রী সফরের জন্য রেলকে লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতির মুখে পড়তে হবে বলে অভিযোগ। এক রেলকর্মী জানান, মালদার ডিজেল শেডে প্রতিদিন ১৫ থেকে ২০টি ইঞ্জিন থাকে। সব ইঞ্জিনের 'স্টার্ট' বন্ধ করে রাখতে হবে। একটি ইঞ্জিন ফের চালু করতে হলে প্রায় ১২০০ লিটার করে তেলের অপচয় হবে। আর সেইজন্যই অন্য সময়ে সচরাচর ইঞ্জিনের 'স্টার্ট' বন্ধ করা হয় না। রেলকর্মীদের জন্যও জারি হয়েছে একাধিক নির্দেশিকা।

জল্পেশমেলার মাঠে আবর্জনার স্তূপ

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার শেষ হয়েছে ৩৭তম রাজ্য ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতা। খুলে ফেলা হয়েছে প্যান্ডেল। মেলা শেষ হলেও জল্পেশমেলার মাঠে সাংস্কৃতিক মঞ্চের পাশে এখনও পড়ে রয়েছে বস্তার পর বস্তা জলের পাউচ। এছাড়াও মঞ্চের পাশে যেখানে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেই স্থানটি পুরোটাই আবর্জনাভর্তি। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে পাতা, গ্লাস ও অন্যান্য সামগ্রী। সেখান থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। উৎসব কমিটির অন্যতম সদস্য তথা জলপাইগুড়ির প্রাক্তন সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মন এবিষয়ে বলেন, 'জলের পাউচগুলি কেন পড়ে রয়েছে, তা খোঁজ নিয়ে দেখব।' তিনি ওই জায়গাটি দ্রুত সাফাই করা হবে বলে জানিয়েছেন। ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায় বলেন, 'যাঁরা দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলব।'

চলতি বছর ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি ময়নাগুড়ি জল্পেশমেলার মাঠ সাংস্কৃতিক মঞ্চে অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তর আয়োজিত রাজ্য ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগী ও অন্যদের খাওয়াদাওয়ার জন্য সাংস্কৃতিক মঞ্চ লাগোয়া অংশে বিরাট প্যান্ডেল তৈরি হয়েছিল। প্রচুর জলের পাউচও আনা হয়েছিল। উৎসব শেষে অব্যবহৃত পাউচগুলি মাঠেই পড়ে নষ্ট হচ্ছে। ওই রাস্তা দিয়ে চলাচলকারী দিলীপ দত্ত নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বলেন, 'অনুষ্ঠান শেষে এলাকা সাফাই করার কথা সবাই ভুলে যায়। আবর্জনার ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে।'

West Bengal Forest Development Corporation Limited
Kalimpong Forest Corporation Division
Ringkingpong Road, Kalimpong-734301

Corrigendum for Date Extension

Work Description : Supply, Loading, Unloading, Installation fitting and fixing of 25 KVA 3 Phase Silent Generator set and Cable connection, Earthing, Accessories etc. for use in Mongpong Nature Resort under Divisional Manager, Kalimpong Forest Corporation Division.

NIT No.	Tender ID No.	Particulars	Original Date & Time	Revised Date & Time
E-03/KPGD/25-26	2025_FDCL_981407_1	Bid Submission End Date	16.01.2026 at 01.00 PM	27.01.2026 at 01.00 PM
		Technical Bid opening Date	19.01.2026 at 01.00 PM	29.01.2026 at 01.00 PM

Details of NIT's can be seen at www.wbtenders.gov.in and www.wbfcd.com

Sd/- Divisional Manager
Kalimpong Forest Corporation Division

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

মালদা ডিভিশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লট পরিচালনার জন্য উপার্জন চুক্তি প্রদান

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ - ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, পশ্চিমবঙ্গ (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক), **মালদা ডিভিশনের গোড্ডা (জিওডিএ) এবং কহলগাঁও (সিএলজি) স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লট পরিচালনার** জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। • **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** পিএনইউ-০৩-২০২৬। • **অকশন শুরু ঃ** ৩০.০১.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিটে। যথাক্রমে **ক্রঃ নং ও লট নং; স্টেশন ঃ (১)** পিএনইউ-এমএলডিটি-জিওডিএ-টিওআই-৩৩-২৬-১; গোড্ডা। **(২)** পিএনইউ-এমএলডিটি-সিএলজি-টিওআই-৩৬-২৬-১; কহলগাঁও। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-297/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে। আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Great Eastern™
We serve you best

Great Eastern
PRESENTS
Cost to Cost
OFFER

CASH BACK Upto 30000* On Debit & Credit Cards
Upto 36 MONTH EMI
1 EMI OFF*
0 DOWN PAYMENT*
30 DAYS REPLACEMENT GUARANTEE*

BAJAJ FINSERV
HDB FINANCIAL SERVICES
IDFC FIRST Bank

Whirlpool LLOYD BLUE STAR LG SAMSUNG HITACHI Panasonic Godrej VOLTAS ONIDA Haier Carrier MITSUBISHI ELECTRIC

ONIDA — 1.5 Ton - Inverter ₹ 24990*
Godrej — 1.5 Ton - Inverter ₹ 26490*
VOLTAS — 1.5 Ton - Inverter ₹ 27990*
Haier — 1.5 Ton - Inverter ₹ 28490*
Panasonic — 1.5 Ton - Inverter ₹ 28990*
Carrier — 1.5 Ton - Inverter ₹ 30990*
MITSUBISHI ELECTRIC — 1.5 Ton - Inverter ₹ 29990*

ONIDA — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 28990*
Godrej — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 30490*
VOLTAS — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 33990*
Haier — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 34990*
Panasonic — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 35990*
Carrier — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 34990*
MITSUBISHI ELECTRIC — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 33990*

LLOYD — 1.5 Ton - Inverter ₹ 28990*
BLUE STAR — 1.5 Ton - Inverter ₹ 30990*
LG — 1.5 Ton - Inverter ₹ 30990*
HITACHI — 1.5 Ton - Inverter ₹ 32490*
SAMSUNG — 1.5 Ton - Inverter ₹ 30490*
IFB — 1.5 Ton - Inverter ₹ 28990*
Whirlpool — 1.5 Ton - Inverter ₹ 27990*

LLOYD — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 35990*
BLUE STAR — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 36990*
LG — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 38490*
HITACHI — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 36490*
SAMSUNG — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 37990*
IFB — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 35490*
Whirlpool — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 30990*

*All Prices are after Cashback & Exchange

SAMSUNG — Galaxy S25 Ultra
A17 5G (6/128) Cost Price 17999*
S 25Ultra(12/256) Cost Price 122490* 10000/- Cashback on UPI

Apple 17 (128) Cost Price 82900* 4000/- Cashback
Apple 17 Pro (256) Cost Price 134900* 4000/- Cashback

vivo
V60 (8/256) Cost Price 38999* 3000/- Cashback on UPI
X 300 (12/256) Cost Price 75999* 10% Cashback

MI 15C (6/128) Cost Price 12499*
Note 15 (8/128) Cost Price 22999* 3000/- Cashback

realme
15Y 5G (8/128) Cost Price 19499* 1000/- Cashback
16Pro 5G (8/256) Cost Price 33999* 3000/- Cashback

oppo
A6 Pro (8/128) Cost Price 21999* 2000/- Cashback
Reno15 (8/256) Cost Price 45999* 10% Cashback

Haier BLUE STAR VOLTAS Godrej
DEEP FREEZER
Starting From ₹ 15990

LG IFB Haier Godrej Panasonic
MICROWAVE
Starting From ₹ 5990

KENSTAR BAJAJ USHA PHILIPS Sunflame HAVELLS
MIXER GRINDER
Starting From ₹ 1490

Great Eastern™
We serve you best

SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier

QLED 100
144Hz with AI Center Max
Dolby Vision IQ & Dolby Atmos
₹ 2,44,990

75 QLED
₹ 55,990

65 QLED
₹ 40,990

55 4K GOOGLE TV
₹ 25,990

43 QLED
₹ 22,490

43 GOOGLE TV
₹ 15,990

32 QLED
₹ 11,990

32 GOOGLE TV
₹ 9,990

32 SMART
₹ 7,990

24
₹ 5,990

Whirlpool 184 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 13990*

188 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 14490*

IFB 187 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 14990*

Haier 185 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 15490*

Godrej 184 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 15490*

LG 185 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 15690*

BOSCH 207 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 18990*

Godrej 238 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 21490*

IFB 243 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 21990*

LG 242 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 22990*

Haier 240 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 23490*

Whirlpool 235 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 23990*

LG 308 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 28990*

BOSCH 269 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 29990*

Haier 300 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 30490*

Godrej 330 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 33990*

LG 408 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 37990*

Godrej 472 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 47490*

Haier 596 L

FREE MICROWAVE
COST PRICE ₹ 64190*

Godrej 600 L

FREE MICROWAVE
COST PRICE ₹ 71190*

LG 650 L

FREE MICROWAVE
COST PRICE ₹ 75190*

Haier 7 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 15290*

Godrej 7 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 15990*

Godrej 7.5 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 17990*

BOSCH 7 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 18490*

LG 8 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 18690*

LG 9 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 21490*

IFB 6.5 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 21990*

IFB 9 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 25490*

8.5 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 25990*

BOSCH 10 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 30990*

Haier 6 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 24490*

LG 7 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 26990*

Godrej 7 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 26990*

Whirlpool 7 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 26990*

7 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 28990*

IFB 7 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 32490*

LG 9 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 32990*

BOSCH 7 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 34590*

IFB 9 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 36490*

LG 13 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 56490*

KENSTAR BAJAJ USHA HAVELLS hindware

WATER HEATER
Starting Price
₹ 2190*

PHILIPS

INDUCTION
₹ 2090*

HAVELLS

MIXER GRINDER (3 JAR) +IMMERSION ROD
₹ 2090*

BAJAJ

MIXER GRINDER (3 JAR) + IRON
₹ 2290*

PHILIPS

MIXER GRINDER (3 JAR) +IMMERSION ROD
₹ 2390*

KENSTAR

MIXER GRINDER (3 JAR) + INDUCTION + CHOPPER
₹ 2790*

HAVELLS

AIR FRYER
₹ 2990*

GREAT EASTERN TRADING CO.

TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 99+ STORES

OUR LOCATIONS NEAR YOU

BRANCHES:

SILIGURI — Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall — 84200 55257

BAGDOGRA — Near Station More, Opp. Lower Bagdogra — 85840 38100

RAIGANJ — Near Sandha Tara, Bhawan — 85840 64028

MALDA — Pranta Pally, N H 34 — 85840 64029

BALURGHAT — B.T. Park, Tank More — 90739 31660

JALPAIGURI — Siliguri Main Road, Beguntari — 98301 22859

S.F. ROAD — Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road — 85840 64025

COOCHBEHAR — N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi — 84200 55240

DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - **8240823718**

OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, BECKBAGAN, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, MADHYAMGRAM, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, CHAMPAHATI, KAKDWIP, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT, CONTAI

ds.

*Condition Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock lasts. *Price includes cash back and exchange offer. *Offer applicable on selected Models and Brands.

WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444

LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej Carrier BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA oppo vivo HAVELLS

একদিকে মাজার চত্বরে নমাজ আদায়, অন্যদিকে ভিন্নধর্মের মানুষের ধূপকাঠি, মোমবাতি জ্বালানো। শুক্রবার।

সম্প্রীতির ফুল ফোটায় হুজুরের মেলা

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

হলদিবাড়ি, ১৬ জানুয়ারি : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান'- এই সাম্য ও মৈত্রীর বাণী আজ যেন নীরবে-নিভৃতে কাঁদে! হিন্দু-মুসলিম বৈরিতা এখন চরম পর্যায়ে। যেখানে ফ্রিজে মাংস রাখায় একজন মুসলিমকে খুন হতে হয়। অন্যদিকে, ধর্মীয় অবমাননার নামে একজন হিন্দু তরুণকে পিটিয়ে খুন করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি' কি তাহলে শুধুই কথার কথা?

এই কথাটিকে ভুল প্রমাণ করল হলদিবাড়ি হুজুর সাহেবের মেলা। শুক্রবার হলদিবাড়ি হুজুর সাহেবের মেলার শেষ দিনে হাজারো মানুষের ভিড়ের মাঝেই ধূপকাঠি, মোমবাতি জ্বালাচ্ছিলেন হলদিবাড়ির বাসিন্দা রঞ্জিত রায়। তারপর হাত জোড় করে হুজুর সাহেবের কাছে নিজের মনস্কামনা জানান রঞ্জিত। তাঁর পাশেই ভিড়ের মাঝে মোমবাতি, ধূপকাঠি নিয়ে জ্বালানোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন মদনকুমার রায়।

রাজ্য তথা দেশজুড়ে যখন ধর্ম নিয়ে বিভেদের রাজনীতি প্রকাশ্যে আসছে মাঝেমাঝেই, সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে হলদিবাড়ি হুজুর সাহেবের মেলা যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য নজির গড়েছে। শুক্রবার হলদিবাড়ির বেশিরভাগ রাস্তাই পূর্ণ ছিল পুণ্যার্থীদের ভিড়ে। এদিন মেলা প্রাঙ্গণে দোয়া পড়তে এসেছিলেন মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষরা। তাঁদের পাশাপাশি প্রথম দিনের মতোই প্রচুর হিন্দু পুণ্যার্থীও মোমবাতি, ধূপকাঠি জ্বালিয়ে নিজের মনস্কামনা জানালেন হুজুর সাহেবের কাছে। আবার অনেকে নিজের মনস্কামনা পূরণ হওয়ার আনন্দে অর্থ থেকে বিভিন্ন জিনিস অর্পণ করলেন মাজারে। অন্যদিকে, মেলায় আসা অসংখ্য বিক্রেতার মাঝেও হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের মানুষরাও নানা রকম খেলনা, খাদ্যসামগ্রী থেকে ঘরগৃহস্থালির নানা জিনিসপত্রের পসরা সাজিয়ে বসেছিলেন। বেশিরভাগ দোকানই ছিল ক্রেতাদের ভিড়ে পরিপূর্ণ। এই মেলা যেন পরিণত হয়েছে এক মিলনমেলায়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্য বিহার, অসম থেকেও পুণ্যার্থীরা মেলায় ভিড় জমিয়েছিলেন। মেলায় আসা রঞ্জিত বললেন, 'এখানে মনস্কামনা পূরণ হয়। তাছাড়াও শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে যে যা কামনা করে তেমনভাবেই হয়। এটা হিন্দু-মুসলিম সবার মেলা। পাশাপাশি থাকার জন্য আমরাও আসি। সকলে একসঙ্গে মিলে এই মেলায় যেভাবে উপস্থিত হয় তা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য নজির সৃষ্টি করে। সবাই একে অপরের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলে।'

> **হুজুর সাহেবের সময় থেকেই এই সম্প্রীতি চলে আসছে। এখানে সবাই জাতিধর্মনির্বিশেষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।**
>
> **দিদারুল আলম সরকার**
> *সাধারণ সম্পাদক, মেলা কমিটি*

একই সুর শোনা যায় মদনের গলাতেও। তাঁর কথায়, 'হুজুর সাহেবের মেলায় মনের বসনা পূর্ণ হয় দেখেই মানুষ আসে। অনেক দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসে। এখানে সবাই মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।'

এদিন হুজুর সাহেবের মাজারে দোয়ায় অংশ নিতে এসেছিলেন মহম্মদ মান্নান। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, 'হলদিবাড়ি হুজুর সাহেবের মাজারে আজ যেখানে একদিকে আমরা দোয়া পড়েছি, অন্যদিকে হিন্দু ভাইয়েরাও নিজেদের মনস্কামনা পূরণের জন্য প্রার্থনা করেছেন।' আরেক পুণ্যার্থী ফিরোজ রহমান বলছেন, 'হুজুর সাহেবের মেলাতে হিন্দু-মুসলিম সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশ নিয়েছে যা সম্প্রীতির অনন্য নজির স্থাপন করেছে।'

মেলার সম্প্রীতি নিয়ে হলদিবাড়ি হুজুর সাহেব মেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক দিদারুল আলম সরকারের প্রতিক্রিয়া, 'হুজুর সাহেবের সময় থেকেই এই সম্প্রীতি চলে আসছে। এখানে সবাই জাতিধর্মনির্বিশেষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। মনস্কামনা পূরণের জন্য এখানে সবাই আশীর্বাদ নিতে আসেন। এখানে ভেদাভেদ নেই। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যর জয়গানই এখানে আসল।'

ভোটারদের ক্ষোভের মুখে কমিশনের পর্যবেক্ষকরা

অভিষেক ঘোষ

মেটেলি, ১৬ জানুয়ারি : মেটেলি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরে শুক্রবার আচমকাই পৌঁছান নির্বাচন কমিশনের দুই পর্যবেক্ষক। সেখানে তাঁরা এসআইআর-এর কাজকর্ম খতিয়ে দেখেন। অফিসের বাইরে আসতেই পর্যবেক্ষকদের ঘিরে হয়রানির অভিযোগ তোলেন প্রবীণ ভোটাররা। যদিও ভোটারদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই বেরিয়ে যান তাঁরা।

২৯ ডিসেম্বর রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতোই শুনানি শুরু হয়েছিল মেটেলি ব্লকে। ভোটারদের নথি পেশ নিয়ে হয়রানি এখানেও পিছু ছাড়েনি। যেমন মেটেলির বিধাননগর পঞ্চায়েতের এক ব্যক্তি এসেছিলেন শুনানিতে। তিনি তাঁর বাবার অষ্টম সন্তান। নির্বাচন কমিশনের যুক্তি, এক ব্যক্তির এত সন্তান রহস্যজনক। সেজন্যই তাঁদের নথিপত্র যাচাই করছে কমিশন। আবার ক্ষুদিরামপিল্লর বাসিন্দা মফিজুল ইসলামের অভিযোগ, জমির কাগজ, মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে বৈধতা দিচ্ছে না কমিশন। এদিকে, শুনানির কাজের জন্য ছুটি চাইলে চা শ্রমিকদের ছুটি দিচ্ছে না বেশ কিছু বাগান কর্তৃপক্ষ। এইসব কারণেই এদিন পর্যবেক্ষকদের সামনে ক্ষোভ উগরে দেন ভোটাররা।

মেটেলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুর হাসানের আরও অভিযোগ, যেসব ভোটারের লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি ছিল, তাঁদের নথিপত্র সংগ্রহ করে সংশোধন করেছেন বুথ লেভেল অফিসাররা। এখন আবার সেই ভোটারদের শুনানির জন্য নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পর্যবেক্ষকদের বিভিন্ন অভিযোগ জানান। কিছু প্রশ্নও করেন। কিন্তু তাঁরা কোনও উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে যান।

সূত্রের খবর, ওই দুই পর্যবেক্ষক মেটেলি থেকে বেরিয়ে টিলাবাড়ি পর্যটন আবাসে মালের মহকুমা শাসক, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য ব্লকের বিডিওদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তারপর তাঁদের মালবাজারে আসার কথা থাকলেও তাঁরা শিলিগুড়ির দিকে বেরিয়ে যান। শুনানিতে বিভ্রান্তি নিয়ে পর্যবেক্ষকদের তরফে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এদিকে, তৃণমূলের জেলা সহ সভাপতি সোনা সরকার জানান, বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে চলছে নির্বাচন কমিশন। যদিও বিজেপির মণ্ডল সভাপতি মজনু হকের বক্তব্য, অবৈধ ভোটারদের ব্যবহার করে ক্ষমতায় থাকতে চায় তৃণমূল, তাই তাদের এত কুমিরের কান্না।

বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান

জলপাইগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : শুক্রবার জলপাইগুড়ির সদর প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে দুটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিগত চার বছর ধরে এই বিদ্যালয় প্রাথমিকের সার্কেল ক্রীড়াতে প্রথম স্থান বা চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসছে। সেই উপলক্ষ্যে খুদে খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে প্রাকপ্রাথমিকে ভর্তি হওয়া ছাত্রীদের জন্যে নবীনবরণ উৎসবের আয়োজন করা হয়। প্রত্যেকের হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রীর জন্য ছিল মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা।

পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সদর পূর্ব সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মিঠুন দাস, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরূপ দে প্রমুখ।

চর্চায় এসআইআর-এর শুনানিতে আতঙ্ক

তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : শুক্রবার এসআইআর-এর শুনানিতে উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই বাড়ির অদূরে ধূপগুড়ি ব্লকের কুশমারির এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। মৃতের নাম রামপ্রসাদ মণ্ডল (৩৮)। মৃতের পরিবারের দাবি, গত কয়েকদিন থেকে তিনি শুনানি নিয়ে আতঙ্কে ছিলেন। ব্যবসা ফেলে শুনানির জন্য প্রয়োজনীয় নথি জোগাড় করছিলেন। পশ্চিম মল্লিকপাড়া হাইস্কুল থেকে রামপ্রসাদ স্কুল সার্টিফিকেটও সংগ্রহ করেন। কিন্তু সেটা নথি হিসাবে শুনানিতে গ্রহণযোগ্য হবে কি না তা নিয়ে সংশয়ে ছিলেন। পুলিশ সূত্রে খবর, দেহ ময়নাতদন্তের জন্য শনিবার জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হবে।

মৃতের কাকা অমল মণ্ডল জানান, এসআইআর-এর শুনানির নোটিশ পাওয়ার পর থেকেই রামপ্রসাদ আতঙ্কে ছিলেন। সেটা পরিবারের সদস্যদের তিনি জানিয়েছিলেন। রামপ্রসাদরা পাঁচ ভাই ও তিন বোন। এর মধ্যে রামপ্রসাদ ছাড়া কারও নামেই শুনানির নোটিশ আসেনি। পরিবারে একমাত্র তাঁর নামে নোটিশ আসায় তিনি ভীত হয়ে পড়েন। অন্য দেশে পাঠিয়ে দিলে কী হবে তা নিয়ে চিন্তায় ছিলেন। এজন্য বেশ কয়েকটি নথিও সংগ্রহ করেন।

ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার কুশমারি গ্রামে। শুক্রবার।

একই দাবি মৃতের ভাইপো পবিত্র মণ্ডলের। তাঁর কথায়, 'কাকা অনেকটা আতঙ্কে ছিলেন। গ্রামের বাড়িতে ফিরে আতঙ্কের কথা সকলকে জানান। প্রত্যেকে ভরসা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও আতঙ্ক কাটেনি। হয়তো সেই কারণেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন।'

মৃতের পরিবার সূত্রে খবর, রামপ্রসাদ কয়েক বছর আগে জলঢাকা এলাকায় একটি জুতোর দোকান খোলেন। জলপাইগুড়ির ডেঙ্গুয়াঝাড় এলাকায় জমি কিনে বাড়ি তৈরি করে সেখানে থাকতে শুরু করেন। এসআইআর-এর শুনানির নোটিশ পেয়ে গ্রামের বাড়িতে ফিরে এসে পশ্চিম মল্লিকপাড়া স্কুল থেকে শংসাপত্র সংগ্রহ করেন।

এদিকে রামপ্রসাদের মৃত্যুতে রাজনৈতিক চাপানউতোর তৈরি হয়েছে। একদিকে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব এজন্য এসআইআর-কে দোষারোপ করছে, অন্যদিকে এসআইআর নিয়ে ভুল প্রচার মানুষের আতঙ্কের কারণ বলে বিজেপি তৃণমূলকে কটাক্ষ করেছে। তৃণমূলের ধূপগুড়ি ব্লকের গ্রামীণ সভাপতি মলয় রায়ের কথায়, 'খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে এসে খোঁজখবর নিয়েছি। মৃতের পরিবার জানিয়েছে শুনানির আতঙ্কে ওই তরুণ আত্মহত্যা করেছে। এসআইআর এর আগেও হয়েছে। কিন্তু এভাবে ঢাকঢোল পিটিয়ে হয়নি। রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে ও মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করতে বিজেপি এমন ঘটনা ঘটাচ্ছে। এর জেরে সাধারণ মানুষ আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে।'

- রামপ্রসাদরা পাঁচ ভাই ও তিন বোন
- রামপ্রসাদ ছাড়া কারও নামে শুনানির নোটিশ আসেনি
- পরিবারের একমাত্র তাঁর নামে নোটিশ আসতেই তিনি ভীত হয়ে পড়েন
- এজন্য বেশ কয়েকটি নথি সংগ্রহ করেন

বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য আগুন রায়ের পালটা বক্তব্য, 'এসআইআর-এর নোটিশ পাওয়া মানে নাগরিকত্ব চলে যাওয়া নয়। বিকল্প হিসেবে সিএএ রয়েছে। কিন্তু শাসকদলের নেতারা এসআইআর নিয়ে ভুল প্রচার করছে। এর ফলে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। মৃত ওই তরুণের পরিবারের পাশে বিজেপি রয়েছে।'

সরস্বতী প্রতিমা তৈরির ব্যস্ততা। শুক্রবার জলপাইগুড়িতে। ছবি : মানসী দেব সরকার

মাত্র ৫ শতাংশ টোটোর রেজিস্ট্রেশন

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : জেলাজুড়ে টোটোর সংখ্যা হিসেব করলে ন্যূনতম ৫০ হাজারের গণ্ডি ছাড়াবে। কিন্তু গত প্রায় দেড় মাসে মাত্র ২৫০০ টোটোর রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। আর এখানেই প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি টোটোচালকদের মধ্যে রেজিস্ট্রেশনে অনীহা রয়েছে নাকি প্রশাসনিকভাবে প্রচারের অভাব বা ধীরগতিতে প্রক্রিয়া শেষ করার প্রবণতার কারণেই বিপুল পরিমাণ টোটোর এখনও রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি।

জেলার আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর, ই-রিকশার রেজিস্ট্রেশন বেশ ভালোই হচ্ছে। তুলনায় রেজিস্ট্রেশন অনেকটাই কম হচ্ছে টোটোর। এদিকে রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই প্রশাসনের নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জাতীয় সড়ক ও এশিয়ান হাইওয়েতে টোটো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। জলপাইগুড়ি জেলার আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের মোটর ভেহিকল ইনস্পেকটর পাপ্পু রায়ের কথায়, 'টোটোর রেজিস্ট্রেশন এখনও ২৫০০-এর গণ্ডি পার করেনি। বারবার রেজিস্ট্রেশন করানোর জন্য প্রচার চালানো হচ্ছে। তবুও একশ্রেণির টোটোচালকদের মধ্যে সেই স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা দেখা যায়নি। তবে আমাদের কর্মীরা রেজিস্ট্রেশন করানোর জন্য ময়দানে নেমে কাজ করে যাচ্ছেন।'

এদিকে, টোটোচালকদের একাংশের মধ্যে রেজিস্ট্রেশনে অনীহা ও এর নেপথ্যে ইউনিয়নের দোহাই দেওয়ার ঘটনাও রয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। যদি জেলাজুড়ে টোটোর সংখ্যা ৫০ হাজার হয়ে থাকে, তাহলে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে মাত্র ৫ শতাংশের। যা প্রশ্নের মুখে ফেলেছে সরকারি নির্দেশিকাকেও। অধিকাংশ টোটোচালকই তৃণমূল কংগ্রেস বা অন্য কোনও বিরোধী দলের ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত। তাহলে কি ইউনিয়নের অঙ্গুলিহেলনেই টোটোর রেজিস্ট্রেশন করাচ্ছেন না চালকরা, এই প্রশ্নও উঠছে।

জাতীয় সড়কে টোটোর দাপট।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক টোটোচালক বলেন, 'অবশ্যই ইউনিয়নের আওতায় রয়েছি। কিন্তু এখন হোক বা পরে রেজিস্ট্রেশন তো করাতেই হবে। আমি ইতিমধ্যে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করেছি।' প্রকাশ্যে কেউই ইউনিয়নের দাপটের কথা স্বীকার না করলেও, অভিযোগের তির শাসক ও বিরোধী দুই শিবিরের বিরুদ্ধেই উঠছে। তৃণমূলের শাখা সংগঠন আইএনটিটিইউসি'র নেতা আলম রহমান বলেন, 'সব টোটোচালকই রেজিস্ট্রেশন করাচ্ছেন। সময় চেয়ে পরিবহণ দপ্তর ও জেলা শাসককে চিঠি দেওয়া হয়েছে। একটু সময় লাগছে হয়তো, কিন্তু আমরা মনে করছি, সকলেই রেজিস্ট্রেশন করাবেন। এখানে ইউনিয়নের দাপট দেখানোর কোনও বিষয় নেই।'

বিজেপির টাউন মণ্ডলের সভাপতি পাপাই বসাক আবার পালটা রেজিস্ট্রেশনের জন্য অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেন, 'অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার দাবিতে আন্দোলন করে ধর্মঘট ডেকেছিলেন টোটোচালকরা। কিন্তু কেউ কর্ণপাত করেননি। তবে টোটোচালকদের সঙ্গে কথা হয়েছে। তাঁরা টাকা জোগাড় করে তারপর রেজিস্ট্রেশন করাবেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সময় বেশি লাগবে।'

ব্যাংক কাণ্ডে গ্রেপ্তার আরও তিন

বানারহাট, ১৬ জানুয়ারি : বিন্নাগুড়ির একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখায় চুরির চেষ্টার ঘটনায় বানারহাট থানার পুলিশ আরও তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের মধ্যে রাহুল ওরাওঁ ওরফে কাস্তে হলদিবাড়ি চা বাগানের নিউ লাইনের, মকসেদুল মিয়াঁ গাদং বাড়োহালিয়ার এবং বিশাল বাসফোর হলদিবাড়ি চা বাগানের স্কুল লাইনের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা সকলেই বানারহাট থানা এলাকার। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'পূর্ণাঙ্গ তদন্ত জারি আছে।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের শুক্রবার আদালতে তোলা হলে তিনদিনের পুলিশ হেপাজত দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, গত ১২ জানুয়ারি রাত প্রায় ৩টে নাগাদ বিন্নাগুড়ির ওই ব্যাংকের শাখার পেছনের গেট ভেঙে তিনজন দুষ্কৃতী চুরির চেষ্টা করে। ঘটনার পরদিন ১৩ জানুয়ারি ম্যানেজার বানারহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে বানারহাট থানা নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে।

তদন্তে নেমে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পাশাপাশি গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রথমে হলদিবাড়ি চা বাগান এলাকা থেকে আবুল কালাম আজাদ (৪৬) নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাঁকে আদালতে পেশ করলে তিনদিনের পুলিশি হেপাজত মঞ্জুর হয়।

হেপাজতে জিজ্ঞাসাবাদের সময় আবুল কালাম আজাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হলদিবাড়ি বাগানে অভিযান চালিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে বাকি তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সংশোধনী

১৬ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদের চারের পাতায় প্রকাশিত 'ব্লক সভাপতিদের চুপ থাকার নিদান' শীর্ষক খবরে আইএনটিটিইউসি'র জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সভাপতি তপন দে উপস্থিত ছিলেন না পড়তে হবে।

সংলাপ যাত্রা

রাজগঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : শুক্রবার সংলাপ যাত্রায় বেরিয়ে শিকারপুরের দেবী চৌধুরানি মন্দিরে পুজো দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা। মন্দিরে পুজো দেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, শিকারপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নারায়ণ বসাক প্রমুখ। শিকারপুর চা বাগানের শ্রমিক মহল্লায় সংলাপ যাত্রার উদ্দেশ্য, সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে শ্রমিকরা কীভাবে উপকৃত হয়েছেন, সেই খুঁটিনাটি তুলে ধরেন তৃণমূল নেতারা। সেইসঙ্গে শ্রমিকদের বিভিন্ন অভিযোগ নথিভুক্ত করে সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়।

কর্মশালা

ময়নাগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালোভাবে সফল হওয়ার জন্য অ্যাডভান্স সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস সংগঠনের তরফে কর্মশালা হল। শুক্রবার ময়নাগুড়ি রোড উচ্চবিদ্যালয়ে আটটি স্কুলের শতাধিক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে নিয়ে এই কর্মশালা হয়।

অপলকে।। *শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন শুভশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

৫ বছর পর প্রথম বিধির অনুমোদন

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পাঁচ বছর পর অনুমোদন হল প্রথম বিধি বা 'ফার্স্ট স্ট্যাটিউট'। বৃহস্পতিবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ওই স্ট্যাটিউট অনুমোদন করেছেন। এই বিধি অনুমোদনের ফলে এখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গভাবে নিজেরাই পরিচালনা করতে পারবে। পাশাপাশি এই বিধির মাধ্যমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক পরিকাঠামো, উপাচার্য নিয়োগ পদ্ধতি, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, ফিন্যান্স কমিটি, পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত নিয়মাবলি নির্ধারিত করতে পারবে।

এমনকি গবেষণার কাজও শুরু করতে পারবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। স্ট্যাটিউট অনুমোদন হওয়ায় খুশি জেলার উচ্চশিক্ষার সঙ্গে জড়িতরা।

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সরিৎকুমার চৌধুরী বলেন, 'স্ট্যাটিউট অনুমোদনের ফলে এখন আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করতে পারব। এমনকি স্ট্যাটিউটের জন্য পিএইচডি এবং অন্য গবেষণার কাজও দ্রুত শুরু করার পরিকল্পনা আছে আমাদের।'

ধরলা নদীতে সেতু চায় মাধবডাঙ্গা

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : ময়নাগুড়ির মাধবডাঙ্গা ফালতুর মোড় থেকে তালগুড়ি যাওয়ার জন্য ধরলা নদীর ওপর সেতু না থাকায় চরম সমস্যা স্থানীয়দের। ভরা বর্ষায় প্রায় ১০ কিলোমিটার ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয় তাঁদের। অন্যান্য সময় প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে নদীর জল কেটেই পারাপার হতে হয়। সেতুর দাবিতে গত কয়েক বছর ধরে নদীর দু'পারের গ্রামবাসীরা টানা আন্দোলনে নামলেও কাজ হয়নি। বিধানসভা ভোটের আগে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। যদিও ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায় বলেন, 'সেতু তৈরির ব্যাপারে এসজেডিএ এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। আশা করা হচ্ছে ওখানে দ্রুত সেতু তৈরি হবে।'

ময়নাগুড়ি ব্লকের মাধবডাঙ্গা-১ এবং মাধবডাঙ্গা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতকে আলাদা করেছে ধরলা নদী। নদীর বাঁদিকে রয়েছে শর্মাপাড়া, ভুস্কাডাঙ্গা, জল্পেশ সহ বিভিন্ন গ্রাম। আর ডানদিকে ডাঙ্গাপাড়া, তালগুড়ি, বার্নিশ, ময়নাগুড়ি রোড। নদীর দু'পারের বাসিন্দাদের এক পার থেকে আরেক পারে যেতে হলে ১০ কিমি ঘুরপথে যেতে হয়। একসময় স্থানীয়রাই উদ্যোগী হয়ে সাঁকো তৈরি করেছিলেন। তবে এখন সেটি নেই।

এলাকাবাসীর এই সমস্যার বিষয়টি অজানা নয় প্রশাসনের। বছর সাতেক আগে নদীর তালগুড়ি ঘাটে সেতু তৈরির জন্য মাপজোখও করা হয়েছিল। কিন্তু তারপর কাজ আর এগোয়নি। এলাকাবাসী জানাচ্ছেন, সেতু তৈরির জন্য প্রশাসনের বিভিন্ন যায়গায় ইতিপূর্বে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সুফল মেলেনি।

নদীর দু'পারের বাসিন্দারা মিলিত হয়ে সেতুর দাবি আদায়ের যৌথ মঞ্চ গঠন করে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এর পাশাপাশি উত্তর কন্যায় গিয়ে জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। গত বিধানসভা ভোটের আগে ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন তাঁরা। সেসময় প্রশাসন সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে সেতু তৈরির ব্যাপারে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভোট মিটতেই নেতারা আর কথা রাখেননি বলে অভিযোগ।

তালগুড়ি থেকে মাধবডাঙ্গার মাঝে এভাবেই যাতায়াত করতে হয়।

সেতুর দাবি আদায়ের যৌথ মঞ্চের সম্পাদক গৌরাঙ্গ শর্মা বলেন, 'ভোটের আগে তৃণমূল, বিজেপি সব রাজনৈতিক দলের নেতারা গ্রামে এসে সেতুর ব্যাপারে আশ্বাস দিয়ে যান। কিন্তু ভোট মিটে যাবার পরে গ্রামে আর নেতাদের দেখা যায় না। আমরা চাই দ্রুত সেতু তৈরি হোক।'

সেতুর দাবি আদায় কমিটির সভাপতি হরেরাম রায়ের মন্তব্য, 'সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। এবারেও ভোটের আগে গ্রামে এসে বাসিন্দাদের সেতু তৈরির ব্যাপারে আশ্বাস দিয়ে যাবেন নেতারা। কিন্তু এবার আর আশ্বাসে চিঁড়ে ভিজবে না।' গ্রামের বাসিন্দা ভূপেশ্বর রায়, নারায়ণ রায়, দীনেশ রায়রা জানালেন, সেতুর দাবিতে ফের আন্দোলন সংগঠিত করতে চলেছেন তাঁরা।

सत्यमेव जयते

পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের উন্নয়নে গতি আনতে

৩,২৫০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের রেল এবং সড়ক প্রকল্প

যাত্রার শুভারম্ভ

বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন

মালদা টাউন রেলওয়ে স্টেশন থেকে
হাওড়া - গুয়াহাটি (কামাখ্যা)

কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশন থেকে
গুয়াহাটি (কামাখ্যা) - হাওড়া

••••••••

অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

নিউ জলপাইগুড়ি - নাগেরকয়েল

নিউ জলপাইগুড়ি - তিরুচ্চিরাপ্পল্লী

আলিপুরদুয়ার - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু

আলিপুরদুয়ার - মুম্বই (পানভেল)

••••••••

মেল এক্সপ্রেস

বালুরঘাট - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু

রাধিকাপুর - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

৪ লেন-এর রাস্তা

এনএইচ-২৭-এর ধূপগুড়ি - ফালাকাটা অংশ

নতুন রেল লাইন

বালুরঘাট এবং হিলির মধ্যে

লোকো শেডের উন্নয়ন

শিলিগুড়িতে

নেক্সট জেনারেশন ফ্রেট রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা

নিউ জলপাইগুড়িতে

বন্দে ভারত ট্রেনের জন্য

জলপাইগুড়িতে রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধার উন্নয়ন

জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ

রেল লাইনের বৈদ্যুতিকরণ

নিউ কোচবিহার ও বামনহাট-এর মধ্যে

নিউ কোচবিহার ও বক্সিরহাট-এর মধ্যে

প্রকল্পগুলির উপকারিতা

বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন
- সাশ্রয়ী এবং আরামদায়ক যাত্রা
- যাত্রার সময় প্রায় ২.৫ থেকে ৩ ঘণ্টা হ্রাস
- গতি ঘণ্টায় ১৮০ কিমি পর্যন্ত
- জীবানুনাশক প্রযুক্তিসম্পন্ন শৌচালয়

অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন
- যাত্রার সময় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস
- নিরাপদ, আরামদায়ক ও নির্ভরযোগ্য যাত্রা

মেল এক্সপ্রেস ট্রেন
- আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন
- পর্যটন এবং স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়ন

রেল লাইনের বৈদ্যুতিকরণ
- দ্রুততর এবং আরও নির্ভরযোগ্য রেল পরিষেবা
- উন্নত সময়ানুবর্তিতা এবং যাত্রার সময় হ্রাস
- পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব রেলযাত্রা

এনএইচ-২৭ সড়ক প্রকল্প
- গুরুত্বপূর্ণ চিকেন নেক করিডোর সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধা বৃদ্ধি
- শিলিগুড়ি ও গুয়াহাটির মধ্যে যাতায়াতের সময় প্রায় ১ ঘণ্টা হ্রাস

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

কর্তৃক

১৭ জানুয়ারি ২০২৬ | মালদা টাউন স্টেশন | সকাল ১১ টায়

গৌরবময় উপস্থিতি

ডঃ সি.ভি. আনন্দ বোস
রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

মমতা ব্যানার্জী
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

নীতিন জয়রাম গডকরী
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক

অশ্বিনী বৈষ্ণব
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রেলমন্ত্রক, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি

শান্তনু ঠাকুর
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, বন্দর, নৌ-পরিবহন ও জলপথ মন্ত্রক

ডঃ সুকান্ত মজুমদার
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক

শুভেন্দু অধিকারী
বিরোধী দলনেতা, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

শমীক ভট্টাচার্য
সাংসদ

খগেন মুর্মু
সাংসদ

ইশা খান চৌধুরী
সাংসদ

ভারতীয় রেলওয়ে

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৩৯ সংখ্যা, শনিবার, ৩ মাঘ ১৪৩২

হয়রানির ‘গণতন্ত্র’

নির্বাচন কমিশনের প্রচারে সবসময় বলা হয়, ভোটদানের হার যত বেশি হবে, তত গণতন্ত্রের হাত শক্ত হবে। নির্ভয়ে পছন্দের প্রার্থীকে ভোটদান, ভোট প্রক্রিয়া অবাধ ও নিরপেক্ষ করার দায়িত্ব পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনের। অথচ পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) প্রক্রিয়া দেখে কিন্তু স্বাধীন, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ সংস্থা হিসেবে নির্বাচন কমিশনের ভাবমূর্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

যাঁদের ভোটে গণতন্ত্র মজবুত হয়, সেই সাধারণ মানুষকে শুনানির নামে হয়রানি করার অভিযোগ উঠছে। লজিস্টিক ডিসক্রিপেন্সির নামে শুনানিতে ডাকায় সেই অভিযোগ আরও জোরালো হচ্ছে। ভারতকে গণতন্ত্রের জননী বলে থাকেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি ভোটারদের সন্দেহের চোখে দেখা হলে তা গণতন্ত্রের পক্ষে লজ্জাজনক বৈকি।

ভোটার তালিকাকে অবশ্যই ত্রুটিমুক্ত করা দরকার। অবৈধ ভোটারের তালিকায় ঠাঁই হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সেই যুক্তিতে জীবিত মানুষকে মৃত বলে দেখিয়ে দিলে কিংবা পারিবারিক তথ্যের মিল নেই কেন প্রশ্ন তুলে ভোটারের অস্তিত্বকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করানো হলে তা নিঃসন্দেহে চিন্তার কথা। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর শুরুর পর বহু সাধারণ মানুষ মারা গিয়েছেন। বাংলাদেশি সন্দেহে তাঁদের ভারত থেকে বের করে দেওয়া হবে- এই আতঙ্কে অনেকের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

আবার নির্বাচন কমিশনের নিত্যনতুন ফরমানের চাপ সহ্য করতে না পেরে অনেক বিএলও আত্মঘাতী হয়েছেন বলেও অভিযোগ আছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি যেসব রাজ্যে এসআইআর চলছে সেখানেও বিএলও-দের আত্মহত্যার খবর পাওয়া গিয়েছে। এত মৃত্যু নিয়ে নির্বাচন কমিশন কিন্তু ভাবলেশহীন। অতীতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারদের নাম মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করতেন। জ্ঞানেশ কুমারের আমলে সেই সুনাম হারিয়ে যাচ্ছে।

ভোট চুরি, ভোটার তালিকায় গরমিল, বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত ইত্যাদি অভিযোগে কমিশনকে ঘিরে অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। এসআইআর-এর শুনানিতে হয়রানি বাড়তে থাকায় কমিশনের বিরুদ্ধে গণরোষ ক্রমশ বাড়ছে। ফরাক্কা, চাকুলিয়ার অশান্তি সেই রোষের বহিঃপ্রকাশ। এটা ঠিকই যে, হিংসা, অশান্তি কখনও বরদাস্ত করা যায় না। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের নিত্যনতুন নিদানে সাধারণ মানুষের হতাশা, আশঙ্কা, বিরক্তি, ক্ষোভকে উপেক্ষা করা যাচ্ছে না।

কমিশনের নতুন নিয়মে মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড আর এসআইআর-এর বৈধ নথি নয়। এই ঘোষণার পর এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশন খামখেয়ালির অভিযোগে বিদ্ধ হচ্ছে। এলাকা বেছে নোটিশ পাঠানোর অভিযোগও আছে। এতে বিভ্রান্তি বাড়ছে। অথচ নির্বাচন কমিশন নির্বিকার। ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে, যেখানে বহু পরিবারে শিক্ষার আলো পৌঁছোয়নি, আর্থিক বৈষম্য ভয়াবহ, দু’বেলা পেট ভরে খাবার খাওয়া যেখানে স্বপ্ন, মাথার ওপর ছাদটুকুও যেখানে পাওয়া যায় না, সেই দেশে এই পরিস্থিতি নিজভূমে পরবাসী হয়ে থাকার আশঙ্কার জন্ম দিচ্ছে।

ভোটার তালিকা, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড ইত্যাদি নথিতে নামধাম, বাবা বা স্বামীর নাম, বয়স, লিঙ্গের মতো ভুল সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছায় করেন না। কমিশনের মতো যে সমস্ত সংস্থা নথিগুলি তৈরি করে, তাদের গাফিলতির কারণেই ভুল থেকে যায়। অথচ এই ভুলের মাশুল দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এসআইআর-এ ২০০২ সালের যে তালিকাকে নির্বাচন কমিশন মানদণ্ড বলে চিহ্নিত করেছে, সেখানে কোনও ভুল থেকে থাকলে তার দায় কমিশনেরই।

কিন্তু কমিশন সেই ভুল স্বীকার করে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে মুখে কুলুপ এঁটে মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। ফলে নোটবন্দি থেকে এসআইআর-এ বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে আমজনতার হয়রানির ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। শুধু রূপভেদ হয়েছে, কিন্তু চরিত্রগত কোনও পরিবর্তন হয়নি। গণতান্ত্রিক দেশে এই ঘটনা লজ্জাজনক বৈকি।

অমৃতধারা

ভগবানকে আমরা চাচ্ছি, ডাকচি, দেখা দাও বলিয়া কত বলচি, কিন্তু ভগবানকে দর্শন করা বড়ই দুর্লভ, বড়ই কঠিন। ভগবান জানেন, আমি অসময়ে দর্শন দিলে আমাকে চিনিতে পারিবে না, আমাকে বুঝিতেও পারিবে না। ঘনঘন দেখা দিলে ভক্তের ভালোও লাগিবে না, আর আমাকে দেখিতেও চাহিবে না। সেই আকুলতা, ব্যাকুলতা, ঐকান্তিকতাও থাকিবে না। ভগবান পরম দয়াল, তাঁর ইচ্ছা নয় যে জীব একটা অবস্থা লইয়াই চিরদিন থাকে। তাঁর ইচ্ছা-জীবকে সম্যকরূপে প্রস্ফুটিত করিয়া লন, সমস্ত অবস্থাগুলি ভোগ করাইয়া লন। ভক্ত প্রথমত ভগবানের উপের আত্মসমর্পন করে এবং তাঁর উপরেই সমস্ত ভার অর্পণ করে। কিন্তু ভক্ত যখন ভাবের উচ্চস্তরে উঠিয়া যায়- তখন ভক্তই ভগবানের ভার গ্রহণ করিয়া থাকে।

– শ্রীশ্রী নিগমানন্দ সরস্বতী

গোলাপের দেশে শুধুই রক্তাক্ত সিনেমা

ইরানে শুরু হয়েছে খামেনেইয়ের লোহার দুর্গে ফাটল। হারানো স্বজনকে খোঁজা চলছে ডিজিটাল কফিনে।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

আব্বাস কিয়ারোস্তামির সিনেমার কাব্যময় বাস্তবতা নিয়ে লেখালেখি হয় প্রচুর। ঠিক এভাবেই আলোচনায় আসে আসগর ফারহাদির মানবিক দিক বা পারিবারিক সংঘাত। জাফর পানাহির রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভাবনার স্বতঃস্ফূর্ততা। মজিদ মজিদির শ্রমিক শ্রেণি ও শিশুদের নিয়ে নিওরিয়ালিজমের কাব্য ভাবনা।

ইরানের বিশ্বকাঁপানো এই চিত্র পরিচালকরা সবাই মিলে একটি ছবি বানাতে চাইলেও এমন দৃশ্য কল্পনা করতে পারবেন না। ইরান এখন যা দেখছে বাস্তবে। গোলাপের দেশ ভেসে যাচ্ছে রক্তে, বারুদের গন্ধে। সাম্প্রতিক ইরানের যে কয়েকটা ভিডিও বিশ্বজুড়ে ভাইরাল, তার কয়েকটা দেখলে শিউরে উঠতে হয় বারবার। মনে হবে চারপাশের বিশ্ব সংসার সম্পূর্ণ অনিত্য। আমি এসে দাঁড়িয়ে রয়েছি এক অচেনা পৃথিবীর অভ্যন্তরে।

ডিজিটাল মর্গ বলে শুনেছেন কিছু? অজস্র স্বজনহারা মানুষ একটি লাশকাটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনের সন্ধানে। কান্নায় ভরে গিয়েছে চারপাশের আকাশ। অথচ মৃতদের সরাসরি দেখার কোনও উপায় নেই। এত কাছে, শেষবারের জন্য ছোঁয়ারও আইন নেই। বড় পর্দায় মৃতদের ছবি দেখে বলতে হবে, ওটাই কি তোমার সবচেয়ে প্রিয়জন, যে হারিয়ে গিয়েছে চিরকালের জন্য?

হারানো স্বজনকে চিনতে পারলে আবার অন্য সমস্যা। তাদের বাড়ি নিয়ে যাওয়া কঠিন। প্রথমত, আত্মীয়দের কাছে অর্থ চাওয়া হবে। দ্বিতীয়ত, মানুষ যে পছন্দের জায়গায় তাঁকে কবর দিতে পারবে, তা নয়। পিছন পিছন তাড়া করবে মিলিটারি। তৃতীয়ত, কোনওমতে দ্রুত তাকে কবর দিতে বলা হবে। সেই কবর বেশিদিন থাকা কঠিন।

সোজা কথায়, সরকারি বিক্ষোভে মৃত মানুষের শেষকৃত্য করার পর্যন্ত উপায় নেই। ইরানের মৌলবাদী সরকার তা করতে দেবে না সহজে। বিস্ফোরক ইরানে অনেক শহরেই এখন এইরকম ব্যবস্থা। জল নেই, বিদ্যুৎ নেই, ইন্টারনেট নেই সে দেশে। বহু বছর ধরে সেখানকার লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণের ভয়ে ইউরোপে পালিয়ে গিয়েছেন অনেক আত্মীয়কে ফেলে রেখে। তাঁরা এতদিন অন্তত খোঁজখবর পেতেন কাছের মানুষগুলোর। এখন সরকার ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়ায় বিদেশে পালিয়ে যাওয়া ইরানিরাও তীব্র সংকটে।

তাঁদের কাছের মানুষগুলো আদৌ বেঁচে আছেন কি না, সেটা তাঁরা জানতে পারছেন একবারেই। যখন ইরানি আত্মীয়-স্বজন ইরাকের সীমান্তের কাছাকাছি শহর বা গ্রামে গিয়ে নেটের অস্তিত্ব পাচ্ছেন কিছুটা। ফোন করছেন। বলছেন, অমুকে চিরকালের জন্য হারিয়ে গিয়েছে।

তিন বছর আগে হিজাব বিরোধী বিক্ষোভে নেমে গ্রেপ্তার হন ২২ বছরের তরুণী মহসা আমিনি। জেলে থাকার সময় তাঁকে মেরে ফেলে পুলিশ। সেই সময় যেভাবে জনস্রোত বিক্ষোভে নেমেছিল, তা ইরানে ১৯৭৯ সালে ইসলামিক বিপ্লবের পর আর দেখা যায়নি। তবে সাম্প্রতিক বিক্ষোভ সব অতীতকে ছাপিয়ে গিয়েছে।

আগের বিক্ষোভ ছিল একান্তভাবেই শুধু মহিলাদের। সেখানে সঙ্গী হয়েছিল জেন জেড। এবার বিক্ষোভ শুরুই হয়েছে ব্যবসায়ীদের হাত ধরে।

আজকের ইরান ঠিক কী জায়গায়? নেটহীন দেশের আসল খবর সবসময়ই পাওয়া মুশকিল। বিবিসি, সিএনএন-এর মতো পশ্চিমী ওয়েবসাইটগুলো দেখলে একরকম খবর মিলছে। আল জাজিরার মতো পশ্চিম এশিয়ার নামী ওয়েবসাইট দেখলে আবার অন্য খবর। মৃত আর ধৃতদের সংখ্যা ফারাক হয়ে যাচ্ছে বিস্তর। এবং বিভ্রান্তিও বিস্তর।

আমরা যে মৃতদের খবর জানছি তা মূলত আমেরিকার এক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট নিউজ এজেন্সির (এইচআরএএনএ) মাধ্যমে। বুধবার পর্যন্ত তাদের হিসেবে ইরানে লোক মারা গিয়েছে ২৬১৫। ইরানের সরকার আবার বলছে সংখ্যাটা অনেক বেশি করে দেখানো হচ্ছে। ইরানের সরকারি টিভির রিপোর্ট সত্যি ধরলে সংখ্যাটা তিনশোর কাছাকাছি। এত ফারাক হয় কী করে?

শুধু সংখ্যার হিসেব তো নয়, ইরানের পরিস্থিতি নিয়ে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হুমকি সংক্রান্ত খবরও পালটে যাচ্ছে একেক জায়গায়। পশ্চিম মিডিয়ায় বলা হচ্ছে, ট্রাম্প ইরানকে হুমকি দিয়েছেন, হত্যালীলা না থামালে ইরানকে আক্রমণ করবে আমেরিকা। সৌদি আরব, কাতার, তুরস্ক এবং ওমান মিলে আমেরিকাকে অনুরোধ করেছে ইরানে হস্তক্ষেপ না করতে। এই খবরটাই আবার যখন পশ্চিম এশিয়ার অধিকাংশ খবরের কাগজে বেরোচ্ছে, ‘অনুরোধ’টা হয়ে উঠছে ‘হুংকার’!

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন অবশ্য, আলি খামেনেইয়ের এই দীর্ঘদিনের লোহার দুর্গ ভেঙে পড়ার মুখে কীভাবে? খামেনেইকে এখানে অনেকে ভুল করে ডাকেন খোমেইনি। খোমেইনি ছিলেন ইরানের মুসলিম বিপ্লবের নায়ক, দেশের প্রথম শীর্ষ নেতা। তিনি ইরানকে মুসলিম রাষ্ট্র করেছিলেন শাহ জমানাকে ভেঙে দিয়ে। খোমেইনির মৃত্যুর পর ১৯৮৯ সালে সেই দায়িত্বে আসেন খামেনেই। ৩৬ বছর রাজত্ব চলছে তাঁর। পশ্চিম এশিয়ায় তাঁর চেয়ে দীর্ঘদিন শাসন কেউ করেননি।

খামেনেই আর খোমেইনির ছবি দেখতে পাওয়া যায় লখনউয়ের বিখ্যাত ভুলভুলাইয়ায়। গেটের মুখে লাগানো। গোটা বিশ্বের শিয়া মুসলিমদের কাছে তাঁরা ঈশ্বরের মতো। বলা হয়, দুজনের মধ্যে খামেনেই দারুণ ট্যাক্টিশিয়ান। পূর্বসূরির ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েছেন অনেক। জানেন, কী করে বিরোধীদের চাপে রাখতে হয়। প্রত্যেকটা পদক্ষেপের পেছনে থাকে নিখুঁত সমীকরণ। যা খোমেইনির ছিল না।

প্রথমজন বরং একটু নমনীয় ছিলেন, দ্বিতীয়জন বেশ গোঁড়া। খোমেইনি মহিলাদের ভোটদানের ব্যাপারে ছাড় দিতে রাজি ছিলেন। খামেনেইয়ের আমলে অতটা স্বাধীনতা পাননি মহিলারা। সেই ক্ষোভ বিস্ফোরণ হয়ে ফেটে পড়েছে অনেকদিন পর। ১৯৮৮ সালে প্রথমজন তাঁর শিষ্যের সমালোচনাই করেছিলেন প্রকাশ্যে, শারিয়া আইন নিয়ে মন্তব্যের জন্য। তবে শেষপর্যন্ত তাঁকেই বেছে নিয়েছিলেন উত্তরসূরি হিসেবে।

আজকে ইরানের বিদ্রোহটা মূলত খামেনেই রাজের বিরুদ্ধেই। রাজনৈতিক ইস্যু ধরলে চারটি কারণ বলা যায়। ১) একনায়কতন্ত্র ২) রাজনৈতিক দুর্নীতি ৩) মানবাধিকার লঙ্ঘন করা ৪) ইন্টারনেট বন্ধ করে লোকের বলার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া।

অর্থনৈতিক দিক দিয়েও মানুষের ক্ষোভের কারণ অনেক। ১) জিনিসপত্রের দাম লাগামহীন বেড়ে যাওয়া। ২) মুদ্রাস্ফীতি। ৩) জল এবং বিদ্যুতের হাহাকার। ৪) অর্থনীতির দিক দিয়ে একেবারে ফোঁপড়া হয়ে যাওয়া দেশ।

পশ্চিমী দুনিয়ার খবর বিশ্বাস করলে ইরানের ১৮০টা শহরে বিক্ষোভ চলছে। ৫১২টা জায়গায়। বিক্ষোভকারীদের অধিকাংশেরই দাবি, খামেনেইকে সরিয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে ইরানের ক্রাউন প্রিন্স রেজা পাহলভিকে। ৪৬ বছর ধরে যিনি নির্বাসিত। কতটা আতঙ্কিত ও বীতশ্রদ্ধ হলে আজকের দিনে লোকে আবার রাজতন্ত্রকে আঁকড়ে ধরতে চায়, সেটা ভাবলে অবাক লাগে।

এই ভদ্রলোকের কথা শুনলে অনেকেরই মনে পড়বে শেখ হাসিনার কথা। আমাদের সীমান্তের ওপারে হাসিনা যেমন নির্বাসিত, বাইরে থেকে বার্তা দিয়ে চলেছেন দেশবাসীকে, রেজা পাহলভির এক দশা। আমেরিকা থেকে বার্তা দিয়ে চলেছেন সমর্থকদের এবং আশায় আছেন ট্রাম্প কিছু একটা করবেন।

এভাবে কতটা কী হবে, যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে অবশ্য। বরং হিতে বিপরীতই হতে পারে। শাহ এখন চেষ্টায় আমেরিকার পাশাপাশি ইজরায়েলকেও রসেবশে রাখতে। দু’দিন আগেই দেখি তিনি বলেছেন, আমরা ক্ষমতায় ফিরলে প্রথমেই স্বীকৃতি দেব ইজরায়েলকে। এমন সব কথাবার্তা আরব দুনিয়ার পছন্দ হওয়ার নয়। যতই শিয়া-সুন্নির টানাপোড়েনে ইরান কিছুটা এক ঘরে হোক পশ্চিম এশিয়ায়।

যে কোনও নেতাই দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকলে তাদের ক্ষতবিক্ষত মুখ বেরিয়ে পড়বে। বেরিয়ে পড়বে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের রক্তপাত, জনতার ক্রোধ। এভাবেই সিংহাসন থেকে চলে গিয়েছেন ইরানের চিরশত্রু সাদ্দাম হোসেন, বন্ধু সিরিয়ার বাশার আল-আশাদ, লিবিয়ার গদ্দাফি। এখন আফগানিস্তানে তালিবানদের সর্বোচ্চ নেতা হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা বলছেন, ‘নিজেদের মতবিরোধের জন্য আমাদের ডুবতে হতে পারে।’

ইরানের বিশ্বখ্যাত পরিচালক জাফর পানাহি তাঁর শেষ ছবিটি তৈরি করেছেন ইরানের ভিতরে, একেবারে গোপনে। ওখানে ওই রকম ভয়ংকর পরিস্থিতিতেও ভাগ্যিস কোনও স্বরূপ বিশ্বাস নেই যে দাদাগিরি দেখিয়ে সিনেমা তৈরি বন্ধ করবেন! বারকয়েক গ্রেপ্তার হওয়া পানাহির ছবির নাম ‘ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট’, যার জন্য নিউ ইয়র্কে পুরস্কার পেয়ে তিনি উৎসর্গ করেছেন প্রতিবাদীদের।

ইরানে যা বর্বরতা চলছে, তা মোটেই একটা ‘অ্যাক্সিডেন্ট’ নয়। এটা একেবারে চরম বাস্তব। ইরান এক বিষাদসিন্ধু, যেখানে মৃতদের কোনও শেষকৃত্য নেই। তার মধ্যেই চলছে প্রতিবাদ। যার একটা ছবি মনে পড়ছে। এক তরুণী দাঁড়িয়ে তেহরানের রাস্তার মোড়ে। হিজাব নেই, বোরখা নেই। তার একটি হাতে ধরা খোমেনেইয়ের ছবির পোস্টার। মুখে কোনও কথা নেই, তরুণী ওই ছবিতে শুধু আগুন ধরিয়ে দেয় এককোণে। স্লোগান দেয় না কোনও। শুধু ওই আগুনের শিখা দিয়ে ঠোঁটে ধরা সিগারেটে আগুন ধরায়। দেখে, কীভাবে ধীরে ধীরে পুড়ে যাচ্ছে খামেনেইয়ের পোস্টার। নীরবে।

বসরাইয়ের বিখ্যাত গোলাপ চাই না হাতে। তেহরান, ইস্ফাহান, মাশাদ, শিরাজ শহরের রাজপথে এমন আগুনই চাই নতুন প্রজন্মের।

আজ

১৯৪৫

কবি ও চিত্রনাট্যকার জাভেদ আখতারের জন্ম আজকের দিনে।

২০১০

আজকের দিনে বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু প্রয়াত হন।

আলোচিত

আমি মুসলিম হয়েও ‘রামায়ণ’ ছবিতে সুর দিয়েছি। আমার পড়াশোনা ব্রাহ্মণ স্কুলে। তাই রামায়ণ, মহাভারত জানি। এই মহাকাব্যগুলো উচ্চতর আদর্শের কথা বলে। মানুষ তর্ক করতেই পারেন, কিন্তু আমি সমস্ত ভালো জিনিসের মূল্য দিই। নবিও বলেছেন, জ্ঞান যে কোনও জায়গা থেকে পাওয়া যায়।

– এআর রহমান

ভাইরাল/১

সমস্ত ক্ষেত্রে ছেলেদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছেন মেয়েরা। এই যেমন, হিমাচলপ্রদেশের নেহা ঠাকুর পেল্লাই ট্রাক নিয়ে দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত করেন। ভয়ডরের লেশমাত্র নেই। তাঁর দৈনন্দিন ‘ট্রাক-যাপন’ তুলে ধরেন সামাজিক মাধ্যমেও।

ভাইরাল/২

সঠিক সময়ে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে দিল্লির এক বৃদ্ধার প্রাণ বাঁচাল ই-কমার্স সংস্থা ব্লিংকিট-এর অ্যাম্বুল্যান্স। বৃদ্ধার নাতি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, অ্যাম্বুল্যান্সের সঙ্গে দুজন নার্স বাড়িতে এসে প্রথমে প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। নেটিজেনরা সংস্থার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন।

জনমন
জনমত

পুরোনো বাড়িগুলোকে বাঁচতে দেওয়া হোক

প্রাচীন বাড়িগুলো আর নেই। তাদের জায়গায় গড়ে উঠছে একের পর এক বিশাল অট্টালিকা। আমাদের পাড়ার বহু স্মৃতিবহ, জনপ্রিয় একটি বাড়িও সম্প্রতি ভেঙে ফেলা হয়েছে, সেখানেই শিগগিরই মাথা তুলবে বহুতল আবাসন।

যে বাড়িগুলোতে আমরা বছরের পর বছর ধরে থেকেছি, চারপাশে ঘর, মাঝখানে উঠোন, আলো-হাওয়ার মুক্ত ছোঁয়া- সেসব ছেড়ে আমাদের যেতে হচ্ছে চার দেওয়ালের বন্দিজীবনে। মানুষ যেন একাকিত্বের ভয়ে কিংবা আধুনিকতার মোহে, নিজের বহু বছর আগলে রাখা পৈতৃক বাড়িগুলো তুলে দিচ্ছে অন্যের হাতে। আর তার ফলেই জন্ম নিচ্ছে সারিসারি বহুতল অট্টালিকা।

কিন্তু এই উন্নয়নের দৌড়ে আমরা কি হারিয়ে ফেলছি আমাদের শিকড়? বড় বড় অট্টালিকার আড়ালে চাপা পড়ে যাচ্ছে পুরোনো দিনের বাড়িগুলো- যেগুলো আজ কেবল সোশ্যাল মিডিয়ার ছবি বা পুরোনো খবরের কাগজের পাতায় স্মৃতি হয়ে বেঁচে আছে।

এই বাড়িগুলো যেন শুধু ছবি হয়ে ফিরে না আসে। পরবর্তী প্রজন্ম যেন ইট-কংক্রিটের ভিড়ে দাঁড়িয়ে কেবল গল্প না শোনে, নিজের চোখে দেখতে পায় পুরোনো দিনের জীবনের ঝলক।

তাই বলি- বাঁচতে দাও পুরোনো বাড়িগুলোকে/বাঁচতে দাও আমাদের স্মৃতি, আমাদের ইতিহাসকে।

অভীক দত্ত, জলপাইগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই–মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

–ঃ ঠিকানা ঃ–
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১

ই–মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

চাকরিপ্রার্থী নয়, এখন লক্ষ্য চাকরিদাতা

মধ্যবিত্তের ‘সরকারি চাকরি’র স্বপ্নে কি ফাটল ধরল? চাকরির লাইনে দাঁড়ানো নয়, দেশ এখন চাকরি তৈরির পথে।

পীযূষ গোয়েল

- এআই

একটা সময় ছিল যখন ভালো ছাত্র মানেই ছিল—হয় ডাক্তার, নয় ইঞ্জিনিয়ার, আর নিদেনপক্ষে সরকারি অফিসের বড়বাবু। বাবা-মায়েরাও এর বাইরে কিছু ভাবতে ভয় পেতেন। ‘ব্যবসা’ বা ‘উদ্যোগ’ শব্দগুলো মধ্যবিত্ত ড্রয়িংরুমে খুব একটা জাতে উঠত না। কিন্তু হাওয়া বদলাচ্ছে এবং সেই বদলটা এতটাই জোরালো যে খোদ আন্তর্জাতিক দুনিয়াও নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হয়েছে। স্টার্টআপ ইন্ডিয়া উদ্যোগের হাত ধরে ভারতে এক নতুন অর্থনীতির জন্ম হচ্ছে, যেখানে তরুণ প্রজন্ম আর ‘চাকরিপ্রার্থী’ নয়, বরং ‘চাকরিদাতা’ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে ‘বিকশিত ভারত’-এর যে স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে, তার আসল কারিগর কিন্তু এই ঝুঁকি নেওয়া তরুণ তুর্কিরাই।

বিশ্বের স্টার্টআপ মানচিত্রে ভারত এখন প্রথম সারির খেলোয়াড়। ২০১৫ সালে লালকেল্লা থেকে যখন স্টার্টআপ ইন্ডিয়ার ঘোষণা করা হয়েছিল, তখন অনেকেই একে নিছক রাজনৈতিক চমক ভেবেছিলেন। কিন্তু এক দশক পর ফিরে তাকালে দেখা যাচ্ছে, দেশের প্রতিটি জেলা ও ব্লকে উদ্যোগের চারাগাছটি মহীরুহে পরিণত হতে শুরু করেছে। ২০১৬ সালে সরকারিভাবে এই প্রকল্পের সূচনার পর থেকে তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি থেকে নির্মাণ—সব ক্ষেত্রেই পুরোনো খোলস ছেড়ে নতুনের আবাহন।

ভারত মানেই শুধু সস্তায় শ্রম—এই তকমা ঝেড়ে ফেলার সময় এসেছে। গত এক দশকে ‘ডিপ টেকনলজি’ এবং উদ্ভাবনে জোর দেওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক উদ্ভাবন সূচকে ভারত ৮১ থেকে একলাফে ৩৮ নম্বরে উঠে এসেছে। ১৬,৪০০-র বেশি নতুন পেটেন্টের জন্য আবেদন জমা পড়েছে। অর্থাৎ ভারতীয় স্টার্টআপগুলো এখন আর বিদেশিদের কপি-পেস্ট করছে না, বরং মৌলিক গবেষণায় মন দিয়েছে। কৃত্রিম মেধা বা এআই (AI) মিশনের হাত ধরে রোবোটিক্স, সেমিকনডাক্টর এবং মহাকাশ প্রযুক্তিতেও ভারতের নাম উজ্জ্বল হচ্ছে।

স্টার্টআপ মানেই কি শুধু বেঙ্গালুরু, মুম্বই বা গুরুগ্রাম? এই ধারণাটা ভাঙাই ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এবং পরিসংখ্যানে স্বস্তির খবর—দেশের প্রায় ৫০ শতাংশ স্টার্টআপ এখন উঠে আসছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির শহরগুলি থেকে। শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ বা কোচবিহারের মতো ছোট শহরের ছেলেমেয়েরাও আজ গ্লোবাল মার্কেটে পাল্লা দেওয়ার সাহস দেখাচ্ছে। ২০১৬ সালে যেখানে মাত্র ৪টি রাজ্যে স্টার্টআপ নীতি ছিল, আজ তা ছড়িয়েছে ৩০টিরও বেশি রাজ্যে। ২ লক্ষেরও বেশি স্বীকৃত স্টার্টআপ আজ ভারতের অর্থনীতির ইঞ্জিনে নতুন জ্বালানি। এর চেয়েও বড় কথা—নারীশক্তির উত্থান। স্বীকৃত স্টার্টআপগুলির ৪৫ শতাংশেই অন্তত একজন মহিলা ডিরেক্টর রয়েছেন।

সরকার এখানে চালক নয়, বরং সহায়কের ভূমিকায়। ‘অ্যাঞ্জেল ট্যাক্স’ বিলোপ করা, কর ছাড়ের সুবিধা দেওয়া এবং লাল ফিতের ফাঁস আলগা করার ফলে অক্সিজেন পেয়েছে নতুন কোম্পানিগুলো। ‘গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস’ বা জেম (GeM) পোর্টালে ৩৫ হাজারেরও বেশি স্টার্টআপ যুক্ত হয়েছে, যারা ৫১ হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্ডার পেয়েছে। অর্থাৎ, সরকারি কেনাকাটায় বড় বড় কর্পোরেটের একচেটিয়া অধিকার ভেঙে ছোটদের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

চ্যালেঞ্জও আছে। বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে হলে ব্রিটেনের বা ইজরায়েলের মতো দেশের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে হবে। ২১টি আন্তর্জাতিক সেতু বা ‘ব্রিজ’ সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে। কিন্তু আসল লড়াইটা মানসিকতার। যে দেশে সরকারি চাকরির জন্য হাহাকার, সেখানে দাঁড়িয়ে এই ‘উদ্যোগী’ হওয়ার মন্ত্র কতটা স্থায়ী হবে, তা সময় বলবে। তবে একটা কথা স্পষ্ট—ভারতীয় যুবসমাজ আর শুধু নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে নেই। তারা ঝুঁকি নিতে শিখেছে। ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি মানেই যে শুধু অন্যের অধীনে কাজ করা নয়, বরং নতুন কিছু তৈরি করা—এই বোধটা জাগছে। এই আত্মবিশ্বাসটুকুই আগামীর ভারতের আসল পুঁজি।

(লেখক কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৪৭

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য ৩। ছোট বাড়ি ৫। বাদামের একটি প্রজাতি ৭। ভারতের প্রাচীন জাতি ৯। বস্ত্রাদিতে মোরগ ফুলের মতো বা পাতার মতো নকশা ১১। গবেষণার জন্য গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণের ঘর ১৪। বজ্র-এর আঞ্চলিক রূপ ১৫। প্রতিদিনের, রোজকার।

উপর-নীচ : ১। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ২। সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্যতম নক্ষত্র ৩। প্রবল সমর্থন ৪। সুতো জড়িয়ে রাখার জন্য কাঠের নাটাই ৬। অতি দুরন্ত বা অশান্ত ৮। মুখ, বর্ণনা, বিবরণ ১০। অন্য কাল বা যুগ, ১১। বসন্তকাল বা বৈশাখ মাস ১২। দেবালয়, উপাসনা গৃহ ১৩। মনসামঙ্গলের গান।

সমাধান ■ ৪৩৪৬

পাশাপাশি : ১। ভাতিজা ৩। নাশ ৫। নামী ৬। চাকলা ৮। উড়ানি ১০। হরজ ১২। ছিদাম ১৪। নাদ ১৫। নীপ ১৬। মরাল।

উপর-নীচ : ১। ভাদ্রবউ ২। জানাজানি ৪। শতক ৭। লাই ৯। লাছি ১০। হরদম ১১। জনবল ১৩। দামিনী।

বিন্দুবিসর্গ

ছোট্ট তারা

মর্নিং স্টার স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী মেহিকা রায় নর্থবেঙ্গল আন্তঃস্কুল স্কলারশিপ কাম ট্যালেন্ট টেস্ট সোসাইটির পরীক্ষায় জলপাইগুড়ি জোনে তৃতীয় হয়েছে।

জিলা স্কুলের উন্নয়নে ১০ লক্ষ

জলপাইগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সাংসদ তহবিল থেকে ১০ লক্ষ টাকা অনুমোদন এসেছে বলে জানিয়েছেন জেলা শাসক শামা পারভিন। শুক্রবার জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বাড়ুই বলেন, 'এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি শুভেচ্ছাবার্তার পাশাপাশি জেলা শাসকের তরফে একটি চিঠি পেয়েছি। মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো শুভেচ্ছাবার্তায় জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের সার্ধশতবর্ষে বিদ্যালয়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকাঠামো উন্নয়নে ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদানের কথা জানান।' পরবর্তীতে স্কুলের সকলের সঙ্গে আলোচনা করে কাজ এগোনো হবে, গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে ছাত্রদের বসে পড়াশোনার জন্য কিছু করার চিন্তাভাবনা রয়েছে বলে জানান প্রধান শিক্ষক।

ব্লাড ব্যাংক

(শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ **জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক**

এ পজিটিভ	–	১
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	১
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	০
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	৪
ও নেগেটিভ	–	০

■ **মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক**

■ **পিআরবিসি**

এ পজিটিভ	–	১
এ নেগেটিভ	–	১
বি পজিটিভ	–	১
বি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	১
ও নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	১
এবি নেগেটিভ	–	০

■ **এফএফপি**

এ পজিটিভ	–	০
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	০
বি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	০
ও নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	০
এবি নেগেটিভ	–	০

■ **প্লেটলেট**

এ পজিটিভ	–	১
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	১
বি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	১
ও নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	১
এবি নেগেটিভ	–	০

মিল্টনের চায়ে তেষ্টা মেটে ব্যবসায়ীদের

ফুটপাথনামা

ফুটপাথেই কেউ করেন দিনযাপন, কেউ বা সেই ফুটপাথ ধরেই ছুটে চলেন পেটের তাগিদে। যেমন শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে বেড়ান পেশায় চা বিক্রেতা মিল্টন মণ্ডল। তাঁর তৈরি চা-ই অধিকাংশ ব্যবসায়ীর পছন্দ। কে কীরকম চা খান সবটা জানেন মিল্টন। তাঁরই কথা সৌরভ দেবের কলমে।

জলপাইগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : দুই হাতে বড় সাইজের দুটি ফ্লাস্ক। সঙ্গে রয়েছে কিছু বিস্কুট। গলায় একটা ব্যাগ। তার মধ্যে রয়েছে আরও একটি ছোট আকারের ফ্লাস্ক। শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে বেড়াচ্ছেন পেশায় চা বিক্রেতা মিল্টন মণ্ডল। কে চিনি ছাড়া লাল চা বা দুধ চা খান, লেবু বিটনুন দিয়ে লাল চা কার পছন্দ সবটাই মিল্টনের নখদর্পণে রয়েছে। শুধু তাই নয়, কোন ব্যবসায়ী ক'টার সময় চা খেতে পছন্দ করেন সেটাও

বিক্রির স্বার্থে মাথায় রাখতে হয় তাঁকে। রকমারি চা বানিয়ে ফ্লাস্কে পুরে শহরের রাস্তায় ঘুরে বিক্রি করে স্ত্রী, ছেলেমেয়ে নিয়ে চারজনের সংসার চালাচ্ছেন মিল্টন।

কিন্তু শহরের বাজার এলাকায় আরও চায়ের দোকান থাকতে মিল্টনের চা কেন খান ব্যবসায়ীদের একাংশ? উত্তরে এক গাল হেসে মিল্টনের উত্তর, 'ব্যবহারই মানুষের পরিচয়। আমাকে সকলে ভালোবাসেন, তাই আমার হাতে বানানো চা সকলের পছন্দ।'

একসময় দিনমজুরের কাজ করতেন শিরীষতলা বিলপাড়া এলাকার বাসিন্দা মিল্টন। কিন্তু প্রতিদিন সেই কাজ মিলত না। পরবর্তীতে শহর সংলগ্ন এলাকার একটি চা বাগানের ফ্যাক্টরিতেও নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করেছেন তিনি। কিন্তু সেখানেও হাজার সমস্যা। সামান্য কিছু হলেই কর্তৃপক্ষের জবাবের মুখে পড়তে হত। কিছুদিন চা ফ্যাক্টরির নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করার পর মিল্টন সেই কাজও ছেড়ে দেন। এরপরই সিদ্ধান্ত নেন চা বিক্রি করবেন তিনি। কিন্তু শহরের বুকে দোকানঘর ভাড়া নিতে হলেও অনেক টাকার প্রয়োজন। সেটাই বা হবে কী করে? এরপর সিদ্ধান্ত নেন চা নিয়ে তিনি পৌঁছে যাবেন ক্রেতাদের কাছে।

গত প্রায় ২০ বছর ধরে এভাবেই শহরের বাজার এলাকায় ব্যবসায়ীদের দোকানে দোকানে চা পৌঁছে দিয়ে রোজগার করছেন তিনি। কথা প্রসঙ্গে জানালেন, দুই ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করছে। স্ত্রী পরিচারিকার কাজ করেন। ব্যবসার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন করতেই মিল্টন জানান, দুটি বড় ফ্লাস্কের এক-একটিতে ৫০ কাপ চা ধরে। বড় ফ্লাস্কের একটিতে দুধ চা এবং অপরটিতে থাকে লাল চা। কিছু খদ্দের রয়েছেন যাঁরা চিনি ছাড়া লাল চা খান, তাদের জন্য ব্যাগে ছোট ফ্লাস্ক রয়েছে। ডিবিসি রোড, দর্জিপাড়া, থানা মোড়, সমাজপাড়া, মার্কেন্ট রোড হেঁটে ঘুরে ঘুরে প্রায় ২০০ কাপ চা বিক্রি করেন। শীতের দিনে বিক্রি কিছুটা বেশি হয়। আগে চা ফুরিয়ে গেলে দুপুরে বাড়ি যেতেন। বর্তমানে দর্জিপাড়া এলাকাতে একটি দোকানের পাশেই চা বানানোর সরঞ্জাম রেখেছেন। ফ্লাস্কের চা শেষ হয়ে গেলে সেখানে গিয়ে পুনরায় বানিয়ে নেন।

মিল্টনের কথায়, 'আমার আগে কোনও মোবাইল ফোন ছিল না। আমি জানতাম কে কখন চা খান। আমি সেইমতো তাঁদের দোকানে পৌঁছে যেতাম। কিন্তু সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে এখন একটা মোবাইল নিয়েছি। তাতে কিছুটা সুবিধেও হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে যদি কারও চায়ের প্রয়োজন হয় তাহলে মোবাইলে ফোন করলেই কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে দিয়ে আসি।'

এভাবেই এক রাস্তা থেকে আরেক রাস্তা ঘুরে জীবনসংগ্রামে লড়ে চলেছেন চা বিক্রেতা মিল্টন।

রক্তশূন্য মাল সুপারস্পেশালিটি

শিবির আয়োজনের উদ্যোগ নেই কারও

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১৬ জানুয়ারি : শুক্রবার ভোররাতে এক মহিলা প্রসবযন্ত্রণা নিয়ে ভর্তি হন মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় সেই মহিলাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। অস্ত্রোপচারের জন্য প্রয়োজন ছিল অন্তত দু'ইউনিট রক্ত। কিন্তু সেই রোগীর পরিবারের কেউ জানেন না রোগীর রক্তের গ্রুপ কী। সময় নষ্ট না করে হাসপাতালের ল্যাবে পাঠানো হয় মহিলার রক্ত। তখন জানা যায় তাঁর 'ও' নেগেটিভ রক্ত। তখন মাত্র এক ইউনিট রক্ত ছিল ব্লাড ব্যাংকে। সেটাই দেওয়া হয় মহিলাকে। আরও এক ইউনিট রক্তের খোঁজ করা হয় অন্যান্য ব্লাড ব্যাংকে। কিন্তু পাওয়া যায়নি। রক্তাদাতাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা হলেও জোগাড় হয়নি রক্ত। তবে হাল ছাড়েননি চিকিৎসকরা। যদিও শেষমেশ বাঁচানো যায়নি ওই মহিলা বা তাঁর সন্তানকে।

শুধু এই একটি ঘটনা নয়, মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্তশূন্যতার জন্য এরকম ঘটনা মাঝেমধ্যেই ঘটছে। এজন্য জনসচেতনতার অভাবকেই দুষছেন অনেকে। তবে ওই ঘটনায় এক চিকিৎসক জানিয়েছেন, ওই মহিলার গর্ভের সন্তান আগেই নষ্ট হয়েছে। তাঁর চার বছরের একটি সন্তান রয়েছে। সেই সন্তান হওয়ার সময় অস্ত্রোপচার হয়েছিল। কিছু পরীক্ষানিরীক্ষাও করা হয়েছিল। সেইসব পরীক্ষার রিপোর্ট যদি তাঁর পরিজন নিয়ে আসতেন তাহলে সুবিধা হত। রক্তের গ্রুপ না জানাতেই রোগীর অবস্থা আরও জটিল হয় বলে তাঁর দাবি।

শুধু ওই মহিলার ঘটনাই নয়, মালবাজারে মাঝেমধ্যেই পথ দুর্ঘটনাও ঘটে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে এলেও অনেক সময় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁদের পাঠাতে হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। রেফারের সময় প্রয়োজন হয় পর্যাপ্ত রক্ত। রোগীর পরিবারের সদস্যরা সচেতন হলে সেই রক্ত সহজেই পাওয়া যায়, তবে অসচেতনদের ক্ষেত্রে সেটাই হয়ে ওঠে বড় চ্যালেঞ্জ। তখন রক্তের জন্য ছুটতে হয় বিভিন্ন ক্লাব কর্তৃপক্ষের কাছে।

- পিআরবিসি 'এ' পজিটিভ, 'এ' নেগেটিভ, 'বি' পজিটিভ, 'ও' পজিটিভ, 'এবি' পজিটিভ রক্ত আছে মাত্র এক ইউনিট
- এফএফপি নেই এক ইউনিটও
- আগামী এক মাসে নেই কোনও রক্তদান শিবির

চিকিৎসকের পাশাপাশি রোগীর প্রাণ বাঁচানোর দায়িত্ব সকলের। রক্তদান গুরুত্বপূর্ণ। রক্তদানে তরুণ সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে।

ডাঃ সৌররঞ্জন বসু
সুপার

স্থানীয় বাসিন্দা অনিন্দিতা রায়ের কথায়, 'রাতে রক্তের প্রয়োজন হলে সেটা জোগাড় করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তারপর অধিকাংশ সময় ব্লাড ব্যাংকে রক্ত থাকে না।'

এই মুহূর্তে মাল হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে পিআরবিসি 'এ' পজিটিভ, 'এ' নেগেটিভ, 'বি' পজিটিভ, 'ও' পজিটিভ, 'এবি' পজিটিভ রক্ত আছে মাত্র এক ইউনিট করে। নেগেটিভ গ্রুপের রক্ত প্রায় শূন্য। এফএফপি নেই এক ইউনিটও। প্লেটলেট পজিটিভ গ্রুপগুলোর আছে মাত্র এক ইউনিট করে। অথচ আগামী এক মাসে নেই কোনও রক্তদান শিবির। কিন্তু দিন-দিন বাড়ছে রক্তের চাহিদা।

মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার ডাঃ সৌররঞ্জন বসুর কথায়, 'চিকিৎসকের পাশাপাশি একজন রোগীর প্রাণ বাঁচানোর দায়িত্ব সকলের। সেজন্যই রক্তদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রক্তদানে তরুণ সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে।'

মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক সূত্রে খবর, স্থানীয় ব্লাড ব্যাংক থাকতেও অনেক সময় বাইরে থেকে এসে রক্ত সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। পরে রক্তের ঘাটতি হলে সেই রক্ত আনতে যেতে হয় বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকে।

এদিকে, ব্লাড ব্যাংকের ইনচার্জ ডাঃ বিশ্বনাথ টুডুর মতে, মাল মহকুমায় যত ক্লাব, সংগঠন আছে সবাই প্রতি মাসে একটি শিবির করলে রক্তের ঘাটতি অনেকটা লাঘব হবে।

রক্তদান করলে যে কত রকমের রোগব্যাধি ঠিক হয় সেটা নিয়ে সরকারিভাবে প্রচার প্রয়োজন বলে মনে করেন তেশিমলা সমাজসেবী সংস্থার মহম্মদ মানিক। তবে সচেতনতা প্রচার নিয়ে ভাবতে হবে প্রশাসনকে।

করলাকে বাঁচাতে উদ্যোগ

জলপাইগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : করলা নদীর দূষণ রোধ করতে উদ্যোগী হল জলপাইগুড়ি পুরসভা। শহরের মধ্যে করলা নদীর ওপর ব্রিজ থেকে যাতে কেউ আবর্জনা ফেলতে না পারে তার জন্য প্রতিটি সেতুর রেলিং বরাবর লোহার নেট লাগানোর কাজ শুরু হল। শুক্রবার পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় নিজে উপস্থিত থেকে সেতুতে নেট লাগানোর কাজের সূচনা করেন।

সৈকত বলেন, 'আমরা মূলত লক্ষ করেছি, এক শ্রেণির মানুষ নদীটাকে তাঁদের আবর্জনা ফেলার জায়গা বানিয়ে ফেলেছেন। ব্রিজের ওপর থেকে আবর্জনা নদীতে ফেলা হচ্ছে। নদীতে আবর্জনা ফেলা বন্ধ করতে এবার আমরা প্রতিটি সেতুর রেলিং বরাবর লোহার নেট লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেই কাজ আজ থেকে শুরু হল। দিনবাজার মাছ বাজারে যে দিক দিয়ে নদীতে থার্মোকলের বাক্স ফেলা হয়, সেখানেও লোহার নেট লাগাব।'

দিনবাজার সেতু হোক বা মাছ বাজারের পেছনের দিক, করলা নদীর সামনে গেলেই পরিষ্কার হবে যে নদীর পাড় কার্যত ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে। সেইসঙ্গে

দিনবাজারের করলা সেতুর রেলিংয়ে নেট লাগানো হচ্ছে।

করলা নদীর জলে অনবরত ভেসে চলেছে বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা। দিনবাজারের সেতুর নীচের অবস্থা সব থেকে খারাপ। আবর্জনার স্তূপে গত এক বছরে একাধিকবার আগুন লেগেছে। ব্রিজের ওপর থেকেই নদীর পাড়ে আবর্জনা ফেলা হয়। এর আগে একাধিকবার আবর্জনা ফেলা বন্ধ করা নিয়ে চেষ্টা করে বিফল হয়েছে পুরসভা। অবশেষে আবর্জনা ফেলা বন্ধ করতে সেতুর রেলিংয়ে লোহার নেট লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ।

পুরসভা সূত্রে খবর, শহরের মধ্যে করলা নদীর ওপর থাকা ৫টি সেতুর রেলিং বরাবর লোহার নেট লাগানো হবে। একইভাবে দিনবাজারে মাছ বাজারের পেছনে নদীর পাড় বরাবর লোহার নেট লাগানো হবে।

দিনবাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সভাপতি মলয় সাহা বলেন, 'সেতু থেকে আবর্জনা ফেলা বন্ধ করার ক্ষেত্রে পুরসভার এই উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। করলা নদীকে বাঁচাতে গেলে আবর্জনা ফেলা সবার আগে বন্ধ হওয়া দরকার।'

পরিবেশকর্মী দীপাঞ্জন বক্সী বলেন, 'ব্রিজের ওপর থেকে এক শ্রেণির মানুষ নদীতে আবর্জনা ফেলে, এটা বাস্তব। আমরাও এর আগে এই বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে করলা সেতুর ওপর ফ্লেক্স টাঙিয়েছিলাম। তবে করলা নদীকে আবর্জনামুক্ত করতে পুরসভার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। তবে এটাও ঠিক যে পরিবেশ এবং নদীকে বাঁচাতে হলে সবার আগে মানুষকে সচেতন হতে হবে।'

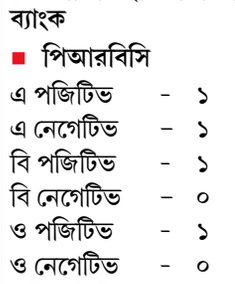

শুধু লেখার জায়গা নয়, লাইব্রেরিও

নতুন প্রজন্মের কবি শঙ্খ, শ্রেয়সী, সৃজিতারা ছাদকে তাঁদের কবিতার জন্য উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের কারও মতে, ছাদেই জন্ম নেয় কবিতা, কারও কাছে ছাদ যেন একটা আস্ত উপন্যাস। আবার কারও কাছে ছাদ যেন জীবন্ত একটা সাবজেক্ট। ছাদে তাঁদের যাপনের গল্প অনীক চৌধুরীর কলমে।

জলপাইগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : মাথার উপরে থাকা ছাদটা শৈশব থেকে কৈশোর হয়ে যৌবনকালে যে কত কিছুর সাক্ষী সেই তালিকা বোধহয় বলে শেষ করা যাবে না। তবে ছাদকে নিজেদের প্রিয় বিষয় অর্থাৎ কবিতার জন্য উৎসর্গ করেছেন পাঁচ কবি। শঙ্খ, শ্রেয়সী, সৃজিতা, সোনালি, অনুভবদের মতো নতুন প্রজন্মের কবিদের কাছে এই ছাদ শুধু তাঁদের লেখনীর জায়গা নয়, লাইব্রেরিও বটে।

পাশাপাশি এই ছাদের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাঁদের নানা গল্পও। যেমন পেশায় ফ্রিল্যান্স ফোটোগ্রাফার ও নেশায় কবি অনুভব দে'র কথায়, 'বাড়ির ছাদের থেকে দেখতে পাওয়া আদালত চত্বর, রহমান হাউস পুকুর এগুলো আমায় আকৃষ্ট করত। সেই থেকেই লেখা শুরু।'

শিক্ষিকা তথা কবি সোনালি সিংহর কাছে ছাদ ছোট্ট একটি শব্দ হলেও এর সীমা কিন্তু দিগন্তহীন। ওঁর কথায়, 'ছাদ আমার কাছে বাড়ির একটা কোণ, যেখানে নিজের সৃষ্টি এবং অন্যের সৃষ্টিকে ঝালিয়ে নেওয়া যায়। এই এক আকাশ ভালোবাসা ও ভালোলাগার ছাদই আমার লেখালেখি ও পড়াশোনার স্থান। আমার কবিতা ও আবৃত্তি সাধনার মন্দির। ছাদেই জন্ম

ছাদে আপন মনে সোনালি।

নেয় কত কবিতা।'

এদিকে কবি সৃজিতা চক্রবর্তীর কাছে ছাদ একটা আস্ত উপন্যাস। ছোটবেলা থেকেই ছাদে যাওয়ার নেশা ভীষণ বেশি ছিল সৃজিতার। ওঁর মা ভয় দেখিয়ে বলতেন, 'ভরদুপুরে ছাদে একা একা ঘুরলে কিন্তু ভূত ধরে।' সত্যিই হয়তো ভূতে ধরেছিল সৃজিতাকে। সৃজিতার কথায়, 'নিজের লেখাগুলো নিয়ে ভাবলে বুঝি অবচেতনে ওই ছাদে বসে অভিনীত গল্পগুলোই পড়ছি। কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে ছাদে বসে দেখা পেটকাটি চাঁদিয়ালের লড়াই কিংবা চাঁদ ফুঁড়ে উড়ে যাওয়া আকাশপ্রদীপ।' স্মৃতিচারণায় বিভোর সৃজিতার ছাদে গেলেই মনে হয়, ছাদ যেন জীবন্ত একটা সাবজেক্ট। শ্যাওলা পড়া, আধপাকা দেওয়াল, জং ধরা টিনের শেড, ডানা ঝাপটানো সবুজ টিয়া- এই সবকিছুই ছাদযাপন থেকে আমদানি, রুল টানা ডায়েরিতে যেগুলো বারবার ফিরে আসে কবিতা-গল্পে।

অন্যদিকে, শ্রেয়সী গুহর কাছে লোক জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে এক চিলতে আনন্দ খুঁজে নেওয়ার জায়গা ছাদ। বললেন, 'বাড়ির পশ্চিমে ছিল একটি পোড়োবাড়ি, আর বাড়িটিকে ঘিরে ছোটখাটো এক বন। সেগুলো আমার ভাবনার জগৎকে কবিতার রূপ দিয়েছিল। এই ছাদে বসেই সূর্যাস্তের রং, ঝিঁঝিপোকার ডাকে যে নীরবতা মিশে ছিল তা চিরকাল ধরে আমার মনন, কল্পনা এবং আমার লেখনীকে পুষ্টিরসে লালনপালন করে চলেছে।'

এই প্রজন্মের আরেক তরুণ কবি শঙ্খ মিত্র ছাদের কোণ থেকে হাত বাড়িয়ে ছোঁয়ার চেষ্টা করতেন নীল আকাশের রূপকথার দেশ। অবলীলায় পৌঁছে যেতেন পাখিদের বাসায়। শঙ্খর কথায়, 'বাড়ির ছাদে উঠলে প্রথমেই আমাকে হাতছানি দেয় এক শান্ত ধীর পুকুর, দারুচিনি বাঁশঝাড়। বিস্তৃত ধানখেত, তারও পরে আবহমানকে সাক্ষী রেখে অনন্তের উদ্দেশে চলে গিয়েছে দীর্ঘ রেললাইন। ছাদ থেকে দেখতে পাই জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে সেই বিস্তৃত মাঠ, পুকুরের আলোকিত জল থেকে লাজুক চাঁদ উঠে এসেছে আমার কবিতার খাতায়। তাই ছাদকে আঁকড়ে ধরতে চাই বারবার।'

রংদার

লুডো লোডিং

লুডো, ক্যারম, তাস থেকে শুরু করে চু কিতকিত কিংবা হাডুডু-একসময় এই খেলাগুলোই ছিল সবার প্রাণ। আজ সেই দিনগুলো ধুলো জমা স্মৃতির মতো ফিকে। তবে এমন নয় যে আমরা খেলাগুলো ভুলে গিয়েছি; বরং বদলে গিয়েছে খেলার ময়দান। এই সমস্ত খেলার বেশিরভাগ প্রাণ খুঁজছে মোবাইলের স্ক্রিনে।

প্রচ্ছদ কাহিনী সন্দীপন নন্দী, হিমি মিত্র রায় ও অপরাজিতা কুণ্ডু
ট্রাভেল ব্লগ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
ছোটগল্প শুভময় সরকার
অণুগল্প মৌসুমি মজুমদার, পঙ্কজকুমার ঝা
কবিতা সুবীর সরকার, চিরঞ্জীব রায়, কিশোর মজুমদার ও অনুভব দে

পৃথিবীর পাঠশালা

নীল আগুনের আগ্নেয়গিরি

আগ্নেয়গিরি মানেই টকটকে লাল লাভা— এই ছবিতেই আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার 'কাওয়াহ ইজেন' আগ্নেয়গিরিতে রাতে গেলে মনে হবে আপনি পৃথিবীর বাইরে অন্য কোনও গ্রহে এসে পড়েছেন। কারণ, সেখান থেকে বের হয় বৈদ্যুতিক নীল রঙের আগুন! আসলে এটি লাভা নয়। এই আগ্নেয়গিরির ফাটল দিয়ে প্রচুর পরিমাণে সালফার বা গন্ধক গ্যাস বের হয়। বাতাসের সংস্পর্শে এসে উচ্চ তাপমাত্রায় সেই গ্যাস দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে এবং উজ্জ্বল নীল শিখা তৈরি করে। সেই তরল সালফার যখন পাহাড় বেয়ে গড়িয়ে নামে, মনে হয় যেন নীল লাভা বইছে। দৃশ্যটি যতটা সুন্দর, ততটাই বিষাক্ত। পর্যটকরা গ্যাস মাস্ক পরে এই অপার্থিব দৃশ্য দেখতে যান, আর স্থানীয় শ্রমিকরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সেখান থেকে সালফার সংগ্রহ করেন।

পায়রা যখন মিসাইল

ড্রোন বা জিপিএস আসার আগে মিসাইল কীভাবে লক্ষ্যভেদ করত? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী বিএফ স্কিনার এক আজব সমাধান দিয়েছিলেন— 'প্রোজেক্ট পিজিয়ন' বা পায়রা চালিত মিসাইল! মিসাইলের সামনের অংশে তিনটি পায়রাকে বসিয়ে রাখা হত। তাদের সামনে একটি স্ক্রিন থাকত যেখানে লক্ষ্যের ছবি দেখানো হত। স্কিনার পায়রাদের শিখিয়েছিলেন স্ক্রিনে টার্গেট দেখলেই ঠোকর মারতে। পায়রা ঠোকর মারলে মিসাইলের দিক সেই অনুযায়ী পরিবর্তিত হত। শুনতে অবিশ্বাস্য এবং হাস্যকর লাগলেও, পরীক্ষায় এটি দারুণ কাজ করেছিল। কিন্তু সেনাবাহিনী শেষমেশ এই প্রোজেক্ট বাতিল করে দেয়, কারণ তারা ভেবেছিল মিসাইলের ভেতরে জ্যান্ত পায়রা ভরে যুদ্ধ করাটা শত্রুপক্ষের কাছে হাসির খোরাক হবে।

শত্রু যখন বন্ধু হল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকান এবং জার্মানরা ছিল একে অপরের জানের দুশমন। কিন্তু যুদ্ধের একেবারে শেষ লগ্নে, ১৯৪৫ সালে অস্ট্রিয়ার 'ক্যাসেল ইটার'-এর যুদ্ধে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, যা সিনেমার চিত্রনাট্যকেও হার মানায়। সেখানে আমেরিকান সৈন্য এবং জার্মান সেনাবাহিনীর সৈন্যরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিল! তাদের প্রতিপক্ষ ছিল হিটলারের অনুগত খুনি বাহিনী 'এসএস'। দুর্গের ভেতরে বন্দি ফরাসি ভিআইপিদের (যাঁদের মধ্যে টেনিস তারকা এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীরা ছিলেন) বাঁচাতে এই দুই শত্রুপক্ষ একজোট হয়েছিল। ইতিহাসে এটিই একমাত্র ঘটনা যেখানে আমেরিকান ও জার্মানরা একই পক্ষে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছে। এই ঘটনাটি প্রমাণ করে, মানবতার খাতিরে যুদ্ধের ময়দানেও অনেক সময় সমীকরণের আমূল বদল ঘটে।

বিশ্বের একলা গাছ

সাহারা মরুভূমির নাইজার অংশে মাইলের পর মাইল কেবল ধু-ধু বালি। তার ঠিক মাঝখানে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল একটিমাত্র অ্যাকাসিয়া গাছ, যার নাম 'ট্রি অফ টেনেরে'। ৪০০ কিলোমিটারের মধ্যে আর কোনও গাছপালা ছিল না। একে বলা হত বিশ্বের নিঃসঙ্গতম গাছ। শত শত বছর ধরে মরুযাত্রীদের কাছে এটি ছিল এক পবিত্র ল্যান্ডমার্ক বা দিকনির্ণয়ের চিহ্ন। কিন্তু ১৯৭৩ সালে এক মাতাল লিবিয়ান ট্রাক ড্রাইভার সেই ফাঁকা মরুভূমির মাঝখানেও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা গিয়ে ওই একমাত্র গাছটিতেই ধাক্কা মারে! শতাব্দীপ্রাচীন গাছটি ভেঙে পড়ে। যে গাছটি প্রকৃতির রুক্ষতা সহ্য করে দিনের পর দিন বেঁচে ছিল, মানুষের মূর্খামির কাছে তাকে শেষমেশ হার মানতে হল। বর্তমানে সেই জায়গায় গাছটির স্মরণে একটি ধাতব ভাস্কর্য বসানো আছে।

সড়ক-রেলপথে অবরোধ, রাজনৈতিক তর্জা

পরিযায়ীর মৃত্যুতে উত্তপ্ত বেলডাঙ্গা

পরাগ মজুমদার

বেলডাঙ্গা, ১৬ জানুয়ারি : অগ্নিগর্ভ বেলডাঙ্গা। টানা ৫ ঘণ্টা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমসিম দশা প্রশাসনের। কোথাও টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তায় বিক্ষোভ। কোথাও রেললাইনে অবরোধ। সেইসঙ্গে ভাঙচুর, আগুন। পরিণামে দীর্ঘসময় বন্ধ হয়ে থাকল উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সড়ক যোগাযোগ। অচল হয়ে গেল শিয়ালদা-লালগোলা শাখায় ট্রেন চলাচল।

শেষপর্যন্ত মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া ও পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। মুর্শিদাবাদের বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক বছর তিরিশের আলাউদ্দিন শেখকে ঝাড়খণ্ডে খুনের অভিযোগের কারণে এই উত্তপ্ত অবস্থা তৈরি হয়। আলাউদ্দিনের দেহ কফিনবন্দি হয়ে আসার পর বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা।

অবরুদ্ধ হওয়ায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের দু'দিকেই কয়েক কিলোমিটারজুড়ে তীব্র যানজট তৈরি হয়। কয়েকশো পণ্যবাহী ট্রাক ও বাস আটকে পড়ায় বিপাকে পড়েন যাত্রীরা। অ্যাম্বুল্যান্সে আটকে পড়েন রোগীরা। বেলডাঙ্গা স্টেশনের কাছে অবরোধ করে ট্রেনের ইঞ্জিনে মৃত শ্রমিকের ছবি ঝুলিয়ে বিক্ষোভ চলে। পরিস্থিতি সামলাতে গিয়ে আক্রান্ত হয় পুলিশ। বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী জখম হন।

নিহত আলাউদ্দিনের পরিবারের অভিযোগ, বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তাঁর দেহ। শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে দমদম বিমানবন্দরে

রাস্তার টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ। শুক্রবার বেলডাঙ্গায়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তি রক্ষার আবেদন জানালেও বিক্ষোভের কারণ যুক্তিসংগত বলে মত দেন। তাঁর কথায়, 'বেলডাঙ্গায় কাদের প্ররোচনা আছে, আপনারা জানেন। কারও প্ররোচনায় পা দেবেন না। শুক্রবার সংখ্যালঘুদের জমায়েত চিরকালই হয়। আমাদের দুর্গাপুজো, শিবরাত্রিতেও হয়। আমি কি বারণ করতে পারি? ওদের ক্ষোভ সংগত।'

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের পালটা বক্তব্য, 'ঝাড়খণ্ডের মতো অবিজেপি রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে। তাহলে ট্রেন অবরোধ করে জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কেন?' শুভেন্দু অধিকারী এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'পশ্চিমবঙ্গে আইনি শাসন নেই। শাসকের আইন প্রতিষ্ঠিত। তার বেনজির দৃষ্টান্ত আবার দেখল পশ্চিমবঙ্গবাসী। মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলব, মানুষকে অশান্তির আগুন ঠেলে দিয়ে রাজনৈতিক রুটি সেঁকা বন্ধ করুন।'

তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ফোনে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে দোষীদের চিহ্নিত করার আবেদন করেন। অশান্তির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী। তিনি বলেন, মুর্শিদাবাদ জেলায় অনেক পরিযায়ী শ্রমিক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করেন। কেউ চুরি-ডাকাতি করেন না। কেন তাঁদের পরিচয়পত্র দেওয়া হচ্ছে না? বাইরে গেলেই বাংলাদেশি বলা হচ্ছে এঁদের।

জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীর অবরোধ তুলে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জানানোর আর্জি জানান। মৃতের মা সোনা বিবি বলেন, 'আমার ছেলের বৌকে চাকরি দিক রাজ্য সরকার। তবে বিক্ষোভকারীদের বলব, কাউকে অসুবিধায় না ফেলে অবরোধ তুলে নিন।' আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী বলেন, 'পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর যেভাবে ভিনরাজ্যে অত্যাচার হচ্ছে, তাতে মানুষ বাধ্য হয়ে রাস্তায় নামছে।'

রাস্তায় ফেলে মার মহিলা সাংবাদিককে

বহরমপুর, ১৬ জানুয়ারি : পেশার টানে খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধকারীদের প্রাণঘাতী হামলার মুখে পড়তে হল সোমা মাইতিকে। একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক সোমা বহরমপুরের বাসিন্দা। শুক্রবার সেই হামলায় গুরুতর জখম হয়েছেন তিনি। হামলার হাত থেকে বাদ যাননি সোমার সঙ্গে থাকা ক্যামেরাম্যান রঞ্জিত মাহাতোও। রাস্তায় ফেলে তাঁদের এলোপাতাড়ি মারধর করে বিক্ষোভকারীরা। হাত, পা সহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে চোট পেয়েছেন। পরবর্তীতে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় সেই দুজনকে।

ঘটনার বেশ কয়েক ঘণ্টা পরেও হতভম্ব ভাব কাটেনি সোমার। নিজের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি এর আগে কখনও হয়েছেন বলে মনে করতে পারেননি সোমা। কাঁদো কাঁদো গলায় নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানাতে গিয়ে বলেন, 'দীর্ঘ বছর ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত। নানা চড়াই উতরাই দেখেছি। তা বলে এমন অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়নি। দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে থেকে কয়েকজন আমাকে টেনে এনে চুল ধরে টানাটানি করে। তারপর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করে। কুৎসিতভাবে স্পর্শ করে। আমার ক্যামেরাম্যানকেও ছাড় দেয়নি ওরা। মেরে ওর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। এই ভয়ানক স্মৃতি ভোলার নয়।'

ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শী আবুজার আলি বলেন, 'প্রায় চার পাঁচশো লোক মিলে ঘিরে ধরেছিল ওই মহিলা সাংবাদিক ও তার সঙ্গে থাকা ক্যামেরাম্যানকে। পরে লাথি মেরে রাস্তায় ফেলে দিয়ে চলে মারধর। আমরা কোনওরকমে ওদের উদ্ধার করি।'

সাতদিনের মধ্যেই চলবে স্লিপার ভলভো

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৬ জানুয়ারি : শুক্রবার শিলিগুড়ি থেকে ভার্চুয়ালি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের পাঁচটি ভলভো স্লিপার বাসের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোট ছয়টি বাস উদ্বোধনের কথা থাকলেও, একটি বাসে গোলযোগ দেখা দেওয়ায় সেটিকে কোচবিহারে কেশব রোড সংলগ্ন এনবিএসটিসি'র বাস টার্মিনাসে নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় জানিয়েছেন, আগামী সাতদিনের মধ্যে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি ও কলকাতা হয়ে দিঘা পর্যন্ত চলাচল করবে ওই বাসগুলি। তিনি বলেন, 'কিছু সরকারি নিয়ম পূরণ করে আগামী ৭ দিনের মধ্যে আমরা বাসগুলি চালানো শুরু করব। প্রাথমিকভাবে ছয়টি বাসের মধ্যে ৫টি বাস আমরা চালাব। একটি বাস রিজার্ভে রাখব।'

উদ্বোধন হলেও সাধারণ মানুষের মনে এখন অনেকগুলি প্রশ্ন। যেমন বাসের টিকিটের দাম কত হবে? কখন ছাড়বে বা কলকাতা বা দিঘায় যেতে কত সময় লাগবে? নিগম সূত্রে খবর, বাসগুলির মধ্যে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি থেকে একটি করে অর্থাৎ মোট তিনটি বাস চালানো হবে। ওই বাসগুলি শিলিগুড়ি হয়ে কলকাতা ও দিঘা যাবে। আর শিলিগুড়ি থেকে বাকি দুটি বাস একইভাবে কলকাতা হয়ে দিঘা যাবে। তবে ভাড়া বা সময়সূচি কোনও কিছুই এখনও চূড়ান্ত না হলেও কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি থেকে বাসগুলি বিকেলের দিকে ছাড়বে বলেই নিগম সূত্রে খবর।

আরও জানা গিয়েছে, কোচবিহার থেকে কলকাতার ভাড়া হতে পারে কমবেশি ২ হাজার টাকা। আর কোচবিহার থেকে দিঘার ভাড়া হবে ২২০০ থেকে ২৪০০ টাকার মধ্যে। প্রতিটি বাসে ৪০টি করে বিছানা রয়েছে। বসতে চাইলে সোফার ব্যবস্থাও রয়েছে। প্রতিটি বিছানার সামনে রয়েছে আলাদা ভিডিও স্ক্রিন, এসির হাওয়া কমবেশি করার বাটন, চার্জার পয়েন্ট সহ বিভিন্ন সুযোগসুবিধা। এনবিএসটিসি'র এমডি দীপঙ্কর পিপলাই জানিয়েছেন, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার থেকে কলকাতা যেতে ১৩-১৪ ঘণ্টা সময় লাগবে। কলকাতা থেকে দিঘা যেতে আরও ৪-৫ ঘণ্টা অতিরিক্ত সময় লাগবে।

বাস উদ্বোধন উপলক্ষ্যে

- আপাতত পাঁচটি স্লিপার ভলভো বাস চলবে, আরেকটি বাসকে রিজার্ভে রাখা হবে
- প্রতিটি বাসে ৪০টি করে সিট সহ বিভিন্ন সুযোগসুবিধা থাকবে
- কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি থেকে ১টি এবং শিলিগুড়ি থেকে দুটি বাস দিঘা যাবে

কোচবিহার বাস টার্মিনাসে পার্থপ্রতিম ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলা শাসক রাজু মিশ্র, পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররা ও প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে কলকাতায় যাওয়ার জন্য ট্রেনের নিশ্চিত টিকিট পাওয়া নিয়ে যাত্রীরা সমস্যায় পড়তেন। এই বাসগুলি চালু হলে হয়রানি অনেকটাই লাঘব হবে বলে নিগমের ধারণা। তবে উদ্বোধনের আগেই একটি বাস খারাপ হয়ে যাওয়ায় ১ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা দামের বাসের মান নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

শহরে গুলিতে ধৃত

প্রথম পাতার পর

যদিও গুলি চালানোর মতো ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কাউকে কীভাবে এত সহজে মুক্তি দেওয়া হল তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

বুধবার রাতে জলপাইগুড়ি শহরের সমাজপাড়ায় গভীর রাতে গুলি চলে। পুলিশ ওই ঘটনার তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার রাতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিযুক্ত ব্যবসায়ীকে কোতোয়ালি থানায় ডাকে। তবে কিছুক্ষণ পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ, সমাজপাড়ার বাসিন্দা ওই ব্যবসায়ী সেই রাতে মদ্যপ অবস্থায় নিজের লাইসেন্সড বন্দুক থেকে গুলি চালিয়েছিলেন। যদিও পুলিশের কাছে সমস্ত ঘটনা স্বীকার করেছেন তিনি। শুক্রবার সকালে পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদের পর সকালেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর আদালতে তাঁকে পেশ করে পুলিশ হেপাজতে নেওয়ার আর্জি জানায়। যদিও আদালতে বিচারকের সামনে অভিযুক্তের পক্ষের আইনজীবী ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জামিনের আবেদন জানান।

দুই পক্ষের যুক্তি শুনে ১০ হাজার টাকা বন্ডে এবং সপ্তাহে একবার করে পুলিশের কাছে হাজিরা দেওয়ার শর্তে অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করেন বিচারক। সরকারি আইনজীবী মৃন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'দু'পক্ষের বক্তব্য শুনে বিচারক ১০ হাজার টাকা বন্ডে এবং সপ্তাহে একদিন করে থানায় হাজিরা দেওয়ার শর্তে অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করেছেন।'

ওই রাতে গুলি চলায় এলাকায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়ির কাচ ফুটো হয়। অন্যদিকে, ওই গাড়ি থেকে কিছুটা দূরে সমাজপাড়া এলাকার একটি কম্পিউটার সেন্টারের কাচের দরজা ফুটো হয়। শহরের বুকে এভাবে গুলি চলায় নিরাপত্তা নিয়ে ওঠে প্রশ্ন। ওই ঘটনার পর পুলিশ তদন্তে নামে। ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করে পুলিশের ফরেন্সিক টিম। সমস্ত নমুনা এবং তথ্য যাচাই করে অভিযুক্ত আনন্দ ঘোষকে পুলিশ থানায় ডেকে পাঠায় বৃহস্পতিবার। নির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে এদিন আনন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযুক্তের বন্ধু তথা ব্যবসায়িক সঙ্গী ও তৃণমূল কিষান খেতমজদুর কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি টাউন সভাপতি ধরম পসোয়ান বলেন, 'সেদিন রাতের সম্পূর্ণ ঘটনা পুলিশ এবং আদালতে জানানো হয়। সবদিক বিচার করে আদালত নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।'

তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীর গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে জেলা বিজেপি সভাপতি শ্যামল রায় বলেন, 'রাজগঞ্জের যে বিডিওর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ থাকার পরেও তিনি বহালতবিয়তে ঘুরে বেড়াতে পারেন, তাহলে তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীর গুলি কাণ্ডে জামিন পাওয়ার বিষয়টি কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।'

বন্দে ভারতে 'হামলা'র ভয়

প্রথম পাতার পর

দোষারোপ করতে শুরু করেন বিজেপি ও তৃণমূল নেতারা। এরপর তদন্তে নেমে ২০২২ সালের ৫ ডিসেম্বর বন্দে ভারতে পাথর ছোড়ার ঘটনায় ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ্যে নিয়ে আসে পূর্ব রেল। মালদা ডিভিশনের তরফে প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা একলব্য চক্রবর্তী একটি ভিডিও এবং একটি স্টিল ছবি প্রকাশ করেছিলেন সেই সময়। যে ছবিতে স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল, কোনও এক নদীর ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে চার কিশোর। তারাই বন্দে ভারত লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে। সেবার ঘটনাটি ঘটেছিল মালদা ডিভিশনের মধ্যে। আর তাই এবার স্লিপার বন্দে ভারতের প্রথম দিনের যাত্রা নিয়ে মালদা ডিভিশনের আধিকারিকরা কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছেন না।

১৭ জানুয়ারি মালদায় আসছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মালদা টাউন স্টেশন থেকে তিনি স্লিপার বন্দে ভারত সহ একাধিক ট্রেনের উদ্বোধন করবেন। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী দুপুর সাড়ে বারোটায় মালদা টাউন স্টেশনে এসে পৌঁছাবেন। প্রথমে তিনি ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা বন্দে ভারত স্লিপারে বসে জেলার ১০ জন খুদে পড়ুয়ার সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন। এছাড়াও স্টেশন চত্বরে ৩০ জন পড়ুয়ার সঙ্গে কথা বলবেন। তারপর বক্তব্য রাখবেন। ঠিক দুপুর পৌনে একটায় নতুন ট্রেনের যাত্রার সূচনা করবেন। এরপর দুপুর একটা বেজে পাঁচ মিনিটে স্টেশন থেকে বেরিয়ে কপ্টারে চেপে সোজা চলে যাবেন সাহাপুর বাইপাসে সেতু সংলগ্ন ময়দানে।

উদ্বোধন আজ

প্রথম পাতার পর

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সহ অন্যান্য বিচারপতি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও খামতি না থাকে সেজন্য হাইকোর্ট এবং জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই নজরদারি চালিয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের চারটি গেটেই এদিন থেকে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সাধারণের প্রবেশ কয়েকদিন আগে থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এদিন যাঁরা ভেতরে কাজ করছেন সিকিউরিটি পাস ছাড়া তাঁরা ঢোকার অনুমতি পাননি।

সকাল থেকেই সার্কিট বেঞ্চের মূল ভবনে আদিবাসী, রাভা, বৈরাতি সহ একাধিক নৃত্যশিল্পীদের দল দেখা গিয়েছে। এই শিল্পীরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আগত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিকে নৃত্যের মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির গাড়ি কোন গেট দিয়ে কোথায় এসে দাঁড়াবে, নৃত্যশিল্পীরা কীভাবে অতিথিদের স্বাগত জানাবেন, প্রধান বিচারপতির গাড়ি সার্কিট বেঞ্চে প্রবেশের পরেই মঞ্চে কীভাবে ঘোষণা হবে, সব নিয়েই এদিন মহড়া চলে। মঞ্চের অনুষ্ঠান শেষ করে অতিথিরা সার্কিট বেঞ্চের নবনির্মিত ভবনের মূল প্রবেশদ্বারের ফিতে কাটবেন। এদিকে, পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী জেলার সমস্ত পুলিশ আধিকারিককে নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন। জলপাইগুড়ি জেলার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী জেলা কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং এবং কালিম্পং থেকেও সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে আসা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে যে পুলিশকর্মীরা সাদা পোশাকে কর্মরত থাকবেন তাঁদের জন্য বিশেষ ড্রেসকোড করা হয়েছে।

শহরের মানুষ ও প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিজেপি এদিন সন্ধ্যায় মিছিল বের করে। অন্যদিকে সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে স্থায়ী ভবনের সামনে টাঙানো তৃণমূল নেতাদের সমস্ত হোর্ডিং পুলিশ খুলে দিয়েছে।

তৃণমূল লিগ্যাল সেল এদিন তড়িঘড়ি জেলা তৃণমূল অফিসে সাংবাদিক বৈঠক ডাকে। লিগ্যাল সেলের সভাপতি গৌতম দাস বলেন, 'স্টেশন রোডে সার্কিট বেঞ্চের অস্থায়ী ভবন নির্মাণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৮০ কোটি টাকা খরচ করেছিলেন। একইভাবে পাহাড়পুরের স্থায়ী ভবন নির্মাণেও রাজ্য সরকার ৫০১ কোটি টাকা খরচ করেছে।' সেলের কার্যনির্বাহী সদস্য সোমনাথ পাল এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কৃতিত্ব দিয়েছেন। বিজেপির লিগ্যাল সেলের সদস্য সৌজিৎ সিংহ সার্কিট বেঞ্চ সংক্রান্ত বিষয়ে জলপাইগুড়ির সাধারণ মানুষকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

সার্কিট বেঞ্চ আন্দোলনের বর্ষীয়ান আইনজীবী কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো নিয়ে কোনও রাজনীতি চান না। উদ্বোধনী পর্ব ভালোয় ভালোয় মিটে এই ভবনে যাতে ভালোভাবে কাজ শুরু হয় সেটাকেই তাঁরা অগ্রাধিকার দিচ্ছেন বলে জানান।

বক্সায় ফের রয়েল বেঙ্গলের দর্শন

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জানুয়ারি : বক্সায় আবার বাঘের দেখা মিলল। বক্সা টাইগার রিজার্ভে পাতা ট্র্যাপ ক্যামেরায় রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছবি পাওয়া গিয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত আটটা উনিশে ট্র্যাপ ক্যামেরায় ওই বাঘের ছবি পাওয়া গিয়েছে। শুক্রবার সেটা নজরে আসে বনকর্তাদের। এই খবর সামনে আসতেই বক্সা বাঘবনের কর্তাদের মধ্যে খুশির আমেজ। ২০২৩ সালের পর আবার বক্সায় বাঘের দেখা পাওয়া গেল। এদিন এ বিষয়ে বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি (পশ্চিম) হরিকৃষ্ণন পিজে বলেন, 'বক্সার জঙ্গলে যে বাঘের থাকার পরিবেশ রয়েছে সেটা আবার প্রমাণ হল। কয়েক বছর ধরে জঙ্গলে বাঘের বিচরণভূমি তৈরির কাজ চলছে। সেটারই সুফল মিলেছে।' শেষবার ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বাঘের ছবি ধরা পড়ে ক্যামেরায়। আর তার আগে ২০২১ সালে একইরকমভাবে ছবি পাওয়া যায়।

তথ্য : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী ও অভিজিৎ ঘোষ

বক্সায় বাঘ। ট্র্যাপ ক্যামেরায় বন্দি।

অনটনে চা শ্রমিক, শুনুন শুধু পাঁচালি

প্রথম পাতার পর

তাহলে শ্রমিকরা কি পেটে খিল দিয়ে থাকবেন? প্রশ্নটা ডুয়ার্স উৎসবে কেউ তুললেন না পাছে সুখী জীবনের ছবি তুলে ধরার চেষ্টাটায় ছন্দপতন ঘটে।

ডুয়ার্স উৎসব সরকারি কর্মসূচি নয় বটে, কিন্তু সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ্যের শাসকদলের নেতাদের উদ্যোগে হয়ে থাকে। ডুয়ার্স উৎসব আয়োজনের ভাবনার পিছনে ছিল ডুয়ার্সের সংস্কৃতি, জীবন, প্রকৃতি, পর্যটন সম্ভাবনা তুলে ধরা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীগুলির সংস্কৃতি সংরক্ষণ। চা শিল্প ও চা শ্রমিকদের সমস্যাও সেই ডুয়ার্সের অংশ। ভুখা শ্রমিকদের হাহাকারের পাশে বহিরাগত শিল্পীদের এনে জলসার আয়োজন কি অমানবিক মনে হল না? কোন ডুয়ার্সকে তুলে ধরা হল উৎসবে? অনটনক্লিষ্ট চা শ্রমিকরা কি ডুয়ার্সের বাইরের? উৎসবের অন্যতম শিল্পী ইমন চক্রবর্তীকে দিয়ে রাজ্য সরকার উন্নয়নের পাঁচালি রেকর্ড করিয়েছে সম্প্রতি। সেই পাঁচালিতে কিন্তু বন্ধ বাগান নেই। চা শ্রমিকের অনটন নেই। জীবন কত সুন্দর দেখানোর জন্য চারদিকে আরও নানা আয়োজন। মেলা-খেলা-উৎসব। কোথাও নেই শুধু চা শিল্পের অন্ধকার দিকের ছবি। যতটা আড়ালে রাখা যায়, ততই না ভালো। তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু চা শ্রমিকের সমস্যা শুনতে এসেছিলেন গত মাসে। বললেন বেশি, মঞ্চে শুনলেন মাত্র সাতজনের কথা। তারপর আশ্বাস দিলেন। তবে শর্তসাপেক্ষ আশ্বাস- আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করুন। তারপর আপনাদের মজুরি বাড়বে। যদি পালটা প্রশ্ন করি, ১৫ বছর ক্ষমতায় থেকে কেন আপনার সরকার মজুরি বাড়াল না? উত্তরটা স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের কাছে নেই।

অথচ অভিষেকের সফর ও সভার রাজকীয় আয়োজনে ও নিরাপত্তার বহরে লক্ষ লক্ষ টাকা মুড়িমুড়কির মতো খরচ হয়ে গেল। শিলিগুড়ির অদূরে মাটিগাড়ায় মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্দির প্রতিষ্ঠায় খরচ ধরা হয়েছে ৩৪০ কোটি টাকা। টাকা নেই শুধু বাগানগুলির অচলাবস্থা কাটানোর, শ্রমিক পরিবারগুলিকে অনটন থেকে মুক্ত করার।

এসব নিয়ে উচ্চবাচ্যের বদলে সব দলের কথা এখন মিশছে দুটি স্রোত- ভোট আর এসআইআর-এ। তাও যতটুকু দলীয় স্বার্থে প্রয়োজন ততটুকুই। নির্বাচন কমিশন সদ্য নিয়ম করেছে, আগে নির্ধারিত নথিগুলির কোনওটা না থাকলেও চলবে চা শ্রমিকদের। বাগানে তাঁদের কাজের রেকর্ড দেখালেই ভোটার তালিকায় নাম তুলতে আর অসুবিধা হবে না। কিন্তু নিয়মই সার। অনেক বাগানের শ্রমিকরা সেই খবর জানেনই না। ফলে হয়রানির অন্ত নেই। অথচ কমিশনের এই নিয়মের কৃতিত্ব দাবি করে বিবৃতি দিচ্ছেন বিজেপি নেতারা। চা বাগানের প্রতি রাজনৈতিক দলগুলির উদাসীনতা কতটা, সেটার উদাহরণ যেন কমিশনের নিয়ম প্রচারে তেমন আগ্রহ না থাকাটা। বীরপাড়ার কাছে লঙ্কাপাড়া বাগান ২০১৫ থেকে বন্ধ। রামঝোরা অচল দু'বছরেরও বেশি। নামে মধু, বাস্তবে জীবনের কোনও মিষ্টত্ব নেই হাসিমারার কাছে মধু চা বাগানে। অতীতে নামী বাঙালি চা শিল্পগোষ্ঠী রায় গ্রুপের মালিকানার বাগানটি এহাত ওহাত হয়ে বন্ধ হয়ে আছে গত মে মাস থেকে।

পাশেই হাসিমারায় বায়ুসেনার ছাউনিতে নানারকম কাজে দিনমজুরি না থাকলে এতদিনে হয়তো শ্রমিক পরিবারগুলি না খেয়ে মরে যেত। আরেক পুরোনো নামী সংস্থা বক্সা ডুয়ার্স টি কোম্পানির কালচিনি ও রায়মাটাং বাগান কয়েকবার মালিকানা বদলের পর এখন বন্ধ। গত বছরের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বামনডাঙ্গা-টন্ডুর কঙ্কালসার হয়ে যাওয়া সবার জানা। কিন্তু কতজন জানেন, বামনডাঙ্গা-টন্ডু বাগানটাও অচল হয়ে পড়ে আছে।

রেডব্যাংক, সুরেন্দ্রনগর, ধরণীপুর বাগানগুলি দীর্ঘদিন থেকে চা শিল্পের হতশ্রী চেহারাটার মডেল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই অচলাবস্থায় কিন্তু শুধু সংশ্লিষ্ট বাগানগুলির শ্রমিকদের ধাক্কা নয়। সার্বিকভাবে উত্তরবঙ্গের অন্তত চার জেলার অর্থনীতি মার খায়। এমনিতে উত্তরবঙ্গে শিল্প বলে কিছু নেই। তার ওপর একের পর এক বাগান বন্ধের পাশাপাশি কম উৎপাদন, চায়ের উপযুক্ত দাম না পাওয়ার সমস্যা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে চা শিল্পকে।

গয়েরকাটার ওই শিক্ষক বলছিলেন, 'লক্ষণ ভালো দেখছি না। আপনারা সাংবাদিকরা বেশি করে তুলে না ধরলে কারও নজর পড়বে না।' সংবাদপত্রে লেখা হচ্ছে না বলা ভুল। তবে বাগান মালিক বা সরকারের অবস্থা এখন- কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো।

স্বপ্নার উপস্থিতিতে জল্পনা

প্রথম পাতার পর

একটু পরে মাইকে স্বপ্নাকে মঞ্চে ডেকে নেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বপ্না এসে খাদা পরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে নমস্কার করেন। মমতাও স্বপ্নাকে শাল পরিয়ে দেন। তাঁদের মধ্যে মঞ্চে কিছু কথাবার্তা হয়।

এতেই জল্পনা উসকে উঠেছে। স্বপ্না অবশ্য পরে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আমাকে আশীর্বাদ করলেন। আরও ভালোভাবে সমাজের জন্য কাজ করার কথা বললেন। আরও অনেক কথা হয়েছে, সেসব এখন বলছি না।' কী কথা স্বপ্না বলতে চাইলেন না- যাবতীয় জল্পনা এখন তা নিয়ে। এটুকু বাদ দিলে শিলান্যাসের অনুষ্ঠান পুরোটাই ছিল মন্দিরকেন্দ্রিক।

মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, 'চাঁদমণির ১৭.৪১ একর জমিতে এই মন্দির হবে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মহাকাল মন্দির। এখানে বিশ্বের উচ্চতম মহাকালমূর্তি তৈরি হবে। যার মোট উচ্চতা হবে ২১৬ ফুট। এর মধ্যে শুধু ব্রোঞ্জের তৈরি মূর্তির উচ্চতা হবে ১০৮ ফুট এবং যে ভিতের ওপরে মূর্তি বসানো হবে, সেটি হবে ১০৮ ফুট দীর্ঘ। প্রতিদিন এখানে এক লক্ষ দর্শনার্থী আসতে পারবেন।'

সরকারিভাবে মন্দিরের নাম

দেওয়া হয়েছে 'মহাকাল মহাতীর্থ'। একটি ট্রাস্ট মন্দিরের দেখাশোনা করবে। মমতা বলেন, 'কাজটা শেষ করতে আড়াই বছর মতো সময় লাগবে।' মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ চলতে চলতে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন গিয়ে মনে করিয়ে দেন, পঞ্জিকা অনুযায়ী শিলান্যাসের সময় ৪.১৫ মিনিট বেজে গিয়েছে। মমতা অবশ্য বলেন, 'বক্তব্য শেষ হলেই শিলান্যাস করব।' মমতা জানান, এই মন্দিরে দোতলা মহাকাল মিউজিয়াম এবং সংস্কৃতি হল থাকবে। পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দুটি নন্দীগৃহ, মন্দির চত্বরে ১২টি অভিষেক লিঙ্গ মন্দির থাকবে। ভারতবর্ষের ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গের প্রতিরূপকেও ঠাঁই দেওয়া হবে। মন্দিরের দুটো প্রদক্ষিণ পথ থাকবে, যেখানে একসঙ্গে ১০ হাজার ভক্তের সমাগম হতে পারে। রীতি অনুযায়ী চার কোণে চার দেবতা থাকবেন। দু'দিকে দুটি সভামণ্ডপ থাকবে, যেখানে ছয় হাজার মানুষ একসঙ্গে বসতে পারবেন।

এছাড়া প্রসাদ বিতরণকেন্দ্র, ক্যাফেটেরিয়া, ডালা কমপ্লেক্স, পুরোহিতদের থাকার আলাদা ব্যবস্থা থাকবে।

হার্ভার্ড কি অতীত! গবেষণার বিশ্বযুদ্ধে চিন এগিয়ে, পিছিয়ে আমেরিকা

আমস্টারডাম, ১৬ জানুয়ারি : একটা সময় ছিল যখন উচ্চশিক্ষা বা গবেষণার কথা উঠলেই চোখের সামনে ভেসে উঠত আমেরিকার নাম। হার্ভার্ড, স্ট্যানফোর্ড বা এমআইটি— নামগুলোই ছিল আভিজাত্য আর মেধার সমার্থক। কিন্তু সেই দিন কি তবে শেষ হতে চলল? উত্তরটা হয়তো 'হ্যাঁ'। শিক্ষার বিশ্বমঞ্চে এখন নতুন দাদাগিরি শুরু করেছে চিন। আমেরিকার তাবড় তাবড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পিছনে ফেলে গবেষণার দুনিয়ায় এখন একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করছে ড্রাগন। আর এই লড়াইয়ে ভারত? দুঃখজনক হলেও সত্যি, আমরা দূরবীণ দিয়েও এই রেসের ধারেকাছে নেই।

সদ্য প্রকাশিত এক চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। 'লেডেন র‌্যাঙ্কিং'-এর তথ্য অনুযায়ী, গবেষণাপত্র বা রিসার্চ পেপার প্রকাশের নিরিখে বিশ্বসেরার তকমা হারিয়েছে আমেরিকার গর্ব হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। তাদের হটিয়ে শীর্ষস্থান দখল করেছে চিনের ঝেজিয়াং ইউনিভার্সিটি। শুধু তাই নয়, একদা যে তালিকার প্রথম দশে আমেরিকার একচেটিয়া আধিপত্য ছিল, আজ সেখানে চিনেরই জয়জয়কার। প্রথম দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সাতটিই এখন চিনের! হার্ভার্ড নেমে গিয়েছে তিন নম্বরে।

আমেরিকার পতন কেন?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই বদল একদিনে হয়নি। একুশ শতকের শুরুতে গবেষণার জগতে আমেরিকার যে দাপট ছিল, তা এখন ম্লান। এর পিছনে বড় কারণ হিসেবে উঠে আসছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট। ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণার অনুদানে ব্যাপক কাটছাঁট করেছে। ফেডারেল ফান্ডের ওপর নির্ভরশীল আমেরিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন ধুঁকছে। উলটোদিকে, চিন গত দুই দশক ধরে নিঃশব্দে অথচ আগ্রাসীভাবে তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ঢেলেছে। তাদের লক্ষ্য পরিষ্কার— বিশ্বমঞ্চে মেধার লড়াইয়ে আমেরিকাকে হারানো। প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের কথায়, 'বৈজ্ঞানিক আধিপত্যের ওপরেই নির্ভর করছে একটি দেশের প্রকৃত ক্ষমতা।' আজ সেই বিনিয়োগের ফল পাচ্ছে বেজিং।

'নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা'

টাইমস হায়ার এডুকেশনের ফিল বাটি বিষয়টিকে দেখছেন 'গ্লোবাল এডুকেশন'-এর ক্ষমতার পালাবদল হিসেবে। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, 'আমেরিকার স্কুলগুলো যে খারাপ হয়ে গিয়েছে তা নয়, আসল ঘটনা হল চিন অবিশ্বাস্য গতিতে এগিয়েছে।' একটা সময় ছিল যখন প্রথম ২৫-এ চিনের মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় থাকত। আর আজ? ঝেজিয়াং, সিংহুয়া কিংবা পিকিং ইউনিভার্সিটি এখন বিশ্বের গবেষণার অভিমুখ ঠিক করে দিচ্ছে। চিনা গবেষকরা এখন নিজেদের কাজ শুধুমাত্র মান্দারিন ভাষায় সীমাবদ্ধ না রেখে আন্তর্জাতিক ইংরেজি জার্নালে প্রকাশ করছেন, যা তাদের গ্রহণযোগ্যতা ও সাইটেশন বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ।

কোথায় দাঁড়িয়ে ভারত?

চিন যখন রকেটের গতিতে এগোচ্ছে, আর আমেরিকা নিজেদের গড় বাঁচাতে হিমশিম খাচ্ছে, তখন আমাদের দেশের অবস্থান কী? এই প্রশ্নটা এখন খুব প্রাসঙ্গিক। আমরা প্রায়শই 'বিশ্বগুরু' হওয়ার স্বপ্ন দেখি, কিন্তু বাস্তব পরিসংখ্যান বড়ই রূঢ়। গবেষণার গুণমান এবং সংখ্যার নিরিখে এই এলিট ক্লাবে ভারতের কোনও বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত অদৃশ্য। যেখানে চিনের ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম দশে জায়গা করে নিচ্ছে, সেখানে ভারতের আইআইটি বা আইআইএসসি-র মতো প্রথম সারির প্রতিষ্ঠানগুলোও এই তালিকার অনেক নিচে।

গবেষণায় বরাদ্দ অর্থের অভাব, পরিকাঠামোগত সমস্যা এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি— ভারতের পিছিয়ে পড়ার কারণ অনেক। চিনের মতো দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বা 'ভিশন' আমাদের উচ্চশিক্ষায় এখনও অনুপস্থিত। আমরা যখন ডিগ্রির সংখ্যা গুনতে ব্যস্ত, চিন তখন পেটেন্ট আর গবেষণাপত্র দিয়ে বিশ্বকে শাসন করার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে ফেলেছে।

ভবিষ্যৎ কী?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিজ্ঞানের এই জগতটা নিষ্ঠুর। এখানে যে উদ্ভাবন করবে, সেই রাজত্ব করবে। আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রাফায়েল রেইফ অকপটে স্বীকার করেছেন, 'চিন থেকে যে মানের এবং যে সংখ্যার গবেষণাপত্র আসছে, তা আমাদের কাজকে ম্লান করে দিচ্ছে।'

আমেরিকা যদি এখনই তাদের নীতি পরিবর্তন না করে এবং গবেষণায় বরাদ্দ না বাড়ায়, তবে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো নোবেল বিজয়ীদের তালিকায় পশ্চিমাদের চেয়ে প্রাচ্যের নামই বেশি দেখা যাবে। আর ভারতের জন্য এটা নিছকই এক সতর্কবার্তা নয়, বরং অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন। বিশ্বসেরার দৌড়ে শামিল হওয়া তো দূর, আমরা যদি এখনই নিজেদের গবেষণাগারগুলোকে ঢেলে না সাজাই, তবে আগামী দিনে আমরা কেবল অন্যের তৈরি প্রযুক্তির ক্রেতা হয়েই থেকে যাব।

এখন দেখার, হার্ভার্ডের এই পতন আমেরিকার জন্য 'ওয়েক-আপ কল' হয় কিনা, নাকি চিনের এই উত্থান বিশ্ব রাজনীতির সমীকরণটাই পুরোপুরি বদলে দেয়। তবে আপাতত এটুকু স্পষ্ট— জ্ঞানের মানচিত্রে মধ্যমণি এখন আর পশ্চিম নয়, পুবের দেশ চিন।

পট পরিবর্তনেও বদল হয়নি সিঙ্গুরের, জমি আন্দোলনের গেরোয় সব দল

মোদির সফরের আগে আক্ষেপ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

সিঙ্গুর, ১৬ জানুয়ারি : বছর কুড়ি আগে ২০০৬ সালের ২৮ মে সিঙ্গুরের বাজেমেলিয়ায় টাটাগোষ্ঠীর কর্ণধার রবিকান্তকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল। পরে সেই বিক্ষোভ এমন পর্যায়ে পৌঁছোয় যে, সিঙ্গুর ছেড়ে টাটাগোষ্ঠী গুজরাটে সানন্দে পাড়ি দিয়েছিল। বৈদ্যবাটি-তারকেশ্বর রোডে রতনপুর আলুগুদাম থেকে ডানদিকে বাজেমেলিয়া, গোপালনগর, সিংহেরভেড়ি, খাসেরভেড়ি হয়ে সোজা বেড়াবেড়ি রাস্তাটি ছিল মাটির। এখন সেই রাস্তা কংক্রিটের হয়ে গিয়েছে। সন্ধের পর রতনপুর মোড় থেকে বেড়াবেড়ি পর্যন্ত রাস্তা ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার। ওই রাস্তা এখন আলোয় ঝলমল করছে। কিন্তু সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষকদের দাবি কি আদৌ মিটেছে? রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সিঙ্গুরে আসছেন। তার আগে সিঙ্গুরের বাসিন্দাদের একটাই বক্তব্য, 'আর প্রতিশ্রুতি নয়, এবার বাস্তবায়ন চাই।'

সিঙ্গুরে টাটা কারখানার জন্য ৯৯৭ একর জমি অধিগ্রহণ করেছিল রাজ্য সরকার। ২০০৮ সালে তৎকালীন বিরোধী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবল আন্দোলনের মুখে পড়ে টাটারা এই রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ওই জমি অধিগ্রহণকে বেআইনি বলা হয়েছিল। কৃষকদের হাতে জমিও ফিরিয়েছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু কারখানার জন্য তৈরি হওয়া গোপালনগর মৌজার ৩৯৭ একর এবং খাসেরভেড়ি এবং সিংহেরভেড়ি মৌজার ২০০ একর জমি টাটারা নিয়েছিল। প্রায় ৩০০ একর জমিতে টাটাগোষ্ঠী তাদের প্রকল্পের কাজ শুরু করেছিল। সেই জমি আর চাষযোগ্য করা সম্ভব নয়। তাই এই ৬০০ একর জমি চাষযোগ্য করতে রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে বারবার জানিয়েছেন স্থানীয় চাষিরা। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার ৩০০ একর জমি চাষযোগ্য করেছে। কিন্তু বাকি জমি কেন চাষযোগ্য করা হবে না, তা নিয়ে আপত্তি তুলেছেন তখনকার কৃষক আন্দোলনের নেতারা।

> মাত্র ৩০০ একর জমিতে চাষ হচ্ছে। আমরা শিল্পের বিরোধী নই। সরকারের পরিবর্তন হয়েছে সিঙ্গুরকে নিয়ে, তারা কেন কংক্রিটের জঙ্গলে শিল্প বানাবে না?
>
> -দুধকুমার ধারা

২০০৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর বাজেমেলিয়ার কাছে মাঠের ধার থেকে উদ্ধার হয়েছিল তাপসী মালিকের দেহ। তখন ছিল ধুলোভরা মাটির রাস্তা। এখন সেটি কংক্রিটের রাস্তা। তার সামনে রয়েছে তাপসী মালিকের একশহিদ বেদি। সেখান থেকে একটু এগিয়ে গেলে খাসেরভেড়ি এলাকা। তখন আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিলেন দুধকুমার মণ্ডল। এখন রাজনীতি থেকে শতহস্ত দূরে থাকলেও তিনি বলেন, 'মাত্র ৩০০ একর জমিতে চাষ হচ্ছে। রাজ্য সরকার চাইলে বাকি ৩০০ একরও চাষযোগ্য করতে পারে।' রাজ্যের কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'আমাদের প্রায় ৮০০ একর জমি চাষযোগ্য হয়ে গিয়েছে। বিজেপি নেতারা আসছেন শুধু প্রতিশ্রুতি দিতে।'

কামারকুণ্ডু রেলস্টেশনের পাশে চায়ের দোকান। অনেক ঘটনার সাক্ষী। পুলিশের লাঠিচার্জ থেকে শুরু করে পুলিশের গাড়িতে আগুন দেখেছে এই দোকান। ওই দোকানের মালিক রাজর্ষি সাহা বলেন, 'আন্দোলনের প্রথম থেকে দেখছি। রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়েছে। সিঙ্গুরের পরিবর্তন হয়নি।'

উত্থানই এখন গলার কাঁটা

ভোট-পাখি

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : যে মাটি একদা মমতাকে নবান্নের চাবি উপহার দিয়েছিল, দেড় দশক পর সেই সিঙ্গুরের মাটিই কি এবার তাঁর রাজনৈতিক দুর্গে ফাটল ধরাবে? রাজনীতি বড়ই নিষ্ঠুর, এখানে রাজা আর প্রজার স্থান বদল হতে সময় লাগে না। ২০০৬-২০০৮ সালে যে সিঙ্গুর ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক পুনরুত্থানের 'লঞ্চপ্যাড', ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে বিজেপি তাকেই মমতার শাসনের কফিনে শেষ পেরেক হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে। দৃশ্যপট এক, কিন্তু চিত্রনাট্য আজ সম্পূর্ণ উলটো। একসময় যে জমিতে দাঁড়িয়ে স্লোগান উঠেছিল 'কৃষিজমি বাঁচাও', আজ সেখানেই প্রশ্ন উঠছে— 'শিল্প কোথায়?'

ফ্ল্যাশব্যাক ও বর্তমান

২০০৮ সালে মমতার তীব্র আন্দোলনের জেরে রতন টাটা বাংলা ছাড়েন, ন্যানো কারখানা চলে যায় গুজরাটে। সেদিন মোদি টাটাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, আর আজ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সেই মোদিই সিঙ্গুরের প্রসঙ্গ টেনে আনছেন। আগামী ১৮ জানুয়ারি সেই সিঙ্গুরের মাটিতেই সভা করার কথা বিজেপির। স্থান—সিংহেরভেড়ি মৌজা, যা একসময় ন্যানো কারখানার জন্য চিহ্নিত ছিল। বিজেপির কৌশল পরিষ্কার—সিঙ্গুরকে তারা আর কৃষক আন্দোলনের পীঠস্থান হিসেবে দেখাতে চায় না, বরং দেখাতে চায় 'শিল্পের বধ্যভূমি' হিসেবে। তাদের বয়ান সহজ ও সোজা—'মমতার জেদের কারণে বাংলা থেকে টাটা বিদায় নিয়েছে, আর তার ফলেই আজ বাংলার যুবসমাজ বেকার।'

বাস্তব ছবিটা করুণ

সিঙ্গুরের বর্তমান অবস্থা নিয়ে চায়ের আড্ডায় তর্ক চললেও বাস্তব ছবিটা বেদনাদায়ক। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২০১৬ সালে জমি ফিরলেও প্রায় ১০০০ একর জমির বড় অংশ আজও চাষযোগ্য হয়ে ওঠেনি। কংক্রিটের ধ্বংসাবশেষ আর আগাছায় ভরা সেই জমি না দিচ্ছে ফসল, না হয়েছে শিল্প। মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় অনেক চাষি জমি ফেরত পেয়েও অসহায়। বিজেপি ঠিক এই জায়গাটিতেই আঘাত করে বলছে, 'না হল শিল্প, না হল কৃষি'। যে স্বপ্নের ফানুস দেখিয়ে মমতা ক্ষমতায় এসেছিলেন, তা আজ চুপসে যাওয়া বেলুন।

জটিল সমীকরণ

২০২৬-এর নির্বাচনকে পাখির চোখ করে বিজেপি প্রচার করছে যে, টাটা বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা থেকে বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাসও চলে গিয়েছে। রাজ্য বিজেপির মতে, সিঙ্গুর থেকেই শিল্পের শবযাত্রা শুরু হয়েছিল। সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হল, সেদিন মমতার পাশে দাঁড়িয়ে যাঁরা আন্দোলন করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ বিজেপির মঞ্চে। শুভেন্দু অধিকারী, যিনি নন্দীগ্রাম আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিলেন, আজ তিনিই মমতার প্রধান প্রতিপক্ষ। শোনা যাচ্ছে, ১৮ জানুয়ারির সভায় এমন অনেক কৃষককে সামনের সারিতে বসানো হবে, যাঁরা একসময় জমি আন্দোলনের সৈনিক ছিলেন, কিন্তু এখন শিল্প চান।

উলটোদিকে তৃণমূলের তূণে সবথেকে বড় বাণ— সুপ্রিম কোর্টের রায়। তাদের দাবি, জমি অধিগ্রহণ ছিল অবৈধ এবং তারা কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু একদশক আগের সেই 'জমি ফেরত'-এর নৈতিক জয় কি আজকের পেটের খিদের কাছে টিকবে? যখন পকেটে চাকরি নেই, তখন মানুষ কি আর পুরোনো আবেগে ভাসবে?

অর্থনৈতিক সংকটের প্রতীক

সিঙ্গুর আজ শুধু রাজনীতির দাবার ঘুঁটি নয়, রাজ্যের অর্থনৈতিক সংকটের একটি ধ্রুপদি উদাহরণ: এক, বিশ্বাসযোগ্যতার সংকট - সিঙ্গুর-পর্বের পর থেকে বড় শিল্পগোষ্ঠী বাংলায় বিনিয়োগ করতে ভয় পায়, রাজ্যের গায়ে 'লুজার্স ইমেজ' লেগে গিয়েছে। দুই, কর্মসংস্থান বনাম অনুদান - 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর মতো অনুদানে গ্রামের মানুষ কিছুটা তুষ্ট হলেও ২০-২৫ হাজার টাকার চাকরির প্রত্যাশী শিক্ষিত যুবসমাজের কাছে সিঙ্গুর এক দগদগে ঘা। মোদির সভায় এই অংশটিই ভিড় জমাচ্ছে। তিন, স্থানীয় অর্থনীতি - কারখানা হলে এলাকার যে ভোলবদল হত, তা না হওয়ায় স্থানীয়দের মনে এখন শুধুই আক্ষেপ।

সিঙ্গুরের মাঠে এখন সর্ষেফুলের বদলে ফুটছে রাজনীতির বিষফুল। মমতা একসময় বলেছিলেন 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ'— আজ বিরোধীরা প্রমাণ করতে চাইছে যে, তিনি ভিত্তিটাও নড়বড়ে করেছেন আর ভবিষ্যৎটাও অন্ধকার করে দিয়েছেন। রবিবারে মোদির সভা থেকে কী বার্তা আসে, সেটা দেখার বিষয়। তবে এটা পরিষ্কার, যে সিঁড়ি দিয়ে মমতা ক্ষমতায় উঠেছিলেন, তা আজ পিচ্ছিল। বিজেপি যদি চাষিদের বোঝাতে সক্ষম হয় যে 'মমতা মানেই শিল্পের বাধা', তবে ২০২৬-এ নবান্ন রক্ষা করা তৃণমূলের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। শেষ উত্তর দেবে সময় আর ব্যালট বাক্স।

উপাচার্য নিয়োগে জট কাটার ইঙ্গিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গের ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৮টিতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে যে টানাপোড়েন অবশেষে মীমাংসার পথে। রাজ্য ও রাজ্যপালের সমঝোতার ইঙ্গিত মিলেছে সুপ্রিম কোর্টের শুক্রবারের শুনানিতে।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে উপাচার্য নিয়োগ মামলার শুনানিতে রাজ্যের আইনজীবী জয়দীপ গুপ্ত এবং রাজ্যপালের পক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল আর বেঙ্কটরামানি জানান, আলোচনার মাধ্যমে ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগে দু-পক্ষ একমত হয়েছে।

প্রধান বিচারপতি বলেন, '৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জট কাটার পর এখন নজর দেওয়া হোক বাকি থাকা ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে।' সেগুলির ক্ষেত্রেও আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমাধান সূত্র বের করার নির্দেশ দেন তিনি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনলজি এবং নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত জট এখনও কাটেনি।

আদালত জানায়, উপাচার্য নিয়োগের জন্য গঠিত সার্চ অ্যান্ড সিলেকশন কমিটি ফের সক্রিয় হবে। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি উদয় উমেশ ললিতের নেতৃত্বাধীন এই কমিটিকেই পরবর্তী পদক্ষেপের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। চার সপ্তাহের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত।

হার নিশ্চিত জেনে দাঙ্গার ছক : মমতা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : শুক্রবার দমদম বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইস্যু- 'এসআইআর'। মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, 'ভোটে জেতা অসম্ভব জেনে এখন দাঙ্গা বাধানোর ছক কষছে বিজেপি।'

এসআইআর-এ মৃত্যু মিছিলে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর গলায় শোনা গেল শোক ও ক্ষোভের মিশেল। এসআইআর-এর নোটিশের চাপে বীরভূমের সিউড়ির ২ নং ব্লকের কোমা গ্রামের এক ৬৮ বছরের বৃদ্ধ, খেলা বেদের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, নথি জমা দেওয়ার পরেও দ্বিতীয়বার তলবে মানসিক চাপ সইতে না পেরে হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি।

মমতা প্রশ্ন তোলেন, 'এতদিন মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে জন্ম শংসাপত্র হিসেবে মানা হলেও আচমকা তা কেন বাতিল করা হল?' আধার কার্ড বা ডোমিসাইল সার্টিফিকেট নিয়েও বাংলার ক্ষেত্রে কেন আলাদা নিয়ম নিয়ে তিনি কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, মালদায় প্রায় ৯০ লক্ষ মানুষকে শুনানির নোটিশ পাঠানো হয়েছে, যা আদতে 'বাঙালি খেদানো'র নীল নকশা। নাম না করে কয়েকজন বিজেপি নেতাকে বিঁধে তিনি বলেন, 'যাঁদের জীবনের অর্ধেক সময় ইডি-সিবিআইয়ের হেপাজতে কেটেছে, তাঁরা আবার আমার জেল নিয়ে কথা বলছেন! আমি ফাঁসিকে ভয় পাই না।'

মুর্শিদাবাদের এক পরিযায়ী শ্রমিককে ভিনরাজ্যে পিটিয়ে মারার ঘটনায় ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যারা এসব করছে, তাদের গ্রেপ্তার করবই।' তাঁর বার্তা, 'বিজেপি প্ররোচনা দিয়ে দাঙ্গা বাধাতে চাইছে।' প্রধানমন্ত্রীর সিঙ্গুর সফরের ঠিক আগে মমতার এই ঝাঁঝালো আক্রমণ বঙ্গ রাজনীতিতে যে নতুন মেরুকরণের জন্ম দিল, তা বলাই বাহুল্য। এখন দেখার, এই 'নথি যুদ্ধের' পালটা দিল্লি কী চাল দেয়।

স্থগিতাদেশ মুকুলের বিধায়ক পদ খারিজে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি : দলত্যাগ বিরোধী আইনকে কেন্দ্র করে মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ নিয়ে আইনি টানাপোড়েন নতুন মোড় নিল সুপ্রিম কোর্টে। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর তাঁর বিধায়ক পদ বাতিলের মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের ওপর আপাতত স্থগিতাদেশ জারি করেছে শীর্ষ আদালত।

শুক্রবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়ে মামলার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত পক্ষকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ছয় সপ্তাহ পরে এই মামলার পরবর্তী শুনানি। শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী গৌরব আগরওয়াল বলেন, 'মুকুল রায়ের হয়ে তাঁর পুত্রের আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়।' এই বক্তব্য খারিজ করে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত স্পষ্ট করে দেন, অসুস্থ ব্যক্তির হয়ে তাঁর পুত্র মামলা দায়ের করতেই পারেন।

নবান্নে ধর্নায় অনড় বিজেপি

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : নবান্নের সামনেই ধর্না দিতে অনড় বিজেপি। একক বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শুক্রবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সোমবার মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিন মামলা দায়ের করেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'আমরা যে জায়গাটি ধর্না কর্মসূচির জন্য চেয়েছিলাম, সেটা পাইনি। শান্তিপূর্ণভাবেই এই কর্মসূচি করতে চাই আমরা। তাই ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছি।'

ট্রাম্পের হাতে মাচাদো'র নোবেল

ওয়াশিংটন, ১৬ জানুয়ারি : মার্কিন রাজনীতির অলিন্দে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হল। বহুদিনের স্বপ্নপূরণ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার ট্রাম্পকে খুশি করতে নিজের নোবেল শান্তি পুরস্কারের মেডেলটি তাঁর হাতে তুলে দিলেন ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো।

ঝটিকা অভিযান চালিয়ে দিনকয়েক আগে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে গ্রেপ্তার করেছে মার্কিন বাহিনী। এখন আমেরিকায় তাঁর বিচার চলছে। এদিকে মাদুরোর অবর্তমানে ভেনেজুয়েলায় শুরু হয়েছে ক্ষমতার লড়াই। সম্প্রতি মাচাদোর বদলে মাদুরোর ডেপুটি তথা অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট ডেলসি রডরিগেজকে সমর্থনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ট্রাম্প। যার জেরে ক্ষমতা দখলের দৌড়ে কার্যত কোণঠাসা হয়ে পড়েন মাচাদো। তারপরেই আমেরিকা সফরের কথা ঘোষণা করেন নোবেল জয়ী নেত্রী। এদিন হোয়াইট হাউসে গিয়ে ট্রাম্পের হাতে নিজের নোবেল পুরস্কার তুলে দেন।

নোবেল কমিটি অবশ্য আগেই এই সম্মান হস্তান্তর যোগ্য নয় বলে জানিয়েছিল। তবে ট্রাম্প বা মাচাদো, কেউই তাদের গুরুত্ব দেননি। মাচাদোর বক্তব্য, 'আমাদের স্বাধীনতার জন্য তিনি (ট্রাম্প) যা করেছেন তার কৃতজ্ঞতাবশত এই পুরস্কার তুলে দিলাম।' তিনি আরও বলেন, 'মুক্তির লড়াইয়ে ট্রাম্পের অনন্য প্রতিশ্রুতির স্বীকৃতি হিসেবে আমি তাঁকে এই মেডেল দিয়েছি।' সমর্থকদের আশ্বস্ত করে ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী বলেন, 'আমরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ওপর ভরসা রাখতে পারি।' আর মাচাদোর হাত থেকে নোবেল নিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'আমার কাজের পুরস্কার পেয়েছিলেন মাচাদো। তাই এই পুরস্কার তিনি আমাকে দিয়েছেন।'

নিজের 'ট্রুথ সোশ্যাল' প্ল্যাটফর্মে মাচাদোর প্রশংসা করে তিনি লেখেন, 'তিনি একজন চমৎকার নারী, যিনি অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন।' এই মেডেল প্রদানকে ট্রাম্প 'পারস্পরিক শ্রদ্ধার এক চমৎকার উদাহরণ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এমনকি নোবেল ইনস্টিটিউট এই হস্তান্তরকে স্বীকৃতি না দিলেও হোয়াইট হাউস নিশ্চিত করেছে যে, ট্রাম্প মেডেলটি নিজের কাছেই রেখে দেবেন।

নোবেল তৃপ্তি...হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প ও মাচাদো।

এই উপহারের নেপথ্যে রয়েছে রাজনৈতিক সমীকরণ। যেখানে কয়েক দিন আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, 'মাচাদোর পক্ষে নেতৃত্ব দেওয়া কঠিন। কারণ, দেশের ভিতর তাঁর প্রতি যথেষ্ট সম্মান বা সমর্থন নেই।' এরপরেই মাচাদোর নোবেল 'উৎসর্গ' ট্রাম্পের মন জয়ের মরিয়া চেষ্টা বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল। হোয়াইট হাউসের বাইরে অপেক্ষারত জনতাও মাচাদোর হাত থেকে ট্রাম্পের নোবেল নেওয়ার দৃশ্য দেখে স্লোগান তোলে 'ধন্যবাদ, ট্রাম্প'। এই নাটকীয় মুহূর্তটি যে বিশ্ব রাজনীতিতে এক নতুন বিতর্কের জন্ম দিল তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই।

তৃণমূলের দুর্নীতি, তোষণ শুভেন্দুর অস্ত্র

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : চাকদার সভা থেকে বৃহস্পতিবার শুভেন্দু বলেন, 'শুধু নবদ্বীপটা একটু হিলিয়ে দিতে হবে। এই লোকসভা ৭-০ করে দিন। বাকি অঙ্ক আমরা মেলাব।'

সভা থেকে হিন্দু ভোট একজোট করতে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক হিন্দু নিধনকে ফের সামনে আনলেও, স্থানীয় স্তরে তৃণমূলের দুর্নীতি ও হুমকির রাজনীতিকেই তুলে ধরে ক্ষোভকে উসকে দিতে চেয়েছেন শুভেন্দু। সম্প্রতি মালদার মোথাবাড়ির বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিনের একটি ভিডিও ক্লিপের প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৪০ লাখ বাড়ির জন্য ৩০ হাজার কোটি টাকা দিয়েছেন। কম দামে উজ্জ্বলা গ্যাস দিয়েছেন, ৭২ লক্ষ শৌচালয় দিয়েছেন। এর কোনওটার জন্যই মোদি বা বিজেপিকে ফোন করতে হয়নি। অথচ কাটমানিখোর তৃণমূল নেতারা হুমকি দিচ্ছেন বাড়ি পেতে হলে ফোন করতে হবে দিদিকে। এটাই তৃণমূলের সংস্কৃতি। বিজেপিকে আনুন, ফোন করতে হবে না।'

চাকদায় গত বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের ভোট শতাংশ ছিল ৪১। বিজেপির ৪৬। শতাংশের বিচারে এগিয়ে থাকলেও, মতুয়া ও তপশিলি, নমশূদ্র অধ্যুষিত এলাকায় এসআইআরে নাম বাদ পড়ার তালিকায় রয়েছে বহু হিন্দু উদ্বাস্তু পরিবার। এদিন তাদের আশ্বস্ত করতে শুভেন্দু বলেন, '৬০-৭০ হাজার আবেদন পড়েছে। তার মধ্যে দু-তিন হাজার লোক শংসাপত্র পেয়ে গিয়েছেন, বাকিরাও পেয়ে যাবেন। চিন্তা করবেন না।' আশঙ্কা থেকে নজর ঘোরাতে শুভেন্দু বলেছেন, 'তৃণমূল এসআইআর ভন্ডুল করতে চাইছে, রোহিঙ্গা আর বাংলাদেশি মুসলমানদের নাম ভোটার তালিকায় রেখে দিতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে জোট বাঁধুন। এটা সনাতনদের বেঁচে থাকার লড়াই।'

মহারাষ্ট্রের পুরভোটে ধরাশায়ী কংগ্রেস

উদ্ধবের হার পদ্মের দখলে বৃহন্মুম্বই

মুম্বই, ১৬ জানুয়ারি : এশিয়ার সবথেকে ধনী পুরসভা বিজেপি-শিবসেনা-এনসিপির মহাযুতির দখলে এলেও মুম্বইকে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনার কবল থেকে পুরোপুরি মুক্ত করতে পারলেন না মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেরা। বৃহন্মুম্বই পুরসভায় (বিএমসি) ঠাকরে দুর্গের পতন ঘটল ঠিকই। কিন্তু দেশের বাণিজ্যনগরীতে শিবসেনা (ইউবিটি)-র প্রভাব এখনও যে খানিকটা টিকে রয়েছে সেটা স্পষ্ট হয়ে গেল শুক্রবার।

বিএমসি-তে বোর্ড গঠন করতে গেলে প্রয়োজন ১১৪টি আসনের। এদিন ২২৭ আসনের বিএমসি-তে যে ফল প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সর্বশেষ খবর পাওয়া অনুযায়ী বিজেপি ৮৮, একনাথ শিন্ডের শিবসেনা পেয়েছে ২৮টি আসন। অজিত পাওয়ারের এনসিপি ৩টি আসন জিতেছে। অপরদিকে শিবসেনা (ইউবিটি) পেয়েছে ৬৬টি আসন। মুম্বইয়ের দখল নিজেদের হাতে রাখতে অতীতের তিক্ততা ভুলে খুড়তুতো ভাই রাজ ঠাকরের সঙ্গে জোট বেঁধেছিলেন উদ্ধব। কিন্তু রাজের দল এমএনএস-ও মাত্র ৬টি আসনে জিততে সক্ষম হয়েছে। শারদ পাওয়ারের এনসিপি পেয়েছে মাত্র ১টি আসন। এমভিএ ভেঙে আলাদা লড়েছিল কংগ্রেস। কিন্তু তারা জিতেছে মাত্র ২৪টি আসনে। ২০১৭ সালে বিএমসি-র ভোটে অবিভক্ত শিবসেনা পেয়েছিল ৮৪টি আসন। বিজেপি পেয়েছিল ৮২টি আসন।

বিজেপির জয়ে উল্লাস সমর্থকদের। শুক্রবার মুম্বইয়ে।

জয় পেলেও মুম্বইয়ের নতুন মেয়র কোন দল থেকে হবে সেই বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি ফড়নবিশ এবং শিন্ডে। তবে এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট, বৃহন্মুম্বই পুরসভার ১৩৭ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবার মেয়র হতে চলেছেন পদ্মশিবির থেকেই। বালাসাহেব ঠাকরের আমলে শিবসেনার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার পর থেকে দীর্ঘ সময় ধরে মেয়র পদটি শিবসৈনিকের জন্যই বরাদ্দ হত। কিন্তু এখন বিজেপি মহারাষ্ট্রের প্রধান শাসকদল তো বটেই, পুরসভাতেও একক বৃহত্তম দল। তাই মুম্বইয়ের মেয়র পদটি এবার নিজেদের জন্যই রাখতে চাইছেন বিজেপি নেতৃত্ব।

শুধু বৃহন্মুম্বই নয়, মহারাষ্ট্রের বাকি ২৮টি পুরসভাতেও মহাযুতির জয়জয়কার। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ওই পুরসভাগুলির মোট ২৮৬৯টি আসনের মধ্যে বিজেপি ১৪২০, শিন্ডে সেনা ৩৭৪, এনসিপি ১৫৫টি আসন জিতেছে। অপরদিকে কংগ্রেস ৩৩০, শিবসেনা (ইউবিটি) ১৭৬, এনসিপি (এসপি) ৪১টি আসন জিতেছে। ফড়নবিশের দুর্গ নাগপুরেও নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে পদ্মশিবির।

মহারাষ্ট্রের পুরভোটে বিজেপির এই সাফল্যকে এনডিএ-র জনকল্যাণ এবং সুশাসনের জয় বলে আখ্যা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি এক্সে লিখেছেন, 'ধন্যবাদ মহারাষ্ট্র। রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভা নির্বাচনের ফলে স্পষ্ট, এনডিএ এবং মহারাষ্ট্রের মানুষের বন্ধন আরও মজবুত হয়েছে। আমাদের পারফরমেন্সের অভিজ্ঞতা এবং উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের হৃদয় ছুঁয়েছে। আমি মহারাষ্ট্রের মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।' বৃহন্মুম্বই সহ মহারাষ্ট্রের পুরভোটের জয়কে ঐতিহাসিক সাফল্য বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। বিজেপির বিপুল জয়ের জন্য দলের রাজ্য সভাপতি ও কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবিশ।

ছন্দোবদ্ধ।। *সৌহার্দ্য মালদার দ্বাদশ বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।*

৪৯-এ জমজমাট ১৪

সম্প্রতি গাজোলে ৪৯তম বিষাণ নাট্যমেলা হয়ে গেল। পাঁচদিনে প্রদর্শিত ১৪টি নাটক জীবনের নানা অনুভূতিকে দর্শকদের সামলে তুলে ধরে হাসাল, কাঁদাল, নতুনভাবে ভাবাল। সাক্ষী থাকলেন গৌতম দাস।

জমজমাট।। *বিষাণ নাট্যমেলায় পরিবেশিত 'লজ্জা' নাটকের একটি মুহূর্ত। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ*

কিছুদিন আগে বিষাণ (একটি নাট্য সংস্থা)–এর নিজস্ব মঞ্চে গাজোলে হয়ে গেল ৪৯তম বিষাণ নাট্যমেলা। পাঁচদিনে মঞ্চস্থ হয় ১৪টি নাটক। প্রথম দিন মোট তিনটি নাটক উপস্থাপিত হয়। প্রথম দর্শন ছিল ইফটা, দমদম প্রযোজিত 'দালিয়া'। নির্দেশনা-দেবাশিস দত্ত। অভিনয়ের পাশাপাশি মঞ্চ ভাবনা ও আলো দর্শক মহলে খুব প্রশংসিত হয়। দ্বিতীয় নাটক সুশান্ত মজুমদারের নির্দেশনায় রানিকুঠি আঙ্গিক, কলকাতা প্রযোজিত নাটক 'বাতিঘর'। কলাকুশলীদের সাবলীল অভিনয় এবং নাটকের গল্প দর্শকমনে নাড়া দিয়ে যায়। প্রথম দিনের শেষ নাটক ছিল আলিপুরদুয়ার সমকণ্ঠ নাট্যগোষ্ঠী প্রযোজিত নাটক 'কাঁথা', নির্দেশনা সিন্টু দত্ত। দ্বিতীয় দিনের প্রথম দর্শনে ছিল সুশান্ত বালো নির্দেশিত এবং বিষাণ নাট্য সংস্থার নিজস্ব প্রযোজনা 'লজ্জা'। বর্তমান সমাজ ও সময়ের এক জ্বলন্ত দলিল হিসেবে এই নাটকটি দর্শকদের বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। দ্বিতীয় দর্শন ছিল নাট্যিক, কলকাতা প্রযোজিত নাটক 'দেবীগর্জন'। নির্দেশনায় সৃজিতা বান্টি ভদ্র। অভিনয়ের পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষায় সংলাপ এবং গান দর্শকরা খুবই উপভোগ করেছেন। নাট্যমেলার তৃতীয় দিন শুরু হয় বিষাণ নাট্য সংস্থার শিশু বিভাগ প্রযোজিত নাটক 'ডাকঘর' দিয়ে। নির্দেশনায় প্রলয় সরকার। খুদে নাট্যশিল্পীদের সহজ-সরল, স্বাভাবিক অভিনয় দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায়। দ্বিতীয় নাটক ছিল বর্ধমানের মুক্তমনন স্পিড প্রযোজিত, অমিতাভ চন্দ্র নির্দেশিত নাটক 'অমানুষ'। নাটকটির বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং মুখ্য চরিত্রে অভিনেতার অভিনয় দর্শক মহলে প্রশংসিত হয়েছে। শেষ নাটক ছিল বুনিয়াদপুর অরণী প্রযোজিত, শুভাশিস চক্রবর্তী নির্দেশিত নাটক 'চোখের বাহিরে'।

নাট্যমেলার চতুর্থ দিনে প্রথম দর্শনে ছিল বিষাণ নাট্য প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমি প্রযোজিত ও পবন পাল নির্দেশিত নাটক 'মন্দোদরী হরণ'। হাস্যরসাত্মক এই নাটকের প্রতিটি মুহূর্ত দর্শকরা দারুণভাবে উপভোগ করেছেন। এদিনের দ্বিতীয় নাটক ছিল বহরমপুরের চুয়াপুর সুহৃদ প্রযোজিত এবং হরপ্রসাদ দাস নির্দেশিত নাটক 'তোতাকাহিনী'। নাটকের পোশাক পরিকল্পনায় নতুনত্ব দর্শকদের মুগ্ধ করে। চতুর্থ দিনের শেষ প্রযোজনা ছিল কালিয়াগঞ্জ অনন্যা থিয়েটার-এর 'ত্রিনয়নী'। নির্দেশনা বিভূতিভূষণ সাহা। এই নাটক প্রিয় দর্শকদের বেশ ভালো লেগেছে। নাট্যমেলার শেষ দিনের প্রথম নাটক ছিল ভারতীয় গণসংস্কৃতি সংঘ, নিশান মেদিনীপুর শাখা প্রযোজিত এবং পার্থ মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত কৌতুক নাটক 'প্রস্তাব'। নাটকটি দেখে প্রাণ খুলে হেসেছেন দর্শকরা। দ্বিতীয় দর্শনে ছিল তিলজলা, রিতু (কলকাতা) প্রযোজিত চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি নির্দেশিত নাটক 'ডুবুরি'। আবেগঘন এই নাটকের শেষ দৃশ্যে আলোর ব্যবহার দর্শকমনে দাগ রেখে যায়। নাট্যমেলার শেষ নাটক কলকাতা অন্বেষক প্রযোজিত প্রিয়ব্রত চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত নাটক 'আকাশটা আরো বড়ো হোক'। নাটকের কাহিনী এবং অভিনয় দর্শকমনে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছে।

বইটই

পল্লিকবিদের সৃষ্টি

বছর ৩০ আগের কথা। সেই সময় উত্তরবঙ্গের পল্লিকবিরা বড় কবিতা লিখতেন আর হাটেবাজারে ঘুরে ঘুরে সেইসব পাঠ করে বিক্রি করতেন। কালের কোপে সেই সংস্কৃতিতে ভাটা। আজকাল হাটেবাজারে সেই সমস্ত কবিতা মোটেও শুনতে পাওয়া যায় না। ললিতচন্দ্র বর্মন সেই অভাব মেটালেন। উত্তরবঙ্গের ১৪ জন পল্লিকবির লেখা ৩৪টি পল্লিকবিতা নিয়ে তাঁর সংকলন উত্তরবঙ্গের পল্লী কবিতা। ললিত প্রধান শিক্ষক হিসেবে অবসর নিয়েছেন। আগে উত্তরবঙ্গ সংবাদ সহ নানা পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। সৃষ্টি যাতে হারিয়ে না যায় সেজন্য সবসময়ই সচেষ্ট। এই বইটি তাঁর সেই চেষ্টারই সাক্ষী।

প্রতিকূলতা সত্ত্বেও

শালকুমারহাটের সুশীতল দল সৃজনে মগ্ন বরাবর। বাবা, মা ও স্ত্রীর মৃত্যুকে খুব সামনে থেকে দেখেছেন। সাময়িকভাবে ভেঙে পড়লেও হাল ছাড়েননি। সাহিত্যসেবা চালিয়ে গিয়েছেন। তাঁর সম্পাদিত 'জলদাপাড়া সাহিত্য পত্রিকা' উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার জগতে যথেষ্টই পরিচিত। বেশ কয়েকটি কবিতা ও প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয়েছে। ২৮টি কবিতা নিয়ে কবির আরেকটি কবিতা সংকলন প্রজাপতি সুখ কিছুদিন আগেই পাঠকদের হাতে ধরা দিয়েছে। সুশীতলের লেখা 'খুব সহজে সম্পর্ক বদলে যায়,/আবহাওয়া বদলে যায়/মুহূর্তের ইঙ্গিতে বদলে যায় জীবন'-তে পরিষ্কার, তিনি জীবনকে খুবই নিবিড়ভাবে দেখেছেন, আরও দেখতে চান।

নিবিড় অনুভূতি

'আমি বিশ্বাস করি/চৈত্রের প্রত্যেকটা উষ্ণ রাত্রির শেষে/একটা ভেজা শীতল ভোর আসবে।' প্রিয়দর্শী পালের লেখা কবিতা 'আকাশটাকে ছুঁতে পারব' এভাবেই শুরু হচ্ছে। আরও ১৬টি কবিতাকে সঙ্গী করে যা জুঁইফুল আর বাদল পোকারা কবিতা সংকলনের অংশ। বাবার বদলির চাকরির সুবাদে প্রিয়দর্শী পশ্চিমবঙ্গের নানা এলাকাকে নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর সেই চেনাজানার বিষয়টি নানা কবিতার মধ্যে উঠে এসেছে। এই সংকলনের প্রতিটি কবিতাই জীবনের বিভিন্ন অনুভূতির সঙ্গে জড়িয়ে। সেই উপলব্ধির অঙ্গ হিসেবেই কবি লেখেন, 'শুকিয়ে যাওয়া জুঁইফুল একদিন জায়গা পায়/পোড়া দেশলাই কাঠির পাশে।'

নাচে-গানে মনোজ্ঞ সন্ধ্যা

শিল্প ও সংস্কৃতির সাধনাই তাদের পথ চলার প্রধান অনুপ্রেরণা, অনুষ্ঠানের মধ্যে জেলার বিশিষ্ট চারজনকে 'সৌহার্দ্য সূর্য সম্মাননা' প্রদান করে সৌহার্দ্য মালদা আবারও এই বিষয়টি প্রমাণ করল। শিক্ষাক্ষেত্রে জ্যোতিভূষণ পাঠক, সাহিত্যক্ষেত্রে তৃপ্তি সান্ত্রা, ললিতকলা ক্ষেত্রে রণজিৎ দেবভূতি এবং রক্তদান ও সমাজকল্যাণে পাকুয়াহাট সমবেত প্রয়াসের বরুণ সরকারের হাতে এই সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তি এবং আর্দ্র ও প্রণতির শ্রুতিনাটক 'পাকা দেখা'র মতো প্রতিটি পরিবেশনাই ছিল পরিমার্জিত ও প্রশংসনীয়। অনুষ্ঠানে সৌহার্দ্য মালদার সদস্যরা তাঁদের সৃজনশীল পরিবেশনার মাধ্যমে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। সৌহার্দ্য মালদার দ্বাদশ বর্ষে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'মায়াবিনী সংস্কৃতিক সন্ধ্যা' অনুষ্ঠিত হল সম্প্রতি। মালদা বিপিনবিহারী ঘোষ টাউন হলের মঞ্চে এই অনুষ্ঠানে নাচ, গান, আবৃত্তি, শ্রুতিনাটক, সৌহার্দ্য সূর্য সম্মাননা প্রদান এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক আবহ তৈরি হয়। এছাড়াও গত ৫ নভেম্বর ২০২৫ অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার প্রতিযোগীদের মঞ্চে পুরস্কৃত করা হয়, যা অনুষ্ঠানে বাড়তি উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগ করে।

– সৌকর্য সোম

চার সংকলনের মোড়ক উন্মোচন

৫০০ কবির কবিতা সংকলন 'স্বপ্নের প্রতিধ্বনি'র মোড়ক উন্মোচন উপলক্ষ্যে ক'দিন আগে শিলিগুড়িতে হয়ে গেল উত্তরবঙ্গের কবি-সাহিত্যিকদের এক সাহিত্য সংস্কৃতি সমারোহ। শিলিগুড়ির এক হোটেলে এই সমারোহের আয়োজন করেছিল আন্তর্জাতিক স্বপ্নমায়া হিংলা সাহিত্যচর্চা পরিবার। এই অনুষ্ঠানে গল্প সংকলন 'আলোয় মোড়া স্বপ্ন', শিশুদের জন্য সংকলন 'অজানা এক স্বপ্ন' এবং রামকৃষ্ণ পালের 'কাব্যের অনুরণন' নামক সংকলনের মোড়ক উন্মোচন হয়।

উত্তরবঙ্গ সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ৬৫ জন কবি-সাহিত্যিক লেখক এই সমারোহে যোগ দেন এবং তাঁদের রচনা পাঠ করেন। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকর্মী, কবি লেখক ও সাহিত্য অনুরাগী অলক চক্রবর্তী, অনিন্দকুমার মিশ্র, মিনতি দেব, ছন্দা দে মাহাতো, সুমন্ত্র সারথি প্রমুখ। সাহিত্যের এই অনুষ্ঠানে ধ্রুপদি মাত্রা যোগ করে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় উদ্বোধনী সংগীত। আয়োজক সংস্থার সম্পাদক স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অতিথিদের বক্তব্যে অস্থিরতামুক্ত একটি সুন্দর সুস্থ সমাজ গঠনে সাহিত্যচর্চা এবং সাহিত্যপাঠের প্রয়োজনীয়তার কথা উঠে আসে। প্রকাশিত কবিতা সংকলনটির সম্পাদনায় রয়েছেন স্বপ্না প্রচ্ছদ পরিকল্পনা এবং অঙ্কনে সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দক্ষতার সঙ্গে এবং সুন্দরভাবে পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কবি লেখক সমাজকর্মী কিরণ মজুমদার।*–নিজস্ব প্রতিবেদন*

ফিরে পাওয়া

কিছুদিন আগে হালকা শিশির ভেজা এক শীত সন্ধ্যা একটু অন্যভাবে কাটালেন রায়গঞ্জের নাট্যমোদীরা। তাঁরা দেখলেন ছন্দমের নতুন নাটক জীবনানন্দ দাশ স্মরণে প্রকৃতি পাঠ। হর ভট্টাচার্যের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণী নাটকটির রূপায়ণে ছিলেন নাট্যজন গৌতম মুখোপাধ্যায়। দু'ঘণ্টার ওপরের এই নাটক দেখতে দেখতে দর্শকরা কোথায় যেন কবিকেই খুঁজে পেলেন ছন্দম মঞ্চে। অধ্যাপকের চরিত্রে স্মৃতিকণ্ঠ দত্তের ওপর চাপ অনেকটা থাকলেও তিনি চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। বিদিশার চরিত্রে থাকা শ্রাবণী দে ভালো চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ছাত্র নেতার চরিত্রে শুভঙ্কর দাসের স্বল্প সময়ের অভিনয় চমকিত করেছে। অন্যদিকে পার্শ্বচরিত্রে থাকা দেবব্রত দেবনাথ, বর্ণালি নন্দী এবং সায়শ্রী ভৌমিক যথাযথ অভিনয় করেছেন। মঞ্চ মানানসই। জীবনানন্দের কবিতায় যে প্রকৃতি চেতনা, গ্রামবাংলার নৈসর্গিক বর্ণনা এবং প্রকৃতিকে অনুভব করবার যে শক্তি নিহিত আছে এই নাট্য সন্ধ্যা তারই একটি প্রতিফলন। সব মিলিয়ে নাটকটি বেশ উপভোগ্য হয়েছে বলে জানান নাটক দেখতে আসা বালুরঘাটের নাট্যকর্মী তুহিনশুভ্র মণ্ডল। প্রকৃতি পাঠের মধ্য দিয়ে বহু প্রতীক্ষার যথার্থ অবসান ঘটাল ছন্দম।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

দুই নাটকে সামাজিক বার্তা

এখনকার বাবাদের কেমন হতে হবে তার সার্থক উদাহরণ হলেন কুমুদরঞ্জন। আর সব হারানোর ছাদের কিনারে দাঁড়িয়ে থাকা আশালতাও যেন সর্বংসহা মায়েদেরই এক মডেল। জীবনের শেষলগ্নে তিন ছেলেমেয়ে বাড়ি বিক্রির টাকা বুঝে নেবার পর বাবা মায়ের দায়িত্ব নেবার প্রশ্নে লটারি করে। লটারিতে ঠিক হয় বাবা একজনের কাছে এবং মা আর একজনের কাছে থাকবেন। তখনই আশালতার মনে হয় এর চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। বাস্তববাদী কুমুদরঞ্জন কিন্তু কাঁদেননি। তিনি সকলকে শিখিয়ে দিলেন এখনকার দিনে কীভাবে সম্পত্তির ভাগাভাগি করতে হয়। আর এই শিক্ষাই ছিল কল্লোলের নাটকের মূল কথা। অনবদ্য দক্ষতায়, অসাধারণ অভিনয়ে বাবা-মাকে মঞ্চে জীবন্ত করে তুলেছেন কল্লোলের পরিচালক তথা অভিনেতা প্রণব হোড় রায় ও জয়া গুহ। দিনকয়েক আগে দীনবন্ধু মঞ্চে শিলিগুড়ির কল্লোল সাংস্কৃতিক সংস্থা এক সন্ধ্যায় দুটি নাটকের অভিনয় করে। এটি ছিল দ্বিতীয় পর্বের নাটক। মনোজ মিত্রের লেখা এই নাটকের নাম 'সন্ধ্যাতারা'। দলগত অভিনয়ে প্রায় সকলেই নিজের সেরাটি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অন্যদের মধ্যে মঞ্চে ছিলেন গণেশ মুস্তাফি, সায়ন চট্টোপাধ্যায়, সোমা জানা তালুকদার, সুচেতা দে চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ চন্দ, সংকল্প বোস, দীপুশংকর ভট্টাচার্য, গৌতম রায়, রিমঝিম পাল। আর নেপথ্য কণ্ঠস্বর দিয়েছেন ডঃ তপন চট্টোপাধ্যায়।

আবেগঘন।। *কল্লোলের 'সন্ধ্যাতারা' নাটকের একটি মুহূর্ত।*

প্রথম নাটক ছিল স্বপন গাঙ্গুলির লেখা 'মে আই হেল্প ইউ'। সম্পাদনা ও পরিচালনায় ছিলেন প্রণব হোড় রায়। এটি একটি হাসির নাটক। কয়েকজন মহিলার ব্যবসা করা নিয়ে যে বিড়ম্বনা তা নিয়েই এই নাটক। অভিনয়ে বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন সুচেতা দে চট্টোপাধ্যায়, গোপা সেনগুপ্ত, সুকন্যা ভট্টাচার্য, শমিতা রায়, জয়ন্তী দে, শিপ্রা পাল, মৌসুমি রায় চৌধুরী, শিল্পী সাহা, গৌতম রায়। দলগতভাবে এই নাটকেও শিল্পীরা নিজ নিজ চরিত্রে সাবলীল অভিনয় করেছেন। দুটো নাটকেই নেপথ্যে ছিলেন রূপসজ্জায়-শক্তিপ্রসাদ আইচ, আবহসংগীতে-সায়ন রায়চৌধুরী, আলো- শংকর চক্রবর্তী এবং মঞ্চ- রমেন রায়।

নাটক শুরুর আগে মঞ্চে মুখবন্ধ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি তুষার মিত্র ও স্থানীয় কাউন্সিলার বাসুদেব ঘোষ। সঞ্চালক হিসেবে ছিলেন অভীক মুখোপাধ্যায়।

-- ছন্দা দে মাহাতো

কর্মশালা

সম্প্রতি শিলিগুড়িতে নবাঙ্কুর সংঘ ভবনে দু'দিনব্যাপী শাস্ত্রীয় ও উপশাস্ত্রীয় সংগীতের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গুরু বিপ্লব মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে। তবলা সহযোগিতায় ছিলেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গুরু সুবীর অধিকারী। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচলনায় ছিলেন মধুমিতা দে সরকার। প্রায় ১৫০ জন প্রার্থী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। সবাইকে শংসাপত্র ও মেডেল প্রদান করা হয়।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

নাট্যমেলা

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির উদ্যোগে এবং জলপাইগুড়ি জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় কিছুদিন আগে হয়ে গেল পঞ্চবিংশ নাট্যমেলা। প্রতিটি নাটক দেখার পর দর্শকদের করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে রবীন্দ্র ভবন অডিটোরিয়াম। পাশাপাশি প্রতিদিনই দুটি করে নাটক মঞ্চস্থ হয়। *-অনসূয়া চৌধুরী*

গ্রন্থ প্রকাশ ও কবিতা সন্ধ্যা

সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল কবি পবিত্র গায়েনের কাব্যগ্রন্থ 'সহজপাঠ ও সনেটগুচ্ছ'-র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ও কবিতা সন্ধ্যা। কাব্যগ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন প্রবীণ কবি মৃদুল দাশগুপ্ত, গৌতম চৌধুরী, সৈয়দ কওসর জামাল ও সুব্রত সরকার। গ্রন্থ প্রকাশ পর্বে উপস্থিত ছিলেন অভিযান পাবলিশার্স-এর কর্ণধার মারুফ হোসেন এবং কবি পবিত্র গায়েন। বক্তৃতায় প্রবীণ কবিরা তাঁদের অভিজ্ঞতার নিরিখে সমকালীন বাংলা কবিতার প্রেক্ষিতে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন। এই কবিতা সন্ধ্যা আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে কবি সুশীল মণ্ডল, কবি মৃণালেন্দু দাশ, কবি তড়িৎ চক্রবর্তী এবং লেখক মৃণাল ভট্টাচার্য সহ বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কবিতাপ্রেমীর উপস্থিতিতে। *–নিজস্ব প্রতিবেদন*

সমবেত।। *কবি সুকান্ত উচ্চবিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান। শুক্রবার শিলিগুড়িতে। -গৌতম চাকী*

ডুয়ার্সের জল-মাটির গন্ধ মাখা

বৈচিত্র্য ও বহুত্বে অনন্য এক ভূখণ্ড। বহুমাত্রিক তার রূপ। যেমন নিসর্গে, তেমন প্রাণে। মানুষ ও বন্যপ্রাণী উভয়েরই। যার প্রতি আকর্ষণ নতুন নয়। এখন অধিকাংশ লোক বেড়াতে যান। কেউ কেউ ভূখণ্ডের চরিত্র বুঝতেও চান। এই বোঝার চেষ্টা দিয়ে প্রথম ডুয়ার্সকে দুই মলাটের মধ্যে রাখার উদাহরণ স্যান্ডার্স রিপোর্ট। বাস্তবে ব্রিটিশ সেটেলমেন্ট অফিসার ডিএইচই স্যান্ডার জমি জরিপ করতে এসে ডুয়ার্সের মানুষ, প্রকৃতি, বনভূমি, পশুপাখির জরিপ করে ফেলেছিলেন।

স্যান্ডার্স রিপোর্টের পর গত প্রায় ১৫০ বছরে আরও অনেকে ডুয়ার্সকে নানা চোখে দেখেছেন। কেউ নিছক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন, কেউ এখানকার জনগোষ্ঠীর তত্ত্বতালাশ করেছেন,

কেউ বেড়ানোর জায়গা খুঁজেছেন। 'ডুয়ার্স সমগ্র' এই ভূখণ্ডকে দুই মলাটে বন্দি করার সুপরিকল্পিত প্রয়াসের প্রতিফলন দেখা গেল। ডুয়ার্সের সমস্ত মাত্রাকে ধরার চেষ্টা আছে ২৮০ পাতার বইটিতে। বইটির সম্পাদক প্রদোষরঞ্জন সাহা ডুয়ার্সের সামগ্রিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরেছেন।

তবে সৌম্যদ্বীপ দত্ত ছাড়া অন্য সকলের লেখায় মূলত ডুয়ার্সের পশ্চিম প্রান্তের ছবি। যে প্রান্ত ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্স বা বেঙ্গল ডুয়ার্স বলে পরিচিত। সম্পাদক নিজেই জানিয়েছেন, ডুয়ার্স নামের কোনও প্রাতিষ্ঠানিক, প্রশাসনিক উল্লেখ নেই। কিন্তু ডুয়ার্সকে প্রশাসন উপেক্ষাও করতে পারে না। আলিপুরদুয়ার জেলার প্রশাসনিক ভবনের তাই নাম হয় ডুয়ার্সকন্যা। সরকার তৈরি করে তরাই-ডুয়ার্স উন্নয়ন পর্ষদ। প্রদোষের সম্পাদনায় 'ডুয়ার্স সমগ্র' এক অর্থে বাংলা ভাষায় এই ভূখণ্ডের হ্যান্ডবুক।

একনজরে বইটিতে ডুয়ার্সের প্রচুর তথ্য কমবেশি মজুত আছে। লেখকসূচিতে তাঁরাই আছেন, যাঁরা ডুয়ার্সের জল-হাওয়া গায়ে মেখে বড় হয়েছেন কিংবা দীর্ঘ বসবাসের সূত্রে এই মাটির গন্ধের সঙ্গে পরিচিত। দামি কাগজে ছাপা সুন্দর শক্ত বাঁধাই বইটির পাতায় পাতায় সেই গন্ধের ছড়িয়ে থাকা তাই স্বাভাবিক। বইটির আরেক আকর্ষণ প্রচুর ছবি যা ডুয়ার্সের নিসর্গ ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির নানা ভঙ্গি অত্যন্ত সুচারুভাবে তুলে ধরেছে। লিখনশৈলী এমন যে বইটি পড়তে পড়তে ডুয়ার্সের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ানো, ভূপ্রকৃতি, বন্যপ্রাণ, স্থানীয় জনজাতি, তাদের সংস্কৃতির বহু বর্ণ, বহু তথ্যের উপলব্ধি হয়।

ডুয়ার্স সমগ্র
প্রকাশক : এখন ডুয়ার্স

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

বিরাট ভুল শুধরে নিল আইসিসি

দুবাই, ১৬ জানুয়ারি : ২০২১ সালের পর সদ্য ওডিআই ব্যাটিং ক্রমতালিকায় সিংহাসন দখল করেছেন। সতীর্থ রোহিত শর্মাকে সরিয়ে আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থানে বিরাট কোহলি। যদিও কৃতিত্বের দিনেই কোহলিকে নিয়ে বিরাট ভুল আইসিসি-র। সমর্থকদের প্রশ্নের মুখে পড়ে অবশেষে আজ যা শুধরে নিল বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা।

বিরাটের শীর্ষস্থান দখলের সঙ্গে

মঞ্জরেকারকে তোপ হরভজনের

আইসিসি-র তরফে বলা হয়েছিল ভারতীয় 'চেজমাস্টার' সবমিলিয়ে ৮২৫ দিন র‍্যাংকিংয়ের এক নম্বরে আছেন। সামগ্রিক তালিকায় দশম স্থানে রয়েছেন বিরাট। যদিও বাস্তবে পরিসংখ্যানটা ভুল। ৮২৫ নয়, আদপে বিরাট ১৫৪৭ দিন শীর্ষস্থানে থাকার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ভারতীয়দের মধ্যে যা সর্বাধিক।

বিশ্ব তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন বিরাট। সামনে শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই কিংবদন্তি স্যর ভিভিয়ান রিচার্ডস (২৩০৬ দিন) ও ব্রায়ান লারা (২০৭৯ দিন)। বিরাটকে নিয়ে ভুল তথ্য দিয়ে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে আইসিসি। সমর্থকদের যে চাপের সামনে দ্রুত নিজেদের ভুল শুধরে নেয় তারা।

আইসিসি শুধরে নেওয়া তথ্যে জানিয়েছে, বিভিন্ন সময় ধরলে মোট ১১ বার শীর্ষস্থানে পা রেখেছেন বিরাট। প্রথমবার এক নম্বরে পৌঁছোন ২০১৩-র অক্টোবরে। ওডিআইয়ে টানা পাঁচ ইনিংসে পঞ্চাশের গণ্ডি পেরোনোর সুবাদে ২০২১-এর পর আবারও র‍্যাংকিংয়ের মগডালে বিরাট।

এদিকে, সঞ্জয় মঞ্জরেকারের কটাক্ষের প্রতিবাদে বিরাটের পাশে দাঁড়ালেন হরভজন সিং। কয়েকদিন আগে মঞ্জরেকার দাবি করেন, টেস্ট, টি২০-কে বিদায় জানিয়ে বিরাট সহজ ফর্ম্যাটকে বেছে নিয়েছে। যার জবাবে হরভজনের দাবি, সহজ হলে সবাই সফল হত।

মঞ্জরেকারের মন্তব্যের সমালোচনা করে হরভজন বলেছেন, 'যদি ওডিআই সহজ হত, তাহলে তো সবাই রান করত। কে কোন ফরম্যাটে খেলছে, কেন, এই সবের মধ্যে ঢুকতে রাজি নই। আমি খেলাটা উপভোগ করতে চাই।

> যদি ওডিআই ফরম্যাট সহজ হত, তাহলে তো সবাই রান করত। কে কোন ফরম্যাটে খেলছে, কেন, এসবের মধ্যে ঢুকতে রাজি নই। আমি খেলাটা উপভোগ করতে চাই।
>
> -হরভজন সিং

ওরা ভালো খেলছে, রান করছে, দলকে জেতাচ্ছে। আর সব ফর্ম্যাটে খেলুক বা একটাকে, বিরাট দুর্দান্ত ক্রিকেটার, ম্যাচ উইনার।'

৮২৫ নয়, বিরাট কোহলি আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে ১৫৪৭ দিন শীর্ষে থেকেছেন। শুক্রবার আইসিসি নিজেদের ভুল সংশোধন করে জানাল।

হরভজনের আরও মন্তব্য, 'বিরাট, রোহিতরা নিঃসন্দেহে পরবর্তী প্রজন্মের অনুপ্রেরণা। হয়তো সঞ্জয় মঞ্জরেকার নিজের মতো করে ভাবছে। তবে আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ব্যক্তিগত সাফল্যে দলকে সাফল্যের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বিরাট।'

অর্শদীপ কেন নেই, প্রশ্ন তুললেন অশ্বীন

ইন্দোর, ১৬ জানুয়ারি : ক্যালেন্ডারের পাতায় বছর ঘুরে গিয়েছে। শুরু হয়েছে ইংরেজির নতুন বছর।

কিন্তু টিম ইন্ডিয়াকে নিয়ে বিতর্ক থামেনি। বরং সময়ের সঙ্গে বেড়েই চলেছে বিতর্ক। আর সেই বিতর্কের আগুনে পুড়ছে ভারতীয় ক্রিকেট।

হাতে গরম উদাহরণ চলতি ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড সিরিজ। যেখানে ভদোদরায় প্রথম ম্যাচে বিরাট কোহলি জয়ের ভিত গড়ে দেওয়ার পরও কষ্ট করে জিততে হয়েছিল টিম ইন্ডিয়াকে। রাজকোটে দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতীয় দলের সার্বিক ব্যর্থতায় সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে নিউজিল্যান্ড। নায়ক হয়ে গিয়েছেন ড্যারিল মিচেল। প্রশ্ন এখন একটাই, রবিবার তিন নম্বর ম্যাচ কী হবে? ভারত কি জিতে সিরিজের দখল নিতে পারবে? নাকি প্রথমবার ভারতের মাটি থেকে একদিনের সিরিজ জিতে নেবে কিউয়িরা?

এমন অবস্থার মধ্যে গতকাল রাজকোট থেকে ইন্দোর পৌঁছানোর পর শুক্রবার বিশ্রাম নিয়েই কাটিয়ে দিল ভারতীয় দল। আর সেই বিশ্রামের দিন আচমকাই ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর ইন্দোর থেকে উজ্জয়িনী পৌঁছে সেখানকার মহাকাল মন্দিরে পুজো দিলেন। হয়তো দলের সাফল্য কামনায় প্রার্থনাও করলেন তিনি। উজ্জয়িনী মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর টিম

উজ্জয়িনী মন্দিরে পুজো গম্ভীর-রাহুলের

ইন্ডিয়ার কোচ সেখানে হাজির সাংবাদিকদের বলেছেন, 'দারুণভাবে পুজো দিয়েছি মন্দিরে। দলের সাফল্য প্রার্থনা করেছি। আশা করছি, রবিবার আমরা আবার জয়ের সরণিতে ফিরব।'

টিম ইন্ডিয়া রবিবার শেষ একদিনের ম্যাচ জিতে সিরিজের দখল নিতে পারবে কিনা, কোচ গম্ভীরের প্রার্থনা সফল হবে কিনা—সময়ই তার জবাব দেবে। তার আগে কোচ গম্ভীরের প্রথম একাদশ নির্বাচন নিয়ে সমালোচনার ঝড় বইছে। বাঁহাতি পেসার অর্শদীপ সিংকে প্রথম দুই একদিনের ম্যাচে খেলানো হয়নি। কিন্তু কেন? ভারতীয় দলের তরফে দাবি করা হচ্ছে, অর্শদীপকে বিশ্রামে রাখার লক্ষ্যেই এমন সিদ্ধান্ত। যদিও এমন ভাবনা নিয়ে বিস্ময় তৈরি হয়েছে। তার মধ্যেই আজ ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের অন্যতম সেরা অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বীন মুখ খুলেছেন। টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে অর্শদীপকে না দেখে তিনিও যে অবাক, স্পষ্টভাবে তিনি সেই কথা জানিয়েছেন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন আজ বলেছেন, 'প্রথম একাদশে সুযোগের জন্য স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা থাকা ভালো। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, অর্শদীপের মতো জোরে বোলারকে বসিয়ে রাখতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজে হিট দ্য ডেক বোলার প্রয়োজন ছিল। হর্ষিত (রানা) ও প্রসিধ (কৃষ্ণা) খেলেছিল, বুঝলাম। কিন্তু নিউজিল্যান্ড সিরিজেও এমন

উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে গৌতম গম্ভীর (উপরে) ও লোকেশ রাহুল।

ভাবনা, পরিকল্পনার কারণ খুঁজে পাচ্ছি না আমি।'

কিউয়িদের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজের প্রথম দুই একদিনের ম্যাচেই ভারতীয় জোরে বোলাররা সেভাবে ছাপ ফেলতে পারেননি। খুবই সাধারণ দেখিয়েছে মহম্মদ সিরাজ, হর্ষিতদের। তারপরও দলের বোলিং বৈচিত্র্যের কথা ভেবে কেন অর্শদীপের কথা ভাবা হচ্ছে না, প্রশ্ন তুলেছেন অশ্বীন। তাঁর কথায়, 'আমি এখনও বুঝতে পারিনি কেন প্রথম দুই একদিনের ম্যাচে অর্শদীপকে খেলানো হল না। দলের বাকি পেসাররা দারুণ পারফর্ম করেছেন, এমন নয়। পরিস্থিতি ও দলের বোলিং বৈচিত্র্যের কথা ভেবে অর্শদীপকে খেলানো যেতেই পারত। জানি না শেষ একদিনের ম্যাচে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট অর্শদীপকে খেলাবে কিনা। কিন্তু আমি সবসময় চাইব, অর্শদীপকে সাদা বলের ক্রিকেটে খেলাতে।'

লোবেরার কোচিংয়ে কিবুকে খুঁজে পাচ্ছেন প্রাক্তন ছাত্ররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বর্তমান দলে এমন বেশ কয়েকজন ফুটবলার রয়েছেন যাঁরা সাম্প্রতিক অতীতে কিবু ভিকুনার অধীনে খেলেছেন। সবুজ-মেরুনের নতুন হেডকোচ সের্জিও লোবেরার কোচিংয়ে সেই কিবুর ছায়া দেখছেন তাঁরই দুই প্রাক্তন ছাত্র।

বাইরে থেকে দেখতে বেশ গুরুগম্ভীর। কিন্তু কথা বললেই বোঝা যায় তিনি মাটির মানুষ। ফুটবলারদের সঙ্গে আচরণ বন্ধুর মতোই। বাগান সাজঘরের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে এই রসায়নেই অল্প সময়ের মধ্যে ফুটবলারদের কাছের মানুষ হয়ে গিয়েছেন লোবেরা।

শুক্রবারই ৪৯-এ পা দিলেন তিনি। এদিন অনুশীলন শেষে সাজঘরেই কেক কেটে স্প্যানিশ কোচের জন্মদিন পালন করা হয়। মাঠ ছাড়ার সময়ই এক ফুটবলার বলে গেলেন, 'লোবেরা স্যর অনেকটা কিবুর মতোই।' আসলে অল্প সময় মোহনবাগানের আই লিগজয়ী কোচের অধীনে খেলেছেন ওই ফুটবলার। তিনিই বলছিলেন, 'কিবুর কোচিং পদ্ধতির সঙ্গে সের্জিওর কাজের বেশ মিল রয়েছে। দু-জনই পাসিং ফুটবল পছন্দ করেন। বলের দখল রেখে খেলতে বলেন। লোবেরা ও কিবুর আচরণেও অনেক মিল রয়েছে।' কিবুর আরেক প্রাক্তন ছাত্র,বর্তমানে লোবেরার দলের সদস্য বলেন, 'স্প্যানিশ কোচেদের কাজে মিল তো থাকবেই। তবে একথা ঠিক কিবু-লোবেরার ভাবনা সমান্তরাল। দু-জনের ফুটবল দর্শন একই।'

হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা ফুটবলার হিসাবে যথেষ্ট সফল। কোচ হিসাবেও সাফল্য এনে দিয়েছেন মোহনবাগানকে। তবে ফুটবলারদের 'প্রিয়' হয়ে উঠতে পেরেছিলেন কি? ফুটবলারদের কেউই মুখে কিছু না বললেও উত্তরটা যে নেতিবাচক হতে পারে তা অভিব্যক্তিতেই বোঝা যায়। এমনও শোনা যায়, ফুটবলারদের 'প্রোফাইল' ভেদে নাকি গুরুত্ব দিতেন মোলিনা। সেখানেও লোবেরা একেবারে ভিন্ন মেরুর মানুষ। মোহনবাগানের ফুটবলাররাই বলছেন এই কথা। এ যেন স্প্যানিশ কোচের জন্মদিনে উৎসর্গ করা তাঁর ছাত্রদের এক অনন্য উপহার।

সূর্য বিতর্কে ১০০ কোটির মামলা!

মুম্বই, ১৬ জানুয়ারি : সূর্যকুমার যাদবকে নিয়ে মন্তব্যের জের।

বাঙালি অভিনেত্রী খুশি মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ১০০ কোটির মানহানির মামলা। কিছুদিন আগে বলিউডের এই বাঙালি কন্যা দাবি করেন, সূর্য তাঁকে প্রায় মেসেজ করতেন। তবে কোনও ক্রিকেটারের সঙ্গে ডেট করার পক্ষপাতি ছিলেন না। অনেক ক্রিকেটারই চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি চাননি কাউকে নিজের সঙ্গে জড়াতে।

চাপে বাঙালি অভিনেত্রী

ভারতের টি২০ অধিনায়ক সূর্য যদিও বিষয়টিকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে রাজি নন। তবে সূর্যের হয়ে এই বিতর্কে ব্যাট ধরলেন সোশ্যাল মিডিয়ার ইনফ্লুয়েন্সার ফয়জান আনসারি। তাঁর দাবি, এই ধরনের আলটপকা মন্তব্যে সূর্যের মতো ক্রিকেটারের মানহানি হয়েছে। শুধু অভিযোগ তোলা নয়, কড়া পদক্ষেপও করেছেন তিনি।

অভিনেত্রী খুশি মুখোপাধ্যায়কে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি ১০০ কোটি টাকার মানহানির কেস দায়ের করেছেন। মুম্বইয়ের বাসিন্দা এই সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ১৩ জানুয়ারি গাজিপুর থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন। দাবি, সূর্যর মতো ক্রিকেট ব্যক্তিত্বের যেভাবে সম্মানহানি করেছেন, এর জন্য খুশির অন্তত ৭ বছর জেল হওয়া উচিত।

নিজের পদক্ষেপ সম্পর্কে সাংবাদিকদের আনসারি বলেছেন, 'খুশি মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছি। লিখিত অভিযোগে কড়া পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছি। এই ধরনের বিষয়ে প্রতিবাদ করা উচিত মনে হয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে এই রকম না হয়, তাই আইনি পদক্ষেপ করেছি। এর শেষ দেখে ছাড়ব।'

সূর্যকে নিয়ে মন্তব্যের ফলে তৈরি হওয়া বিতর্কের পর অবশ্য খুশি দাবি করেছিলেন, তাঁর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সূর্যের সঙ্গে বন্ধু হিসেবে অতীতে কথাবার্তা হয়েছে, তার বেশি কিছু নয়। বর্তমানে তাঁদের মধ্যে কোনও যোগাযোগ নেই। আরও দাবি করেন, তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হয়েছে।

'সি' লাইসেন্স করলেন প্রীতম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : এখনই খেলা ছাড়ার কোনও প্রশ্নই নেই। তবে সময় নষ্ট না করে নিজের ভবিষ্যতের কাজের ক্ষেত্র তৈরির বিষয়টি এক ধাপ এগিয়ে রাখলেন প্রীতম কোটাল। গত এপ্রিল মাসে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শেষ হওয়ার পর সুপার কাপের তিন ম্যাচ ছাড়া আর কিছু খেলেনি চেন্নাইয়ান এফসি। ফলে বসে থাকতে হয়েছে প্রীতমদের। এখনও প্রস্তুতি শুরু করেনি চেন্নাইয়ান এফসি। তারই মধ্যে লাইসেন্সিংয়ের পরীক্ষা দিয়ে ফেললেন তিনি।

বহু টালবাহানা ও টানাপোড়েনের পর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের হস্তক্ষেপে অবশেষে জানা গিয়েছে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে এই মরশুমের আইএসএল। এই মাঝের সময়ে বসে না থেকে 'সি' লাইসেন্স কোর্স করে রাখলেন। নিশ্চিতভাবেই ভবিষ্যতে কোচিংয়ের আগ্রহ থাকছে এই বাঙালি ডিফেন্ডারের। যদিও জানালেন, এখন খেলা চালিয়ে যেতে চান। কিন্তু পাশাপাশি নিজের ভবিষ্যৎ কেরিয়ারের রাস্তাও তৈরি করে রাখছেন।

মঙ্গলবার এসআইআর শুনানিতে হাজিরা সামির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : আগেই তাঁকে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় বাংলা দলের সঙ্গে বিজয় হাজারে ট্রফি খেলার জন্য রাজকোটে ছিলেন মহম্মদ সামি। ফলে এসআইআর হাজিরায় সেই সময় হাজির হতে পারেননি তিনি।

বড় অঘটন না হলে এসআইআর শুনানির হাজিরায় আগামী মঙ্গলবার হাজির হতে চলেছেন টিম ইন্ডিয়ার বাইরে থাকা জোরে বোলার। শুক্রবার বিকেলের দিকে জানা গিয়েছে, সোমবার কলকাতায় হাজির হচ্ছেন সামি। মঙ্গলবার এসআইআর শুনানিতে দক্ষিণ কলকাতার এক কেন্দ্রে হাজিরা দেবেন তিনি। শুধু এসআইআর শুনানিতে হাজিরা দেওয়াই নয়, সেদিনই তাঁর কল্যাণী পৌঁছানোর কথা। বৃহস্পতিবার থেকে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির ম্যাচ শুরু হচ্ছে বাংলা দলের। সেই ম্যাচেও সামি খেলবেন।

এদিকে, সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে জমে উঠেছে বাংলার অনুশীলন। গত তিন-চারদিন ধরেই অভিমন্যু ঈশ্বরণরা সেখানে অনুশীলন করছেন। আজ সকালের অনুশীলনে ছিল অভিনবত্ব। আকাশ দীপ, মুকেশ কুমার ও সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল—দলের তিন টেল এন্ডারকে দীর্ঘসময় ধরে নেটে ব্যাটিং করানো হয়েছে আজ। সঙ্গে প্লাস্টিক বলে বোলিংও সামলেছেন তাঁরা। কেন টেল এন্ডারদের এমন ব্যাটিং ক্লাস করানো হল? জানা গিয়েছে, সাদা বলের ক্রিকেটে ধারাবাহিক ব্যর্থতার পর লাল বলের রনজিতে ভালো করতে মরিয়া বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। সফল হতে হলে ব্যাটারদের পাশে দলের টেল এন্ডারদেরও ব্যাট হাতে অবদান রাখতে হতে পারে। সেই লক্ষ্যেই এমন অনুশীলন। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'মুস্তাক আলি, বিজয় হাজারে প্রতিযোগিতায় ভালো করতে পারিনি আমরা। যদিও রনজির প্রথম পর্বের সময় শুরুটা ভালো হয়েছিল। সেই ছন্দ ধরে রাখতে হবে। দলের প্রয়োজনে অনেক সময় শেষের দিকের ব্যাটারদের অবদান রাখতে হয়। তাই ওদের তৈরি রাখছি আমরা।'

রেসিংকে হারিয়ে শেষ আটে বার্সা

মাদ্রিদ, ১৬ জানুয়ারি : সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ১১ ম্যাচ জয়। চলতি মরশুমে দুরন্ত ছন্দে বার্সেলোনা।

বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় রাতে কোপা ডেল রে-তে শেষ ষোলোর লড়াইয়ে রেসিং স্যান্টানডার ক্লাবের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে বার্সা। কাতালান ক্লাবটির হয়ে গোল করেন ফেরান টোরেস ও লামিনে ইয়ামাল।

কয়েকদিন আগেই স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতেছিল বার্সা। সেই ছন্দ বজায় রেখে এদিন মাঠে নেমেছিল হ্যান্সি ফ্লিকের ছেলেরা। অবশ্য প্রথমার্ধে গোলের মুখ খুলতে পারেনি তারা। ৬৬ মিনিটে কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা পায় বার্সা। ফের্মিন

কোপা ডেল রে

লোপেজের অ্যাসিস্ট থেকে গোল করে যান ফেরান। ম্যাচের অন্তিম লগ্নে ব্যবধান বাড়ান স্প্যানিশ 'বিস্ময় বালক' ইয়ামাল। এদিন অবশ্য রেসিংয়ের দুটি গোল অফসাইডের কারণে বাতিল হয়। এছাড়াও ম্যাচের শেষদিকে বার্সা গোলরক্ষক হুয়ান গার্সিয়া একটি নিশ্চিত গোল বাঁচান।

ম্যাচের পর বার্সার তারকা ফেরান সতীর্থ হুয়ান গার্সিয়ার প্রশংসা করে বলেছেন, 'ভাগ্যিস আমাদের গোলের নীচে হুয়ান ছিল। না হলে শেষ মুহূর্তে গোল হজম করতে হত। আমরা আশা করিনি ম্যাচটা এতটা কঠিন হবে। প্রতিপক্ষ দলে বেশ কয়েকজন উচ্চমানের খেলোয়াড় রয়েছে।'

এই ছবি পোস্ট করে হিরোশি ইবুসুকিকে বিদায় জানাল ইস্টবেঙ্গল।

সমর্থকদের কাছে দুঃখপ্রকাশ হিরোশির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : তিক্ততা নয়, বরং বিদায়বেলায় সমর্থকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেন হিরোশি ইবুসুকি।

ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে তেমন ছাপ ফেলতে পারেননি। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই লাল-হলুদে হিরোশির বিদায়ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার দিন-দুয়েকের মধ্যে আবার নতুন ক্লাবও পেয়ে গিয়েছেন এই জাপানি স্ট্রাইকার। অস্ট্রেলিয়ার 'এ' লিগের দল ওয়েস্টার্ন সিডনি ওয়ান্ডারার্সের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন ইবুসুকি। তবে লাল-হলুদ জার্সিতে নিজেকে মেলে ধরতে না পারার আক্ষেপ নিয়েই ভারত ছেড়েছেন, বিদায়বার্তায় সেই কথাই লিখেছেন হিরোশি।

সমাজমাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন, 'ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত সকলকে এবং সমর্থকদের আন্তরিক ধন্যবাদ। ভারতীয় ফুটবলে অনিশ্চয়তার মাঝেই আমাকে বাধ্য হয়ে ক্লাব ছাড়তে হল। তবে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে কোনও গোল করতে না পারা আমার জন্য অত্যন্ত হতাশার। সমর্থকদের আমার সেরা পারফরমেন্সটা দেখাতে পারিনি। সেইজন্য দুঃখিত।' আলাদা করে লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ও হেড অফ ফুটবল থংবোই সিংটোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন হিরোশি। ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলকে।

নর্থইস্ট ছেড়ে জাকার্তায় আলাদিন

ছোট্ট বন্ধু অশ্বীনের সঙ্গে বিচ্ছেদে আবেগপ্রবণ ইকের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : অমিল সর্বত্র। গোয়া এবং কলকাতাকে বোধহয় একমাত্র মিলিয়ে দিতে পারে ফুটবল। আর সেই ফুটবলকে ঘিরেই যেন কলকাতায় ঘটে যাওয়া এক টুকরো ছবি আবার গোয়ান ফুটবলে।

২০১১-'১২ সালে ইস্টবেঙ্গলে খেলে যান স্কটিশ ফুটবলার অ্যালান গাও। খুব অল্প সময়ে

> তোমার কাছ থেকেই সহৃয়তা শিখেছি, যা কোনও দেশ, ভাবনা, প্রতিযোগিতা, ধর্ম ও বিশ্বাসে বাঁধা থাকে না। তোমাকে বড় এবং অভিজ্ঞ হতে দেখা, আর এখন তুমি পরিবারের বড় ভাই।
>
> -ইকের গুয়েরচেনা

নিজের দুর্দান্ত ফুটবল স্কিলে মাতিয়েছিলেন এদেশের ফুটবল। তবে বেশিদিন তাঁকে রাখেনি ইস্টবেঙ্গল। তিনি ফিরে যান নিজের দেশে। কিন্তু চলে যাওয়ার দিনে তৈরি হয় এক আবেগঘন মুহূর্ত। নিয়মিত মাঠে আসত পাশের বস্তির ছোট্ট জ্যাকি। তার সঙ্গে কীভাবে যেন বন্ধুত্ব হয়ে যায় অ্যালানের। তাই যেদিন মাঝ মরশুমে দল ছাড়তে বাধ্য হন স্কটিশ তারকা, সেদিন কেঁদে ভাসিয়েছিলেন দুজনেই। সেদিনের সেই ছবি

মাঠকর্মীর ছেলে অশ্বীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল ইকের গুয়েরচেনার।

আবার গোয়ার মাঠে। এদিন মাঠের ছোট্ট বন্ধু অশ্বীনকে সামাজিক মাধ্যমে চিঠি লিখলেন ইকের গুয়েরচেনা। এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে গোয়া ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি যে কতটা কষ্ট পাচ্ছেন তার প্রমাণ এই চিঠিতেই। অশ্বীন গোয়ার এক মাঠকর্মীর ছেলে। যার সঙ্গে প্রথম মরশুম থেকেই বন্ধুত্ব ইকেরের। 'আমার ছোট্ট বন্ধু অশ্বীন', লিখে শুরু করেন এই চিঠি। পরে লেখেন, 'আমি পৃথিবীর সবাইকে জানাতে চাই যে, তুমি বিশ্বের সেরা হৃদয়ের অধিকারী। প্রতিদিন সকালে বা বিকেলে আমাদের যে দেখা হত, পাস বাড়াতাম কী কল্পনায় ফুট-টেনিস খেলতাম, আমার কাছ থেকে তোমার বল চুরি করার ব্যর্থ চেষ্টা বা আমাদের ভূগোল, যেখানে আমি বিভিন্ন দেশ, তাদের রাজধানী, শহর সম্পর্কে পড়া, আমাদের ফিজিওথেরাপির ক্লাস, যেখানে পেশি সম্পর্কে জানতাম আমরা, অঙ্ক কষা এবং সঙ্গে অনন্ত হাসি।' এরপর তিনি আরও অনেক কিছুর সঙ্গে লেখেন, 'তোমার কাছ থেকেই সহৃয়তা শিখেছি, যা কোনও দেশ, ভাবনা, প্রতিযোগিতা, ধর্ম ও বিশ্বাসে বাঁধা থাকে না। তোমাকে বড় এবং অভিজ্ঞ হতে দেখা, আর এখন তুমি পরিবারের বড় ভাই।' শেষ ছত্রে তিনি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে লিখেছেন, 'এবার আমরা আলাদা হচ্ছি। আর তার জন্য আমি কাঁদছি। কিন্তু তুমি চিরকাল আমার জীবনের একটা অংশ হয়ে থাকবে। তোমার হৃদয়, তোমার মনুষ্যত্ববোধ এবং ত্যাগ যা তোমাকে সবার থেকে আলাদা করেছে সেই সব আরও বড় হোক।'

ইকের আবার কখনও এদেশে ফিরবেন কিনা তা সময়ই বলবে। যদি ফেরেন হয়তো এই ছোট্ট বন্ধুও হবে তার অন্যতম কারণ। আর অশ্বীনও হয়তো এই বিখ্যাত তারকা বন্ধুর জন্য অপেক্ষায় থাকবেন। ফুটবলের অনিশ্চতা যাঁদের আলাদা করে দিল, সেই দায়ভারই কি নেবেন এদেশের ফুটবল কর্তারা? যাঁদের দড়ি টানাটানিতে আলাদা হলেন তার দায় কি এবার নেবেন তাঁরা? ইকেরের মতোই এবারের আইএসএলে দেখা যাবে না আলাদিন আজারাইকেও। তাঁকে ইন্দোনেশিয়ার ক্লাব পার্সিজা জাকার্তায় লোনে ছেড়ে দিল নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি। সবমিলিয়ে এবারের লিগ হলেও নিশ্চিতভাবেই আকর্ষণ হারাতে চলেছে।

বাংলাদেশে প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে আইসিসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ১৬ জানুয়ারি : বাংলাদেশ ক্রিকেটে ঘরোয়া কোন্দলে আপাতত ইতি। বোর্ডের আশ্বাসের পর বয়কট প্রত্যাহার করে নিয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। সেই অনুসারে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ফের শুরু হয়েছে। এদিন একাধিক ম্যাচও অনুষ্ঠিত হয়।

টি২০ বিশ্বকাপ নিয়ে জট কিন্তু সেই তিমিরেই। ভিডিও কনফারেন্সে আইসিসি ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) শীর্ষ আধিকারিকরা আলোচনায় বসেছিলেন। যদিও দুই পক্ষ অবস্থানে অনড় থাকার ফলে সমাধান সূত্র মেলেনি। বিসিবি আধিকারিকদের সঙ্গে এবার সরাসরি কথা বলার জন্য বাংলাদেশে প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে আইসিসি।

বয়কট ছেড়ে বিপিএল শুরু

সংবাদমাধ্যমকে বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেছেন, 'আইসিসি-র আধিকারিকরা আলোচনা করতে বাংলাদেশে আসছেন। বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেই কথা জানিয়েছেন।' তবে নতুন করে আলোচনা শুরুর আগেই ফের স্পষ্ট করে দিলেন, ভারতে বিশ্বকাপ না খেলা নিয়ে বর্তমান অবস্থান পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই। শ্রীলঙ্কায় খেলার দাবি পুনরায় জানিয়ে রাখলেন। বিশ্বাস, আইসিসি শেষপর্যন্ত বাংলাদেশের জন্য সেই ব্যবস্থা করবে। সূত্রের খবর, শনিবার কিংবা রবিবারের মধ্যেই বাংলাদেশে পৌঁছোবে প্রতিনিধিদল। তবে বিসিবি-র এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এখনও দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি।

গত মঙ্গলবার আইসিসি-র সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে বসেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম, সহ সভাপতি মহম্মদ শাখওয়াত সহ একাধিক আধিকারিক। আইসিসি-র তরফে নির্দিষ্ট সূচি মেনে ভারতে খেলার জন্য চাপ দেওয়া হয়। যদিও বিসিবি তৎক্ষণাৎ যা খারিজ করে দেয়। ৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপ শুরু। এখন দেখার তার আগে পরবর্তী বৈঠকে জট কাটে কিনা।

একদিন বিরতির পর শুরু হল বিপিএল। সিলেট টাইটান্সের বিরুদ্ধে রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে আউট হলেন রাজশাহি ওয়ারিয়র্সের মুশফিকুর রহিম।

বিশ্বকাপ নিয়ে সমাধান সূত্র না মিললেও বাংলাদেশে ক্রিকেট বয়কট উঠে গেল। গতকাল ক্রিকেটারদের দাবি মেনে বোর্ডের আর্থিক কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে আসিফ নাজমুলকে বরখাস্ত করা হয়। ক্রিকেটারদের আরও দাবি ছিল নাজমুলকে ক্ষমা চাইতে হবে। রাতে ফের বৈঠকে বসে দুই পক্ষ, সেখানেই সুর নরম করে খেলার সিদ্ধান্ত ক্রিকেটারদের।

বাংলাদেশ ক্রিকেট সংগঠন কোয়াবের সভাপতি মহম্মদ মিঠুন বলেছেন, 'বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা ফলপ্রসু। দুই পক্ষ একটা নির্দিষ্ট অবস্থানে আসতে সক্ষম হয়েছে। কোয়াবের সদস্য ক্রিকেটাররা বয়কট প্রত্যাহার করে মাঠে ফিরতে প্রস্তুত।' বোর্ডের তরফে ক্রিকেটারদের আশ্বস্ত করা হয়েছে বহিষ্কৃত আধিকারিকের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে তদন্ত হবে।

এদিকে, মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাতিল করা নিয়ে আইনি পদক্ষেপের কথা একসময় ভেবেছিল কোয়াব। কিন্তু মুস্তাফিজুর নিজেই তা চাননি বলে সেই রাস্তা থেকে সরে আসে তারা। সংস্থার সভাপতি মহম্মদ মিঠুন বলেছেন, 'আমরা বিষয়টি নিয়ে আইনি পদক্ষেপের কথা ভেবেছিলাম। ক্রিকেটারদের বিশ্ব সংগঠনেও যাওয়ার ভাবনা ছিল। কিন্তু মুস্তাফিজুর নিজে তা না চাওয়ায়, সেই পদক্ষেপ করা যায়নি।' নিলামে ৯.২ কোটি টাকায় মুস্তাফিজুরকে নিয়েছিল কেকেআর।

১০৫ রানের পার্টনারশিপের পথে রাধা যাদবের সঙ্গে রিচা ঘোষ।

রাধা-রিচার ব্যাটে হ্যাটট্রিক আরসিবি-র

নভি মুম্বই, ১৬ জানুয়ারি : পাওয়ার প্লে শেষ হতে তখনও ৩ বল বাকি। তার মধ্যেই টপ অর্ডারের চার ব্যাটারকে হারিয়ে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৪৩/৪। সেখান থেকেই রিচা ঘোষ (২৮ বলে ৪৪) ও রাধা যাদবের (৪৭ বলে ৬৬) ঝোড়ো ব্যাটিং। আরসিবি শেষ করে ৭ উইকেটে ১৮২ রানে। তারপর বল হাতে শ্রেয়াঙ্কা পাতিলের (২৩/৫) দাপটে গুজরাট জায়েন্টসকে ১৮.৫ ওভারে ১৫০ রানে অল আউট করে দেওয়া। যার সুবাদে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের চতুর্থ সংস্করণের শুরুতেই জয়ের হ্যাটট্রিক আরসিবি-র।

টস হেরে ব্যাটিংয়ে নামার পর ৫ রানেই ফিরে যান আরসিবি-র অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা। বেশিক্ষণ টেকেননি গ্রেস হ্যারিস (১৭), দয়ালান হেমালতাও (৪)। কঠিন পরিস্থিতিতে পঞ্চম উইকেটে ১০৫ রানের জুটিতে ম্যাচের গতিপথ বদলে দেন রাধা-রিচা। শেষবেলায় ১২ বলে নাদিনে ডি ক্লার্কের ২৬ রানের ইনিংস চ্যালেঞ্জিং স্কোরে পৌঁছে দেয় আরসিবি-কে। ১৮৩ রানের টার্গেট নিয়ে নামার পর ভারতী ফুলমালি (৩৯) ও বেথ মুনি (২৭) বাদে গুজরাটের কেউ প্রতিরোধ গড়তে পারেননি। তারা ১৮.৫ ওভারে ১৫০ রানে অল আউট হয়।

ডব্লিউপিএলে আজ

ইউপি ওয়ারিয়র্স বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স
সময় : দুপুর ৩টা

দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নভি মুম্বই
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও হটস্টার

বিশ্বকাপ ভাবনায় ঢুকে পড়লেন শ্রেয়সও

মুম্বই, ১৬ জানুয়ারি : কারও সর্বনাশ তো কারও পৌষমাস।

তিলক ভার্মার চোট (তলপেটে) ভারতীয় টি২০ দলের দরজা খুলে দিল শ্রেয়স আইয়ারের জন্য। একই সঙ্গে নির্বাচক কমিটি, দলের থিংকট্যাংকের বিশ্বকাপ ভাবনাতেও ঢুকে পড়লেন পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক। আইপিএলে ধারাবাহিক পারফরমেন্স করেও টি২০ দলের দরজা খুলতে পারেননি শ্রেয়স। যা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। অবশেষে আক্ষেপ দূর। চোট সারিয়ে চলতি নিউজিল্যান্ড ওডিআই সিরিজে প্রত্যাবর্তন ঘটে। এবার টি২০ ফরম্যাটেও ডাক। ২১ জানুয়ারি শুরু ৫ ম্যাচের আসন্ন টি২০ সিরিজের প্রথম তিন ম্যাচে তিলকের পরিবর্ত হিসেবে ডাক পেলেন শ্রেয়স।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের পরই বিশ্বকাপ। তার আগে শ্রেয়সের প্রত্যাবর্তনে বড় ইঙ্গিত বলে মনে করা হচ্ছে। কুড়িকুড়ি ফরম্যাটে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলছেন শ্রেয়স। সেক্ষেত্রে প্রথম তিন ম্যাচের সুযোগ কাজে লাগালে বিশ্বকাপের টিকিটও দূর নয়। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ছন্দে নেই। দীর্ঘদিন ধরে রান পাচ্ছেন না। চোট চিন্তা বাড়িয়েছে তিলককে নিয়ে। এহেন পরিস্থিতিতে মিডল অর্ডারে শ্রেয়সের অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ হবে বিশ্বকাপের মতো আসরে বলে মনে করছে ভারতীয় থিংকট্যাংকও। বিশ্বকাপের দল ঘোষণা হয়ে গেলেও পরিবর্ত হিসেবে শ্রেয়স ঢুকে পড়লেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

বিঝোইয়ের সঙ্গে টি২০ সিরিজে ডাক

অপরদিকে, ওয়াশিংটন সুন্দরের (পাঁজরে চোট) পরিবর্তে টি২০ সিরিজে ডাক পেলেন রবি বিঝোই। গোটা সিরিজের জন্য অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি তাঁকে বেছে নিয়েছেন। ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচেই চোট পান সুন্দর। বাকি দুই ম্যাচের জন্য ডাক পান আয়ুষ বাদোনি। টি২০ সিরিজে বিঝোই। খবর, হয়তো বিশ্বকাপেও খেলতে পারবেন না তামিলনাড়ুর স্পিন-অলরাউন্ডার সুন্দর। সেই কথা মাথায় রেখেই বিঝোইকে তৈরি রাখার ভাবনা।

তিলক, সুন্দরের চোট এবং পরিবর্ত হিসেবে শ্রেয়স ও বিঝোইয়ের ডাক, নিশ্চিতভাবে ভারতের টি২০ বিশ্বকাপ ভাবনায় নয়া সমীকরণ যোগ করল। টিম ইন্ডিয়ার অন্দরমহলের খবর, গৌতম গম্ভীর-অজিত আগরকাররা বিশেষ করে শ্রেয়সকে দেখে নিতে চাইছেন।

টি২০ সিরিজের পরিবর্ত দল : সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, শ্রেয়স আইয়ার (প্রথম তিন ম্যাচ), হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল (সহ অধিনায়ক), রিঙ্কু সিং, জসপ্রীত বুমরাহ, হর্ষিত রানা, অর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তী, ঈশান কিষান, রবি বিঝোই।

আবারও হার সৌরভের দলের

সেঞ্চুরিয়ন, ১৬ জানুয়ারি : ফের ধারাবাহিকতায় ছেদ। জয়ের হ্যাটট্রিকের পরের ম্যাচেই হার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের।

দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগের ম্যাচে পারল রয়্যালসের কাছে ৬ উইকেটে ম্যাচ হারল প্রিটোরিয়া। ব্যাটিং ব্যর্থতার জেরেই ডুবল সৌরভের দল। নিজেদের নবম ম্যাচে শুরুতে ব্যাট করে ১৯.১ ওভারে ১২৭ রান করে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস। পার্লের পক্ষে সেরা বোলিং ওট্টনিল বার্টমানের। হ্যাটট্রিক সহ ১৬ রানের বিনিময়ে ৫ উইকেট নেন তিনি।

অঙ্ক লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমেও ১৭ রানে দুই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় পার্ল রয়্যালস। যদিও পরের দিকে রান তুলতে তাদের বিশেষ সমস্যা হয়নি। ম্যাচে ২৯ বল বাকি থাকতেই ৬ উইকেট হাতে রেখে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় পার্ল।

ফাইনালে বিদর্ভ-সৌরাষ্ট্র দ্বৈরথ

বেঙ্গালুরু, ১৬ জানুয়ারি : আগামী রবিবার চলতি বিজয় হাজারে ট্রফির ফাইনালে মুখোমুখি বিদর্ভ ও সৌরাষ্ট্র। গতকাল প্রথম সেমিফাইনালে কর্ণাটককে হারিয়ে খেতাবি যুদ্ধের টিকিট আদায় করে নিয়েছিল বিদর্ভ। আজ সৌরাষ্ট্রের পালা। বেঙ্গালুরুস্থিত বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের মাঠে একপেশে দাপট দেখিয়ে শক্তিশালী পাঞ্জাবকে হারাল সৌরাষ্ট্র।

বিজয় হাজারে ট্রফি

প্রথম ব্যাটিং করে পাঞ্জাব নির্ধারিত ৫০ ওভারে ২৯১ রান তোলে। অধিনায়ক প্রভসিমরন সিং (৮৭) ও আনমোলপ্রীত সিংয়ের (১০০) দাপটে একসময় পাঞ্জাবের স্কোর ছিল ২০০/২। যদিও ডেথ ওভারে ভালো শুরুর সুযোগ নিতে পারেনি পঞ্চনদের দল।

বাঁহাতি পেস ও সুইংয়ে চেতন সাকারিয়া (৬০/৪) ধস নামান প্রতিপক্ষের ইনিংসে। দুইটি করে উইকেট নেন অঙ্কুর পানওয়ার ও চিরাগ জানি। শেষপর্যন্ত ৯১ রানে শেষ ৮ উইকেট খুইয়ে তিনশোর মধ্যেই আটকে যায় পাঞ্জাব। রামনদীপ সিং (৪২) তার মধ্যেই কিছুটা চেষ্টা চালান।

সৌরাষ্ট্রের জয়ের নায়ক বিশ্বরাজ জাদেজা।

ফাইনালে উঠতে দরকার ২৯২। খেলতে নেমে সৌরাষ্ট্রের টপ অর্ডার প্রথম থেকেই বুলডোজার চালায় প্রতিপক্ষ বোলারদের ওপর। অধিনায়ক হার্ভিক দেশাই (৬৪) ও বিশ্বরাজ জাদেজা ২৩ ওভারে ১৭২ রান যোগ করে জয়ের রাস্তা মসৃণ করে দেয়। হার্ভিক ফেরার পর বিজয় হাজারে ট্রফিতে রানের মধ্যে থাকা প্রেরক মানকড়কে (অপরাজিত ৫২) নিয়ে বাকি কাজ সেরে নেন বিশ্বরাজ (অপরাজিত ১৬৫)। অবিচ্ছিন্ন দ্বিতীয় উইকেটে ১২১ রান যোগ করেন দুইজনে।

ম্যাচের নায়ক একান্তভাবেই বিশ্বরাজ। ১২৭ বলের ইনিংসে আগাগোড়া রাজত্ব চালান। সাতজন বোলার ব্যবহার করেও পাঞ্জাব থামাতে পারেননি সৌরাষ্ট্র ওপেনারের দাপট। ১৮টি চার ও ৩ ছক্কায় সাজানো ইনিংসে পাঞ্জাবকে ৯ উইকেটে উড়িয়ে দিয়ে দলকে ফাইনালে তুলে দেন বিশ্বরাজ।

সোনালি হ্যাটট্রিক দীপঙ্করের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : বাণীপুরে অনুষ্ঠিত রাজ্য পর্যায়ের বার্ষিক ক্রীড়া থেকে রাজগঞ্জ ব্লকের ভোটপাড়ার দীপঙ্কর রায় তিনটি সোনা নিয়ে ফিরেছে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ছেলেদের বিভাগে জলপাইগুড়ি জেলার হয়ে নেমে দীপঙ্কর প্রথম হয় ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে। ৪x১০০ মিটার রিলে রেসে প্রথম স্থানে থাকে দীপঙ্কর। ভোটপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র দীপঙ্করের বাবা-মা দুইজনেই দিনমজুর। তার কোচ পুষ্পমালা রায় বলেছেন, 'ওর নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় প্রমাণ করে দেয় - সুযোগ সীমিত হলেও স্বপ্ন কখনও সীমাবদ্ধ হয় না। আজ গোটা জলপাইগুড়ি জেলা এই খুদে ক্রীড়াবিদের কৃতিত্বে গর্ব অনুভব করছে।'

কোচ পুষ্পমালা রায়ের সঙ্গে দীপঙ্কর রায়।

প্রথম প্রশান্ত

জলপাইগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : ভারত যোগা অ্যাসোসিয়েশনের দ্বিতীয় ওপেন ন্যাশনাল যোগাসন স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম হয়েছেন জলপাইগুড়ির মোহন্তপাড়ার বাসিন্দা প্রশান্ত কর্মকার। ১০-১১ জানুয়ারি পশ্চিম আসানসোলের পোলো গ্রাউন্ডের ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সফল হন ৫৫ বছরের প্রশান্ত।

ব্যারেটোর দলকে হারাল নর্থবেঙ্গল

হাওড়া, ১৬ জানুয়ারি : ঘরের মাঠ কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড এফসি হেরে গিয়েছিল হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্সের বিরুদ্ধে। বেঙ্গল সুপার লিগে শুক্রবার অ্যাওয়ে ম্যাচে সেই হাওড়া-হুগলিকে হারিয়ে দিল নর্থবেঙ্গল। হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটোর দলের বিরুদ্ধে ৬২ মিনিটে গোলটি করেন অর্জুন। এদিন জিতে ১১ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে নর্থবেঙ্গল উঠে এসেছে পঞ্চম স্থানে। সমসংখ্যক পয়েন্টে থাকলেও গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকায় চার নম্বরে আছে বর্ধমান ব্লাস্টার্স। হেরে গেলেও ২৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ব্যারেটোর দল।

আদর্শ গুরপ্রীত, ইস্টবেঙ্গলে খেলতে চান উত্তরের নিশান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ির চা বাগান থেকে সরাসরি কলকাতা ময়দান। আরেক গুরপ্রীত সিং সান্ধু হওয়ার লক্ষ্যে ছুটছেন নিশান টোপ্পো।

শুক্রবার রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট লিগের প্রথম ম্যাচেই মোহনবাগানের বিরুদ্ধে নজর কেড়েছেন বেঙ্গল ফিউচার চ্যাম্পসের নিশান টোপ্পো। যার বিশ্বস্ত গ্লাভসে প্রায় আটকেই গিয়েছিল ডেগি কাডোজোর মোহনবাগান।

জলপাইগুড়ির করলাভ্যালি চা বাগানে বাড়ি নিশানের। বাবা সুমন ও মা নির্মলা চা বাগানে কাজ করেন। ছোটবেলায় বন্ধুদের সঙ্গে স্থানীয় প্রতিযোগিতায় খেলতে গিয়ে টাউন ক্লাবের কোচ বাদল কর্মকারের নজরে পড়েন তিনি। এরপর আইএফএ-এর উদ্যোগে তৈরি বেঙ্গল ফিউচার চ্যাম্পসের ট্রায়াল দিতে এসেছিলেন নিশান। প্রথমদিনেই কোচ রাজীব

বাগের নজরে পড়ে যান উত্তরের এই গোলরক্ষক। তারপর প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে অতিমানবীয় পারফরমেন্স।

এদিন ম্যাচের পর নিশান বলছিলেন, 'মা ও বাবা সবসময় আমাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। বিশেষ করে মা নিজে পরিশ্রম করে আমার খেলার খরচ চালান। মায়ের জন্যই মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ভালো খেলেছি।' ছোট থেকে ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক নিশান। দেশের একনম্বর গোলরক্ষক গুরপ্রীতকে আদর্শ মনে করেন তিনি। নিশান বলেছেন, 'গুরপ্রীত আমার আদর্শ। ভবিষ্যতে নিজের প্রিয় দল ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে খেলতে চাই।'

মোহনবাগানের কাছে ১-০ ফলে হেরে গিয়েছে ফিউচার চ্যাম্পস। গোলটি রোহিত সিংয়ের। অপর ম্যাচে সৌম্যজিৎ তরফদারের গোলে ইউনাইটেড স্পোর্টসের কাছে ১-০ ফলে হেরেছে ইস্টবেঙ্গল।

রেফারিদের তলব

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : গত ১৩ ডিসেম্বর লিওনেল মেসির কলকাতা সফরকে কেন্দ্র করে আয়োজিত মোহনবাগান অল স্টার্স বনাম ডায়মন্ড হারবার অল স্টার্স প্রদর্শনী ম্যাচের রেফারিদের তলব করল আইএফএ। তারা ম্যাচ পরিচালনার জন্য বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থার থেকে অনুমতি নেননি বলে জানা গিয়েছে। যে কারণে, আগামী ২০ জানুয়ারি আইএফএ শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির বৈঠকে তাঁদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

রাহুলের দাপটে জয়ী ধূপগুড়ি

জলপাইগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেটে শুক্রবার ডিসিএ ধূপগুড়ি ২ উইকেটে জিতেছে এফইউসি-র বিরুদ্ধে। প্রথমে এফইউসি ১১৪ রানে অল আউট হয়। সৌমজিৎ রায় রেখে এসেছে ৩২ রান। রাহুল রায় ২৪ রানে ৪ উইকেট নেয়। জবাবে ধূপগুড়ি ৮ উইকেট লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ম্যাচের সেরা রাহুলের অবদান ২৭ রান। আয়ুষ বর্মন ৪৮ রানে নেয় ৩ উইকেট।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে রাহুল রায়। ছবি : অনীক চৌধুরী

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন হাওড়া-এর এক বাসিন্দা

বিজ্ঞাপন

বাসিন্দা অনুপ গোস্বামী - কে 14.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 78J 25374 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকা জেতা জীবন বদলে দেয়। আমাদের উদ্বেগ হালকা হয়ে যায় এবং আমাদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ বোধ হয়। এই অবিশ্বাস্য ভাগ্যের জন্য আমরা ডিয়ার লটারিকে যথেষ্ট ধন্যবাদ জানাতে পারি না!" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া - এর একজন

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ট্রফি নিয়ে উচ্ছ্বাস সুনীতিবালা সদর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের।

চ্যাম্পিয়ন সুনীতিবালাকে সংবর্ধনা

জলপাইগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : সার্কেল ক্রীড়ায় চ্যাম্পিয়ন হওয়া সুনীতিবালা সদর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৭ সদস্যের দলকে সংবর্ধনা দেওয়া হল শুক্রবার। প্রধান শিক্ষক অরূপ দে বলেছেন, 'ছাত্রীরা গত ৪ বছর ধরে সার্কেল ক্রীড়ায় চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে, তাই তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হল। পাশাপাশি প্রাক-প্রাথমিকে ছাত্রীদের নিয়ে নবীন বরণ হয়।' *ছবি : অনসূয়া চৌধুরী*

জয়ের ৫৩

জলপাইগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শুক্রবার ম্যাচে কিশোর মিলন সংঘ ৬৩ রানে হারিয়েছে ইভিনিং ক্লাবকে। প্রথমে কিশোর ২০৬ রানে অল আউট হয়। জয় দত্তর অবদান ৫৩ রান। সুরেশ বসাক ২৯ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে ইভিনিং ১৪৩ রানে আটকে যায়। কৌশিক রায় রেখে এসেছেন ৫৫ রান। প্রহ্লাদ সরকার ১৫ রানে ২ উইকেট নেন।